রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা ইহাকে মোনাফেকী গণ্য করিতাম। (তারগীব)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হযরত আবু উনাইস (যাহহাক ইবনে কায়েস) (রহঃ)এর সহিত তোমাদের আচরণ কেমন? সে বলিল, আমরা যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি তখন এমন কথা বলি যাহা তিনি পছন্দ করেন, আর যখন তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসি তখন ভিন্নরকম কথা বলি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তো আমরা ইহাকে মোনাফেকী বলিয়া গণ্য করিতাম।

হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করিলাম যে, আমরা যখন তাহাদের (অর্থাৎ আমীরদের) নিকট যাই তখন এমন কথা বলি যাহা তাহারা চায়। আর যখন তাহাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসি তখন উহার বিপরীত বলি। তিনি বলিলেন, আমরা ইহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মোনাফেকী গণ্য করিতাম।

আমীরের নিকট হাসিতামাশা না করা

আলকামা ইবনে ওক্কাস (রহঃ) বলেন, একজন বেকার লোক ছিল। সে আমীরদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে হাসাইত। আমার দাদা তাহাকে বলিলেন, হে অমুক, তোমার নাশ হউক, তুমি এই সমস্ত আমীরদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে কেন হাসাও? (এরূপ করিও না।) কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা কখনও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন এক কথা বলিয়া বসে (যাহা এত উচ্চ পর্যায়ের হয় যে,) বান্দা উহা সম্পর্কে ধারণাই রাখে না যে, কত উচ্চ

পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিল। তাহার এই কথায় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়া যান যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আর বান্দা কখনও আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিমূলক এমন এক কথা বলিয়া বসে (যাহা এত নীচ পর্যায়ের হয় যে,) বান্দা ধারণাই রাখে না যে, উহা কত নীচ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিল। তাহার এই কথায় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি এত অসন্তুষ্ট হন যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আলকামা (রহঃ) বলেন, হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে এই সমস্ত আমীরদের নিকট অধিক পরিমাণে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। চিন্তা করিয়া লইও যে, তুমি তাহাদের সহিত কি ধরনের কথাবার্তা বলিবে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষ কখনও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন কথা বলিয়া বসে....। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদেরকে ফেৎনার স্থানসমূহ হইতে বাঁচাও। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আবদুল্লাহ! ফেৎনার স্থান কোথায়? তিনি বলিলেন, আমীরদের দ্বারসমূহ। তোমাদের কেহ আমীরের নিকট যাইয়া তাহার অসত্যকে সত্য বলে এবং (তাহার প্রশংসায়) এমন গুণাবলীর কথা আলোচনা করে যাহা তাহার মধ্যে নাই।

হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিজ পুত্রকে নসীহত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা (হযরত আব্বাস (রাঃ)) বলিলেন, হে আমার বেটা, আমি দেখিতেছি, আমীরুল

www.BANGLAKITAB.com

মুমিনীন (হযরত ওমর (রাঃ)) তোমাকে ডাকেন এবং তোমাকে নিজের কাছে বসান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য সাহাবাদের সহ তোমার নিকট হইতেও পরামর্শ গ্রহণ করেন। অতএব তুমি আমার তিনটি কথা স্মরণ রাখিও। আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিও, তোমার ব্যাপারে তাহার যেন কখনও এই অভিজ্ঞতা অর্জন না হয় যে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, (অর্থাৎ তাহার সম্মুখে কখনও মিথ্যা বলিও না) এবং তাহার গোপন কথা কখনও ফাঁস করিও না, আর কখনও তাহার নিকট কাহারো গীবত (পরনিন্দা) করিও না। হযরত আমের (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, এই তিনটির প্রত্যেকটি কথা এক হাজার (দেরহাম) হইতে উত্তম। তিনি বলিলেন, বরং প্রত্যেকটি কথা দশ হাজার (দেরহাম) হইতে উত্তম। (তাবারানী)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আমি দেখিতেছি, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তোমাকে সম্মান করেন, নিজের কাছে বসান এবং তোমাকে এমন লোকদের অর্থাৎ বড় বড় সাহাবাদের সহিত শামিল করেন যাহাদের তুমি সমকক্ষ নও। আমার তিনটি কথা স্মরণ রাখিও, কখনও যেন তাহার এই অভিজ্ঞতা না হয় যে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, কখনও তাহার গোপন কথা ফাঁস করিও না এবং তাহার নিকট কখনও কাহারো গীবত (পরনিন্দা) করিও না।

আমীরের সম্মুখে হক কথা বলা এবং আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কোন আদেশ করিলে তাহা মানিতে অস্বীকার করা

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত উবাই (রাঃ)এর ঘটনা

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর একটি আয়াতের কেরাআতকে

অস্বীকার করিলেন (যে, এই আয়াত কোরআনে নাই বা কোরআনে এরূপ নাই)। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এমন সময় শুনিয়াছি যখন হে ওমর! বাকী' এর বাজারে বেচাকেনা তোমাকে মশগুল করিয়া রাখিত। (এইজন্য তুমি এই আয়াত শুনার সুযোগ পাও নাই।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করিয়াছি, যাহাতে জানিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে, যে আমীরের সম্মুখে হক কথা বলিতে পারে। (কারণ) সেই আমীরের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই যাহার সম্মুখে না হক কথা বলা যায়, আর না সে স্বয়ং হক কথা বলে। (কানযুল উম্মাল)

আবু মিজলাম (রহঃ) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

مِنَ الَّذِيْنَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি ভুল পড়িয়াছ। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, (আমি ঠিক পড়িয়াছি) আপনার ভুল বেশী। এক ব্যক্তি (হযরত উবাই (রাঃ)কে) বলিল, আপনি আমীরুল মুমিনীন (এর কথা)কে ভুল বলিতেছেন? হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি আমীরুল মুমিনীনকে তোমার অপেক্ষা বেশী সম্মান করি। কিন্তু (তাহার কথা যেহেতু কোরআনের বিপরীত সেহেতু) আমি কোরআনের মোকাবেলায় তাহার কথাকে ভুল বলিয়াছি। আমি কোরআনকে ভুল বলি আর আমীরুল মুমিনীন (এর ভুল কথা)কে সঠিক বলি ইহা হইতে পারে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত উবাই (রাঃ) ঠিক বলিয়াছেন। (কানয)

হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ) এক মজলিসে বসিয়াছিলেন। তাহার আশেপাশে মুহাজিরীন ও আনসারগণ বসিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা বল দেখি, আমি যদি কোন বিষয়ে ঢিলামী করি তবে তোমরা কি করিবে? সকলে চুপ রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) পূর্বোক্ত কথা দুই তিন বার পুনরাবৃত্তি করিলেন। হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ) বলিলেন, যদি আপনি এরূপ করেন তবে আমরা আপনাকে এমনভাবে সোজা করিয়া দিব যেমন তীর সোজা করা হইয়া থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) (আনন্দিত হইয়া) বলিলেন, তাহা হইলে তো তোমরাই (আমীরের মজলিসে বসার উপযুক্ত)। তাহা হইলে তো তোমরাই (আমীরের মজলিসে বসার উপযুক্ত)। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর ঘটনা

মূসা ইবনে আবি ঈসা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বনু হারেসার পানি পান করাইবার স্থানে আসিলেন। সেখানে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আমাকে কেমন পাও? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে তেমনই পাই যেমন আমি চাই, এবং যেমন আপনার প্রত্যেক কল্যাণকামী ব্যক্তি চায়। আমি দেখিতেছি যে, আপনি মাল জমা করিতে অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু নিজে মাল (ভোগ করা) হইতে বাঁচিয়া থাকেন, এবং উহাকে ইনসাফের সহিত বন্টন করেন। যদি আপনি বাঁকা হইয়া যান তবে আমরা আপনাকে এমনভাবে সোজা করিয়া দিব যেমন কলকব্জা দ্বারা তীর সোজা করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) (খুশী হইয়া) বলিলেন, আচ্ছা! (তুমি বলিতেছ,) যদি আপনি বাঁকা হইয়া যান তবে আমরা আপনাকে এমনভাবে সোজা করিয়া দিব যেমন কলকব্জা দ্বারা তীর সোজা করা হয়। তারপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার শোকর যে,

তিনি আমাকে এমন লোকদের মধ্যে (আমীর) বানাইয়াছেন যে, যদি আমি বাঁকা হইয়া যাই তবে তাহারা আমাকে সোজা করিয়া দিবে।

(মুন্তাখাব)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর উক্তি

আবু কাবীল (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) জুমআর দিন মিম্বারে উঠিয়া খোতবা দিতে যাইয়া বলিলেন, (বাইতুল মালের) এই মাল আমাদের মাল এবং কর ও বিনাযুদ্ধে অর্জিত গনীমতের মালও আমাদের মাল। অতএব আমরা যাহাকে ইচ্ছা দিব, যাহাকে ইচ্ছা দিব না। শ্রোতাদের মধ্য হইতে কেহ কোন উত্তর দিল না। পরবর্তী জুমআতেও তিনি একই কথা আবার বলিলেন। এইবারও কেহ কিছু বলিল না। তৃতীয় জুমআয় তিনি পুনরায় খোতবার মধ্যে একই কথা বলিলেন। মসজিদে উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, কখনও নয়, এই (বাইতুল মালের) মাল আমাদের এবং বিনা যুদ্ধে অর্জিত গনীমতের মালও আমাদের। অতএব যে ব্যক্তি আমাদের ও আমাদের মালের মাঝে প্রতিবন্ধক হইবে আমরা তলোয়ার দ্বারা তাহাকে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার দিকে লইয়া যাইব।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) (মিম্বার হইতে) নিচে নামিয়া আসিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। (সে আসিলে) তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া নিলেন। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তি তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তারপর লোকেরা ভিতরে যাইয়া দেখিল লোকটি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর সহিত সিংহাসনের উপর বসিয়া আছে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) লোকদেরকে বলিলেন, এই ব্যক্তি আমাকে জীবিত করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জীবিত রাখুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার পর এমন সমস্ত আমীর হইবে, যাহারা অন্যায় কথা বলিবে কিন্তু কেহ তাহাদের প্রতিবাদ করিতে পারিবে

www.BANGLAKITAB.com

না। তাহারা একের পর এক এমনভাবে আগুনের ভিতর পড়িবে যেমন (গাছের উপর হইতে) বানরের দল একের পর এক লাফাইয়া পড়ে। আমি প্রথম জুমআতে এই (অন্যায়) কথা (ইচ্ছাকৃতভাবে) বলিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ আমার প্রতিবাদ করে নাই। যে কারণে আমার ভয় হইল যে, হয়ত আমি সেই (ধরনের) আমীরদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর আমি দ্বিতীয় জুমুআতে পুনরায় সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম। এইবারও কেহ আমার প্রতিবাদ করিল না। আমি তখন মনে মনে বলিলাম, আমি নিশ্চয় সেই আমীরদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর আমি যখন তৃতীয় জুমুআতে আবার সেই কথা বলিলাম, তখন এই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আমার প্রতিবাদ করিল। এইভাবে সে আমাকে জীবিত করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকেও জীবিত রাখুন।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ও হযরত খালেদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত খালেদ ইবনে হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এক স্থানীয় জিম্মি (কাফের)কে (কর আদায় না করার কারণে) শাস্তি দিলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) দাঁড়াইয়া হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর সহিত (এই ব্যাপারে) কথা বলিলেন। লোকেরা বলিল, আপনি তো আমীরকে অসন্তুষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাহাকে অসন্তুষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই ব্যাপারে একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম সেই হাদীস তাহাকে জানাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই হাদীস এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন ঐ সমস্ত লোককে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে যাহারা দুনিয়াতে লোকদেরকে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি প্রদান করিত।

হযরত হাকাম ইবনে আমর গিফারী (রাঃ)এর ঘটনা

হাসান (রহঃ) বলেন, যিয়াদ হযরত হাকাম ইবনে আমর গিফারী (রাঃ)কে (এক বাহিনীর) আমীর বানাইয়া খোরাসান পাঠাইল। তিনি সেখানে অনেক গনীমতের মাল হাসিল করিলেন। যিয়াদ তাহাকে এই মর্মে পত্র লিখিল—

আম্মাবাদ, আমীরুল মুমিনীন (হযরত মুআবিয়া (রাঃ)) (আমার নিকট) লিখিয়াছেন, গনীমতের মাল হইতে স্বর্ণরৌপ্য যেন তাহার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হয়। (অতএব) আপনি স্বর্ণরৌপ্য মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিবেন না।

হযরত হাকাম (রাঃ) উত্তরে যিয়াদকে লিখিলেন—

আম্মাবাদ, তুমি আমার নিকট পত্র লিখিয়াছ, যাহাতে তুমি আমীরুল মুমিনীনের পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছ। কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের পত্রের আগেই আমার নিকট আল্লাহ তায়ালার কিতাব পৌঁছিয়াছে। (আমীরুল মুমিনীনের পত্র আল্লাহর হুকুমের খেলাপ, অতএব আমি তাহা মানিতে পারি না।) আমি আল্লাহর কসম খাইয়া বলিতেছি যে, যদি কোন বান্দার উপর আসমান ও জমিন সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, আর সে আল্লাহকে ভয় করিতে থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য সেখান হইতে উদ্ধারের পথ অবশ্যই করিয়া দিবেন। ওয়াসসালাম।

হযরত হাকাম (রাঃ) এক ব্যক্তিকে মুসলমানদের মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য আদেশ করিলেন যে, সকালবেলা নিজ নিজ গনীমতের মাল লওয়ার জন্য উপস্থিত হইবে। (সকালবেলা লোকজন উপস্থিত হইলে) তিনি মুসলমানদের মধ্যে (স্বর্ণরৌপ্য সহ) সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিলেন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিয়াছেন তখন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন, যে

www.BANGLAKITAB.com

হযরত হাকাম (রাঃ)এর হাতে পায়ে বেড়ী পরাইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া দিল। বন্দী অবস্থায়ই হযরত হাকাম (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইল এবং খোরাসানেই দাফন হইলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমি এই ব্যাপারে (হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট) বাদী হইব।

ইবনে আবদুল বার (রহঃ)ও অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি উক্ত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হাকাম (রাঃ) মুসলমানদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করিয়া দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! (এই পরিস্থিতিতে) যদি আমার জন্য আপনার নিকট (চলিয়া যাওয়ার মধ্যে) কল্যাণ নিহিত থাকে তবে আপনি আমাকে আপনার নিকট উঠাইয়া নিন। এই দোয়ার ফলে খোরাসানের মারও শহরে তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। এসাবাহ গ্রন্থে আছে, সঠিক এই যে, যখন তাহার নিকট যিয়াদের অসন্তোষজনক পত্র পৌঁছিল তখন তিনি নিজের জন্য (মৃত্যুর) দোয়া করিলেন এবং তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর ঘটনা

ইবরাহীম ইবনে আতা (রহঃ) তাহার পিতা (আতা (রহঃ)) হইতে বর্ণিত করেন, যিয়াদ অথবা ইবনে যিয়াদ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)কে সদকার মাল উসুল করার জন্য পাঠাইল। তিনি যখন (কাজ শেষে) ফিরিয়া আসিলেন তখন একটি দেরহামও সঙ্গে আনিলেন না। যিয়াদ অথবা ইবনে যিয়াদ বলিল, মাল কোথায়? তিনি বলিলেন, তুমি কি আমাকে মাল আনার জন্য পাঠাইয়াছিলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেভাবে আমরা সদকার মাল উসুল করিতাম সেইভাবে তাহা উসুল করিয়াছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেখানে আমরা উহা খরচ করিতাম সেখানে খরচ করিয়া দিয়াছি। (অর্থাৎ সেখানকার উপযুক্ত লোকদের মধ্যে খরচ করিয়া দিয়াছি।)

আমীরের উপর প্রজাদের হক

আমীরদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর খোঁজ-খবর লওয়া

আসওয়াদ (ইবনে ইয়াযীদ) (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট কোন (এলাকা হইতে) প্রতিনিধিদল আসিলে তিনি তাহাদের নিকট তাহাদের আমীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, সে অসুস্থকে দেখিতে যায় কিনা? গোলামের কথা শুনে কিনা? যাহারা নিজেদের প্রয়োজন লইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হয় তাহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করে? যদি প্রতিনিধিদল কোন বিষয়ে না বলিয়া দিত তবে তিনি সেই আমীরকে পদচ্যুত করিয়া দিতেন। (কান্য)

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন কাহাকেও কোন এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন তখন সেখানকার কোন প্রতিনিধিদল তাহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের আমীর কেমন? সে অসুস্থ গোলামকে দেখিতে যায় কিনা? সে জানাযার সহিত যায় কিনা? তাহার দ্বার কেমন? নরম (অর্থাৎ তাহার দ্বারে সহজে পৌঁছা যায় এমন) কিনা? যদি তাহারা বলিত যে, তাহার দ্বার নরম, অসুস্থ গোলামকে দেখিতে যায় তবে তাহাকে বহাল রাখিতেন। নতুবা লোক পাঠাইয়া তাহাকে আমীরের পদ হইতে সরাইয়া দিতেন। (কানযুল উম্মাল)

শাসনকর্তাদের উপর হযরত ওমর (রাঃ)এর শর্তারোপ

আসেম ইবনে আবি নাজুদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন আপন শাসনকর্তাদের (বিভিন্ন এলাকায় শাসনকার্যের জন্য) পাঠাইতেন তখন তাহাদের উপর এইরূপ শর্তারোপ করিতেন যে, তোমরা তুর্কি ঘোড়ায় আরোহণ করিবে না, ভুষিমুক্ত আটার পাতলা রুটি খাইবে না, পাতলা ও মিহি কাপড় পরিধান করিবে না, এবং লোকদের

www.BANGLAKITAB.com

প্রয়োজনের সময় নিজের দরজা বন্ধ রাখিবে না। যদি তোমরা এই সমস্ত কাজের কোন একটা কর তবে শাস্তির উপযুক্ত হইবে। তারপর বিদায় জানাইবার জন্য কিছুদূর সঙ্গে চলিতেন এবং যখন ফিরিবার ইচ্ছা করিতেন তখন তাহাদেরকে বলিতেন, আমি তোমাদেরকে মুসলমানদের রক্ত (বহাইবার) ও চামড়া (উঠাইবার) ও তাহাদের আবরু ইজ্জত (নষ্ট করার) ও মাল ছিনাইয়া লওয়ার উপর নিযুক্ত করি নাই। বরং আমি তোমাদেরকে (এই সমস্ত এলাকায়) এইজন্য প্রেরণ করিতেছি যাহাতে তোমরা সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে নামায কায়েম কর এবং তাহাদের গনীমতের মাল তাহাদের মধ্যে বন্টন কর এবং তাহাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফয়সালা কর। যদি তোমাদের সম্মুখে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যাহার ফয়সালা পরিষ্কারভাবে তোমাদের বুঝে না আসে, তবে তাহা আমার নিকট পেশ করিবে। একটু মনোযোগ দিয়া শুন, আরবদেরকে মারধর করিয়া অপমান করিও না, তাহাদেরকে ইসলামী সীমান্তে সমবেত করার পর বাড়ী ফিরিতে বাধা দিয়া ফেৎনায় নিপতিত করিও না। তাহারা করে নাই এমন দোষে দোষারোপ করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না। আর কোরআনকে (হাদীস ইত্যাদি হইতে) পৃথক ও ভিন্ন রাখিবে। (অর্থাৎ কোরআনের সহিত হাদীস মিশ্রিত করিবে না।)

আবু হুসাইন (রহঃ) হইতে ভিন্ন শব্দে কিন্তু একই অর্থে সংক্ষিপ্তাকারে উক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, কোরআনকে পৃথক ও ভিন্ন রাখিবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস কম বর্ণনা করিবে, আর এই কাজে আমিও তোমার সহিত শরীক আছি। হযরত ওমর (রাঃ) আপন নিযুক্তকৃত শাসনকর্তাদের হইতে বদলা দেওয়াইতেন। যখন তাহার কোন শাসনকর্তা সম্পর্কে নালিশ করা হইত তখন তিনি সেই শাসনকর্তা ও নালিশকারীকে এক স্থানে একত্রিত করিতেন (এবং শাসনকর্তার সম্মুখে নালিশ শুনিতেন।) ধরপাকড় করার মত কোন নালিশ প্রমাণিত হইলে তাহাকে উহার উপর ধরপাকড় করিতেন। (তাবারানী)

আবু খোযাইমা ইবনে সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন কাহাকেও শাসক নিযুক্ত করিতেন তখন আনসার ও অন্যান্যাদের এক জামাতকে সাক্ষী বানাইতেন এবং বলিতেন, আমি তোমাকে মুসলমানদের রক্ত বহাইবার জন্য শাসক নিযুক্ত করি নাই। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

আমীরের কর্তব্য সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

আবদুর রহমান ইবনে সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) লোক পাঠাইয়া হযরত সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনিলেন। এবং বলিলেন, আমরা তোমাকে এই সমস্ত লোকদের উপর আমীর বানাইলাম। তুমি তাহাদেরকে লইয়া দুশমনের এলাকায় যাও এবং তাহাদেরকে লইয়া দুশমনের সহিত জেহাদ কর। তিনি বলিলেন, হে ওমর ! আপনি আমাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলিবেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে ছাড়িব না। তোমরা খেলাফতের দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপাইয়া আমাকে একা ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা সরিয়া থাকিতে চাও। আমি তোমাকে এমন লোকদের আমীর বানাইতেছি যাহাদের অপেক্ষা তুমি উত্তম নও। আর আমি তোমাকে এইজন্য পাঠাইতেছি না যে, তুমি তাহাদেরকে মারিয়া চামড়া উঠাইবে এবং তাহাদেরকে বেইজ্জত করিবে, বরং এইজন্য পাঠাইতেছি যে, তুমি তাহাদেরকে লইয়া তাহাদের দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবে এবং তাহাদের গনীমতের মাল তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, (হে লোকসকল,) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাকে তোমাদের নিকট এইজন্য পাঠাইয়াছেন, যেন আমি তোমাদেরকে তোমাদের রবের কিতাব এবং

WWW.BANGLAKITAB.com

তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দান করি এবং তোমাদের জন্য তোমাদের রাস্তা পরিস্কার করিয়া দেই। (অর্থাৎ আমীরের দায়িত্ব হইল এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা)

সাধারণ মুসলমানদের অপেক্ষা আমীরের জীবনমান উন্নত করা ও দারোয়ান নিযুক্ত করিয়া প্রয়োজনে আগত লোকদের হইতে নিজেকে আড়াল করার উপর অসন্তোষ প্রকাশ

আবু সালেহ গিফারী (রহঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) (মিসর হইতে) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমরা এখানে জামে মসজিদের নিকটে আপনার জন্য একটি বাড়ীতে জায়গা নির্ধারণ করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) উহার জবাবে লিখিলেন, হেজাজে বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য মিসরে কিভাবে বাড়ী হইবে? তিনি হযরত আমর (রাঃ)কে হুকুম দিলেন যেন সেই জায়গা মুসলমানদের জন্য বাজার বানাইয়া দেওয়া হয়।

হযরত ওমর (রাঃ)এর অপর এক চিঠি

আবু তামীম জাইশানী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আম্মাবাদ, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, তুমি একটি মিম্বার বানাইয়াছ। তুমি যখন উহার উপর বসিয়া বয়ান কর তখন তুমি লোকদের ঘাড় হইতে উপরে উঠিয়া যাও। তোমার জন্য কি ইহা যথেষ্ট নয় যে, তুমি মাটির উপর দাঁড়াইয়া বয়ান কর, আর মুসলমানগণ তোমার গোড়ালীর নীচে থাকে? আমি তোমাকে কসম দিতেছি যে, তুমি উহা ভাঙ্গিয়া ফেল। (কানয)

ওকবা ইবনে ফারকাদ (রাঃ)এর নামে হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

হযরত আবু ওসমান (রাঃ) বলেন, আমরা আজার বাইজানে ছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন, হে ওকবা ইবনে ফারকাদ! এই রাজত্ব ও মাল, না তুমি নিজের মেহনতের বদৌলতে পাইয়াছ আর না তোমার পিতামাতার মেহনতের বদৌলতে পাইয়াছ। অতএব তুমি নিজের ঘরে যে জিনিস পেট ভরিয়া খাও তাহা অন্যান্য মুসলমানদেরকেও তাহাদের ঘরে পেট ভরিয়া খাওয়াইবে। আর আয়েশ আরামের জীবন ও মুশরিকদের বেশভুষা অবলম্বন ও রেশমী কাপড় পরিধান করা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

(তারগীব)

হেমসের আমীরকে শাস্তি প্রদান

ওরওয়া ইবনে রুওয়াইম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) লোকদের খোঁজখবর লইতেছিলেন। এমন সময় হেমসবাসী কিছু লোক তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের আমীর (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত (রাঃ) কেমন? তাহারা বলিল, অতি উত্তম আমীর, তবে তিনি একটি দুইতলা ঘর বানাইয়া লইয়াছেন এবং সেখানেই থাকেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেই আমীরকে চিঠি লিখিলেন এবং একজন পত্রবাহক পাঠাইলেন। পত্রবাহককে হুকুম দিলেন যে, (সেখানে পৌছিয়া) সেই দুইতলা ঘরকে জ্বালাইয়া দিবে। সুতরাং পত্রবাহক সেখানে পৌছিয়া কিছু লাকড়ি জমা করিল এবং সেই ঘরের দরজায় আগুন লাগাইয়া দিল। আমীরের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল তখন আমীর বলিল, তাহাকে কিছু বলিও না, এই ব্যক্তি (আমীরুল মুমিনীনের) প্রেরিত লোক। তারপর পত্রবাহক তাহাকে (হযরত ওমর (রাঃ)এর) চিঠি দিল। আমীর চিঠি পড়ামাত্রই সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাহাকে দেখিলেন তখন তাহাকে বলিলেন, হাররাতে (অর্থাৎ মদীনার বাহিরে প্রস্তরময় ময়দানে) আমার নিকট চলিয়া আস। হাররাতে সদকার উট রাখা ছিল। (আমীর হাররাতে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলে) তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমার কাপড় খোল। সে নিজের কাপড় খুলিলে হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে উটের পশম দ্বারা তৈরী একটি চাদর পরিধান করিতে দিলেন, তারপর তাহাকে বলিলেন, এই কুয়া হইতে পানি উঠাও এবং এই উটগুলিকে পানি পান করাও। সে হাত দ্বারা কুয়ার পানি উঠাইতে উঠাইতে ক্লান্ত হইয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কতদিন হইয়াছে এই কাজ করিয়াছ? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, অল্প কিছুদিন হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই কারণেই কি তুমি উঁচা ঘর বানাইয়াছ এবং উহা দ্বারা মিসকীন বিধবা ও এতীমদের (নাগালের) উপরে উঠিয়া গিয়াছ? যাও, নিজের কাজে ফিরিয়া যাও, ভবিষ্যতে কখনও এরূপ করিও না। (কানযুল উম্মাল)

হযরত সা'দ (রাঃ)কে শাস্তি প্রদান

আত্তাব ইবনে রেফাআহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, হযরত সা'দ (রাঃ) একটি মহল তৈয়ার করিয়া উহাতে দরজা লাগাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এইবার (বাজারের) শোরগোল আসা বন্ধ হইয়াছে। (তাহার ঘরের পাশেই যেহেতু বাজার ছিল, আর এই বাজারের শোরগোলের কারণে তাহার কাজ করিতে অসুবিধা হইত বলিয়া তিনি এই মহল তৈয়ার করিয়াছিলেন। 'বাজারের শোরগোল বন্ধ হইয়াছে' প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহার কথা নয়, লোকেরা তাহার উপর অপবাদ দিয়াছিল।) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) যখনই নিজের চাহিদা মত কোন কাজ করাইতে চাহিতেন তখনই হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে পাঠাইতেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে

বলিলেন, সা'দের নিকট যাও এবং তাহার (মহলের) দরজা জ্বালাইয়া দাও। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) কুফায় যাইয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর দরজার নিকট পৌঁছিয়াই আগুন জ্বালাইবার কাঠি বাহির করিলেন এবং উহা দ্বারা আগুন জ্বালাইয়া দরজায় আগুন ধরাইয়া দিলেন। লোকেরা আসিয়া হযরত সা'দ (রাঃ)কে সংবাদ দিল এবং যে ব্যক্তি আগুন ধরাইয়াছে তাহার চেহারার বর্ণনা দিল। হযরত সা'দ (রাঃ) চিনিতে পারিলেন এবং বাহির হইয়া তাহার নিকট আসিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমীরুল মুমিনীনের নিকট আপনার সম্পর্কে এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, আপনি বলিয়াছেন, এইবার বাজারের শোরগোল বন্ধ হইয়াছে। হযরত সা'দ (রাঃ) আল্লাহর নামে কসম খাইয়া বলিলেন, তিনি এমন কথা বলেন নাই। হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বলিলেন, আমাদেরকে যাহা হুকুম করা হইয়াছে আমরা তাহা করিয়াছি, তবে আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা (আমীরুল মুমিনীনের নিকট) পৌঁছাইয়া দিব।

হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ)কে রাস্তার জন্য পাথেয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং নিজ সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইয়া মদীনায় পৌঁছিয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, (তুমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছ) তোমার প্রতি ভাল ধারণা না থাকিলে বলিতাম, তুমি কাজ সমাধা করিয়া আস নাই। হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বলিলেন, আমি অত্যন্ত দ্রুত সফর করিয়াছি এবং আপনি যে কাজের জন্য পাঠাইয়াছেন তাহাও সমাধা করিয়া আসিয়াছি। হযরত সা'দ (রাঃ) ক্ষমা চাহিতেছিলেন এবং আল্লাহর নামে কসম খাইয়া বলিতেছিলেন যে, তিনি এমন কথা বলেন নাই।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) কি তোমাকে রাস্তার জন্য কোন পাথেয় দিয়াছিলেন? হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বলিলেন, না, তবে আপনি কেন আমাকে পাথেয় দিলেন না? হযরত ওমর (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি নাই যে, তোমার জন্য পাথেয় দেওয়ার হুকুম করি যাহাতে তুমি দুনিয়াতে তো পাথেয় পাইয়া যাইবে আর আমি আখেরাতে ধরা পড়িব। কারণ আমার আশেপাশে মদীনাবাসী ক্ষুধায় মরিতেছে। তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুন নাই যে, মুমিন ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীকে রাখিয়া নিজে তৃপ্ত হইয়া খাইবে এমন হইতে পারে না। (কান্য)

হযরত আবু বাকরা (রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) উক্ত হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌছিল যে, হযরত সা'দ (রাঃ) দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন এবং লোকদের হইতে দরজা বন্ধ করিয়া রাখেন। হযরত ওমর (রাঃ) এই সংবাদ পাওয়ার পর হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তুমি সেখানে পৌছিয়া যদি হযরত সা'দ (রাঃ)এর দরজা বন্ধ দেখিতে পাও তবে উহাতে আগুন ধরাইয়া দিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) ও কতিপয় সাহাবা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সিরিয়া যাওয়ার অনুমতি চাহিলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই শর্তে অনুমতি দিতে পারি যে, তুমি সেখানে কোন শহরের শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আমি কোন শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে আমি তোমাকে অনুমতি দিব না। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আমি সেখানে যাইয়া লোকদেরকে তাহাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দিব এবং তাহাদের নামায পড়াইব। এই কথার উপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে (যাওয়ার) অনুমতি দিলেন। (তিনি সেখানে যাওয়ার কিছুদিন পর) হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া

গেলেন। তিনি যখন সাহাবা (রাঃ)দের অবস্থানের নিকটবর্তী হইলেন তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর অগ্রসর হইলেন না। তারপর চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেলে (নিজের গোলাম ইয়ারফা (রাঃ)কে ডাকিয়া) বলিলেন, হে ইয়ারফা! হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)এর নিকট চল। তুমি দেখিবে, তাহার সেখানে মজলিস রহিয়াছে, চেরাগ জ্বলিতেছে এবং মুসলমানদের গনীমতের মাল হইতে লইয়া রেশমের বিছানা বিছাইয়া রাখিয়াছে। (সাহাবা (রাঃ)দের রেশমী বিছানা ব্যবহারের কারণ এই যে, সম্ভবতঃ কাপড়ের লম্বালম্বি সুতা রেশমের ও আড়াআড়ি সুতা সুতি বা অন্য কোন হালাল সুতা হইবে। আর এই ধরনের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়েয রহিয়াছে। অথবা যদি সম্পূর্ণই রেশমী কাপড় হইয়া থাকে তবে এরূপ বিছানা ব্যবহারের কারণ এই যে, কোন কোন সাহাবী (রাঃ)এর মতে রেশমী বিছানা জায়েয ছিল, অবশ্য পরিধান করা হারাম, ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই।) তুমি তাহাকে সালাম দিলে সে তোমার সালামের উত্তর দিবে। তুমি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? তারপর তোমাকে অনুমতি দিবে।

অতএব আমরা চলিলাম এবং হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)এর দ্বারে পৌছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) বলিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ভিতরে আসিব কি? হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি কে? হযরত ইয়ারফা (রাঃ) বলিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি যাহার আচরণ তোমার নিকট ভাল লাগিবে না। ইনি আমীরুল মুমিনীন। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) দরজা খুলিলেন। তাহারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মজলিস জমিয়া রহিয়াছে, চেরাগ জ্বলিতেছে এবং রেশমের বিছানা বিছানো রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কর, দরজা বন্ধ কর। তারপর হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)এর কানের গোড়ায় এক চাবুক মারিলেন এবং সমস্ত সামানপত্র গুটাইয়া ঘরের মাঝখানে রাখিলেন। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, আমার

www.BANGLAKITAB.com

ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তোমাদের কেহ নিজ স্থান হইতে নড়িবে না।

অতঃপর তাহারা উভয়ে হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)এর নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা! চল, আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট যাই এবং তাহাকে দেখি। সেখানেও তুমি দেখিবে মজলিস জমিয়া রহিয়াছে, চেরাগ জ্বলিতেছে এবং মুসলমানদের গনীমতের মাল হইতে লইয়া রেশমের বিছানা বিছাইয়া রাখিয়াছে। তুমি তাহাদের সালাম দিলে তোমার সালামের উত্তর দিবে। তারপর যখন তুমি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিবে তখন প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? অতএব আমরা হযরত আমর (রাঃ)এর দ্বারে পৌঁছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম। হযরত আমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ভিতরে আসিব কি? হযরত আমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে?

হযরত ইয়ারফা (রাঃ) বলিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি যাহার আচরণ তোমার নিকট ভাল লাগিবে না। ইনি আমীরুল মুমিনীন। হযরত আমর (রাঃ) দরজা খুলিলেন। তাহারা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে মজলিশ রহিয়াছে। চেরাগ জ্বলিতেছে এবং রেশমের বিছানা বিছানো রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা! তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কর, দরজা বন্ধ কর। তারপর আমর (রাঃ)এর কানের গোড়ায় এক চাবুক মারিলেন এবং সমস্ত সামানপত্র গুটাইয়া ঘরের মাঝখানে রাখিলেন। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, আমার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তোমাদের কেহ নিজস্থান হইতে নড়িবে না।

অতঃপর তাহারা উভয়ে হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা, চল, আবু মূসা (রাঃ)এর নিকট যাই এবং তাহাকে দেখি। সেখানেও দেখিবে, মজলিশ রহিয়াছে, চেরাগ জ্বলিতেছে এবং মুসলমানদের গনীমতের মাল হইতে লইয়া পশমের কাপড় বিছাইয়া রাখিয়াছে। তুমি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? অতএব আমরা তাহার নিকট গেলাম। সেখানেও মজলিশ জমিয়াছিল, চেরাগ জ্বলিতেছিল, এবং পশমী কাপড় বিছানো ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার কানের গোড়ায় এক চাবুক মারিলেন এবং বলিলেন, হে আবু মূসা! তুমিও? (এখানে আসিয়া পরিবর্তন হইয়া গিয়াছ?) হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি তো কমই করিয়াছি। আমার সঙ্গীগণ যাহা করিয়াছে তাহা তো আপনি দেখিয়াছেন। আল্লাহর কসম, আমার সঙ্গীগণ যে পরিমাণ পাইয়াছে আমিও সেই পরিমাণ পাইয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা হইলে এইগুলি কি? হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, স্থানীয় লোকেরা বলিয়াছে যে, এই রকম করিলেই (শাসনকার্য) ঠিকভাবে চলিবে। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত সামানপত্র একত্র করিয়া ঘরের মাঝখানে রাখিলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, আমার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তোমাদের কেহ এখান হইতে বাহির হইবে না।

আমরা সেখান হইতে বাহির হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা, চল, আমাদের ভাই (আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট যাই এবং তাহার অবস্থা দেখি। তাহার নিকট না কোন মজলিশ পাইবে, না চেরাগ, আর না তাহার দরজা বন্ধ করার মত কোন খিল ইত্যাদি পাইবে। মেঝের উপর কঙ্কর বিছানো থাকিবে। গাধার পিঠে বিছাইবার কম্বল দ্বারা বালিশ ও পাতলা চাদর পরিহিত শীতে কষ্ট পাইতেছে দেখিতে পাইবে। তুমি তাহাকে সালাম করিলে সালামের উত্তর দিবে। ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তোমার পরিচয় না জানিয়াই তোমাকে অনুমতি প্রদান করিবে। অতএব আমরা চলিতে চলিতে তাহার দ্বারের নিকট পৌঁছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম। তিনি উত্তর দিলেন, ওয়াআলাইকাস সালাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ভিতরে আসিব কি? তিনি বলিলেন, আসুন। হযরত ওমর (রাঃ) দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিলেন, উহাতে কোন খিল নাই। আমরা

www.BANGLAKITAB.com

ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের ভিতর অন্ধকার ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) (অন্ধকারের কারণে) হাতড়াইতে লাগিলেন, তাহার হাত হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর শরীরে লাগিল। তিনি তাহার বালিশ হাতড়াইতে লাগিলেন, দেখিলেন উহা গাধার পিঠের বিছাইবার কম্বল দ্বারা প্রস্তুত। তারপর তাহার বিছানা তালাশ করিলেন, দেখিলেন, সেখানে কঙ্কর বিছানো রহিয়াছে। তারপর তাহার শরীরের কাপড় ধরিয়া দেখিলেন তাহা একটি পাতলা চাদর। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, কে এই ব্যক্তি? আমীরুল মুমিনীন নাকি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আপনি অনেক দেরী করিয়া আসিয়াছেন। আমি তো এক বৎসর যাবৎ আপনার অপেক্ষায় রহিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন। আমি কি আপনাকে সচ্ছলতা প্রদান করি নাই। আমি কি আপনার উপর এই এই এহসান করি নাই?

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! আপনার কি সেই হাদীস স্মরণ আছে যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছিলেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কোন্ হাদীস? হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের যে কোন ব্যক্তির নিকট যেন দুনিয়ার জিন্দেগীর এই পরিমাণ সামান থাকে যেমন একজন মুসাফিরের পাথেয় হইয়া থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ (স্মরণ আছে)। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কি করিয়াছি? তারপর তাহারা উভয়ে একে অপরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন কথা স্মরণ করাইয়া সকাল পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিলেন।

(কানযুল উম্মাল)

প্রজাদের খোঁজখবর লওয়া

আবু সালেহ গিফারী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মদীনার পার্শ্বে রাত্রিবেলা একজন অন্ধ বৃদ্ধা মহিলার খোঁজ লইতেন, যাহাতে তাহার পানি আনিয়া দিতে পারেন এবং অন্যান্য খেদমত করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহার নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, তাহার পূর্বেই কেহ আসিয়া বৃদ্ধার চাহিদামত সমস্ত কাজ করিয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) কয়েকবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির পূর্বে পৌছিতে পারিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) (সেই ব্যক্তি কে, তাহা জানার জন্য) পথের মধ্যে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (সেই বৃদ্ধার খেদমতের উদ্দেশ্যে) আসিতেছেন। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর পূর্বে আসিয়া বৃদ্ধার কাজ করিয়া দিয়া যান, অথচ তিনি তখন খলীফা ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার যিন্দেগীর কসম, আপনিই (তবে আমার পূর্বে আসিয়া বৃদ্ধার খেদমত করিয়া যান।)।

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) রাত্রের অন্ধকারে বাহির হইলেন। হযরত তালহা (রাঃ) তাহাকে দেখিতে পাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এক ঘরে প্রবেশ করিলেন, তারপর আরেক ঘরে প্রবেশ করিলেন। সকালবেলা হযরত তালহা (রাঃ) সেই ঘরে যাইয়া দেখিলেন, সেখানে একজন অন্ধ অচল বুড়ি রহিয়াছে। হযরত তালহা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি তোমার নিকট কেন আসে? বুড়ি বলিল, তিনি বহুদিন যাবৎ আমার দেখাশুনা করেন এবং আমার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করিয়া দেন, আমার ঘরের পায়খানা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া দেন। ইহা শুনিয়া হযরত তালহা (রাঃ) (নিজেকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেন, হায় তালহা, তোর মা তোকে হারাক! তুই ওমরের দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইতেছিস?

www.BANGLAKITAB.com

বাহ্যিক আমলের উপর বিচার করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকদের সহিত ওহী অনুসারে আচরণ করা হইত। (যদ্দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কখনও গোপনে কৃত আমলেরও ফয়সালা করিয়া দিতেন।) এখন ওহী আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অতএব আমরা এখন তোমাদের বাহ্যিক আমল অনুযায়ী আচরণ করিব। যে আমাদের সামনে ভাল আমল করিবে আমরা তাহাকে আমানতদার মনে করিব এবং নৈকট্য দান করিব। তাহার ভিতরগত আমলের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহার ভিতরগত আমলের হিসাব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করিবেন। আর যে আমাদের সামনে খারাপ আমল করিবে আমরা না তাহাকে আমানতদার মনে করিব আর না তাহাকে সত্যবাদী মনে করিব। যদিও সে বলিতে থাকে যে, আমার ভিতর ভাল আছে। (কান্‌য)

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) (খলীফা হওয়ার পর) সর্বপ্রথম যে খোতবা দিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ ছিল—

আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলিলেন, আম্মাবাদ, এখন তোমাদের দ্বারা আমার পরীক্ষা লওয়া হইবে এবং আমার দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে। আমার দুই সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ))এর পর আমাকে তোমাদের খলীফা বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা আমাদের নিকট উপস্থিত আছে তাহাদের ব্যবস্থা তো আমরা স্বয়ং করিব। আর যাহারা আমাদের নিকট উপস্থিত নাই (অর্থাৎ দূরে রহিয়াছে) তাহাদের জন্য আমরা আমানতদার ও শক্তিশালী আমীর নিযুক্ত করিব। অতএব যে ব্যক্তি ভাল কাজ করিবে আমরা তাহার সহিত ভাল আচরণ করিব, আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করিবে আমরা তাহাকে শাস্তি দিব। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ও তোমাদেরকে মাফ করুন। (কান্‌য)

আমীরের কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, বল দেখি, যদি আমি আমার জানামত সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের উপর আমীর নিযুক্ত করি এবং তারপর আমি তাহাকে ইনসাফ করার হুকুমও করি তবে কি আমি আমার দায়িত্ব পালন শেষ করিয়াছি? লোকেরা বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, না, যতক্ষণ না আমি দেখিয়া লইব, সে আমার কথামত কাজ করিয়াছে, কি করে নাই। (কান্‌য)

পালাক্রমে লশকর প্রেরণ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আনসারদের এক লশকর তাহাদের আমীরের সহিত পারস্যদেশে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) প্রতি বৎসর পালাক্রমে লশকর প্রেরণ করিতেন। (পরবর্তী লশকর পাঠাইয়া প্রথম লশকরকে ফেরৎ লইয়া আসিতেন।) কিন্তু এই বৎসর হযরত ওমর (রাঃ) অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন পরবর্তী লশকর পাঠাইতে পারেন নাই। নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার পর পারস্য সীমান্তে অবস্থানরত (আনসারদের) উক্ত লশকর ফেরৎ চলিয়া আসিল। (পরবর্তী লশকর পাঠাইবার পূর্বেই তাহারা ফিরিয়া আসার কারণে) হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাদেরকে খুব ধমকাইলেন। তাহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) ছিলেন। তাহারা বলিলেন, হে ওমর! আপনি তো আমাদেরকে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ব্যাপারে আপনাকে পালাক্রমে পরবর্তী লশকর পাঠানোর যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা পালন করেন নাই। (কানযুল উম্মাল)

www.BANGLAKITAB.com

সাধারণ মুসলমানদের উপর আপতিত বিপদ আপদে আমীরের পক্ষ হইতে তাহাদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, সিরিয়াতে লোকদের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া আমীরুল মুমিনীন (হযরত ওমর (রাঃ)) হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন যে, আমার এক কাজে তোমাকে বিশেষভাবে প্রয়োজন। তোমাকে ছাড়া আমি সেই কাজ করিতে পারিতেছি না। অতএব আমি তোমাকে কসম দিতেছি যে, যদি আমার চিঠি তোমার নিকট রাত্রে পৌঁছে তবে সকাল হওয়ার পূর্বেই এবং যদি দিনে পৌঁছে তবে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তুমি সওয়ারীতে আরোহণপূর্বক আমার দিকে রওয়ানা হইয়া যাইবে। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) (চিঠি পাঠ করিয়া) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীনের যে প্রয়োজন দেখা দিয়াছে তাহা আমি বুঝিয়া গিয়াছি। যে ব্যক্তি এখন আর দুনিয়াতে থাকার নয় তিনি তাহাকে রাখিতে চাহিতেছেন। (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) চাহিতেছেন, আমি প্লেগ আক্রান্ত এলাকা ছাড়িয়া মদীনা চলিয়া যাই এবং মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া যাই, অথচ আমি মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচার নই।)

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) উত্তরে হযরত ওমর (রাঃ)কে লিখিলেন, 'আমি মুসলমানদের লশকরের মধ্যে রহিয়াছি, নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাদেরকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি নই। আর আপনার যে প্রয়োজন দেখা দিয়াছে তাহা আমি বুঝিয়াছি। আপনি এমন লোককে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন, যে এখন আর দুনিয়াতে বাঁচার নয়। অতএব আমার এই চিঠি আপনার নিকট পৌঁছার পর আপনি আমাকে আপনার কসম পূরণ করিতে মাফ করিবেন এবং আমাকে এখানেই অবস্থান করার অনুমতি দিয়া দিবেন।' তাহার চিঠি পড়িয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। উপস্থিত লোকেরা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) কি ইন্তেকাল করিয়াছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, তবে ইন্তেকাল হইয়া

গিয়াছে মনে করিতে পার। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে (পুনরায়) লিখিলেন যে, জর্দানের এলাকায় মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তবে জাবিয়া শহর এখনো নিরাপদ রহিয়াছে। অতএব তুমি মুসলমানদিগকে লইয়া সেখানে চলিয়া যাও।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) এই চিঠি পড়িয়া বলিলেন, আমীরুল মুমিনীনের এই নির্দেশ তো আমরা অবশ্যই পালন করিব। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) আমাকে হুকুম দিলেন, যেন আমি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া লোকদেরকে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করাই। এমন সময় আমার স্ত্রী প্লেগ আক্রান্ত হইলেন। আমি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে সংবাদ দেওয়ার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) নিজেই লোকদেরকে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করাইতে লাগিলেন। তারপর তিনি নিজেও প্লেগ আক্রান্ত হইলেন এবং ইন্তেকাল করিলেন। তারপর মহামারী শেষ হইয়া গেল। আবুল মুআজ্জাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর সহিত ছত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। তন্মধ্য হইতে মাত্র ছয় হাজার জীবিত রহিল। (বাকী ত্রিশ হাজার এই মহামারীতে ইন্তেকাল করিয়াছিল।)

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ) উক্ত রেওয়ায়াত আরো সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। (কানয)

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) হইতে উক্ত রেওয়ায়াত এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) (হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি পড়িয়া) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমীরুল মুমিনীনের উপর রহম করুন, তিনি এমন লোকদেরকে বাঁচাইতে চাহিতেছেন, যাহারা এখন আর বাঁচিবার নহেন। অতঃপর তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে চিঠি লিখিলেন যে, আমার সহিত মুসলমানদের এক লশকর রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) তারেক (রহঃ)এর মাধ্যমে উক্ত রেওয়ায়াত

www.BANGLAKITAB.com

বর্ণনা করিয়াছে। উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, (হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন,) হে আমীরুল মুমিনীন, যে ব্যাপারে আমাকে আপনার প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার সহিত মুসলমানদের লশকর রহিয়াছে। আমি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাদেরকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না। অতএব যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা আমার ও তাহাদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করিবেন আমি তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইতে পারি না। সুতরাং হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আপনার কসম পূর্ণ করার ব্যাপারে আমাকে মাফ করিবেন এবং আমাকে লশকরের সহিত থাকার অনুমতি দিবেন।

আমীরের দয়াবান হওয়া

আবু জা'ফর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বাহরাইন হইতে কতিপয় কয়েদী লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েদীদের মধ্যে একজন মহিলাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, তিনি অর্থাৎ হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) আমার ছেলেকে (অন্য একজনের নিকট) বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। (আমি আমার ছেলের জন্য কাঁদিতেছি।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উসাইদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই মহিলার ছেলেকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছ? তিনি বলিলেন, বনু আবস গোত্রের নিকট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি নিজে সওয়ার হইয়া সেই গোত্রের নিকট যাও এবং সেই ছেলেকে লইয়া আস।

(কানয)

হযরত ওমর (রাঃ)এর খোতবা

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট

বসিয়াছিলাম। এমন সময় তিনি একজন মহিলার চিৎকারের আওয়াজ শুনিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইয়ারফা! দেখ, এই আওয়াজ কি কারণে? সে দেখিয়া আসিয়া বলিল, একজন কোরাইশী মেয়ের মাকে বিক্রয় করা হইতেছে। (এইজন্য সেই মেয়ে কাঁদিতেছে।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যাও, মুহাজিরীন ও আনসারদেরকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘর ও হুজরা তাহাদের দ্বারা ভরিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আম্মাবাদ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন লইয়া আসিয়াছেন উহাতে আত্মীয়তা ছিন্ন করাও শামিল রহিয়াছে বলিয়া কি আপনাদের জানা আছে? তাহারা বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আজ এই আত্মীয়তা ছিন্ন করা আপনাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন—

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ

অর্থ ঃ সুতরাং যদি তোমরা ক্ষমতা লাভ কর তবে সম্ভবতঃ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করিবে এবং পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে।

অতঃপর বলিলেন, ইহা অপেক্ষা কঠিন আত্মীয়তা ছিন্ন করা আর কি হইবে যে, তোমাদের মধ্যে একজন (স্বাধীন) মেয়ের মাকে বিক্রয় করা হইতেছে? অথচ আল্লাহ তায়ালা এখন তোমাদেরকে যথেষ্ট সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। উপস্থিত সকলে বলিলেন, এই ব্যাপারে আপনার যাহা ভাল মনে হয় করেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত এলাকায় চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কোন স্বাধীন ব্যক্তির মাকে বিক্রয় করা যাইবে না, কারণ ইহা আত্মীয়তা ছিন্ন করা এবং ইহা হালাল নহে।

(কানযুল উম্মাল)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর (রাঃ)এর অপর একটি ঘটনা

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বনু আসাদ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে কোন কাজের আমীর বানাইলেন। সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট নিয়োগপত্র লইবার জন্য আসিল। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তাহার একটি সন্তানকে আনা হইলে তিনি তাহাকে চুম্বন করিলেন। আসাদী ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এই শিশুকে চুম্বন করিলেন? আল্লাহর কসম, আমি আজ পর্যন্ত কোন শিশুকে চুম্বন করি নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (তোমার অন্তরে যখন শিশুদের জন্যই মায়া–মমতা নাই) তবে তো আল্লাহর কসম, অন্যান্যদের জন্য মায়া–মমতা আরো কম হইবে। দাও, আমাদের নিয়োগপত্র ফেরৎ দিয়া দাও। আগামীতে তুমি আমার পক্ষ হইতে আর কখনও কোন কাজের আমীর হইবে না। এই বলিয়া তিনি নিয়োগপত্র ফেরৎ লইয়া লইলেন। (কান্‌য)

দীনাওয়ারী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম (রহঃ) হইতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার অন্তর হইতে যদি মায়া–মমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়া থাকে ইহাতে আমার কি গুনাহ? আল্লাহ তায়ালা একমাত্র ঐ সমস্ত বান্দাদের প্রতিই রহম করেন যাহারা অন্যদের প্রতি রহম করে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে অপসারণ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি যখন তোমার সন্তানের প্রতি দয়া কর না তখন অন্যান্য লোকদের উপর কিভাবে দয়া করিবে? (কান্‌য)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের ইনসাফ করা

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক মহিলা চুরি করিল। মহিলার কাওমের লোকেরা পেরেশান হইয়া হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর নিকট

গেল, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মহিলাকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য) সুপারিশ করেন। হযরত উসামা (রাঃ) যখন এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিলেন তখন (গোস্বায়) তাঁহার চেহারা মোবারক পরিবর্তন হইয়া গেল এবং বলিলেন, (হে উসামা) তুমি আমার সহিত আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে (সুপারিশের) কথা বলিতেছ? হযরত উসামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ানের জন্য দাঁড়াইলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত প্রশংসা করিলেন। তারপর বলিলেন, আম্মাবাদ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা শুধু এইজন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, যখন তাহাদের মধ্যে কোন সম্মানী ব্যক্তি চুরি করিত তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিত, আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করিত তখন তাহার উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করিত। সেই পবিত্র সত্তার কসম যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে তবে আমি তাহার হাত অবশ্যই কাটিয়া দিব। (আল্লাহ তায়ালা হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে চুরি হইতে হেফাজত করুন) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিলেন এবং উক্ত মহিলার হাত কাটিয়া দেওয়া হইল। সেই মহিলা অতি উত্তম তওবা করিল। পরে তাহার বিবাহও হইল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, পরবর্তীতে সেই মহিলা (আমার নিকট) আসিত এবং আমি তাহার প্রয়োজনীয় কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করিতাম। (বিদায়াহ)

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমরা হুনাইনের যুদ্ধের সময়

WWW.BANGLAKITAB.COM

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাহির হইলাম। আমরা যখন (শত্রুর) মুখামুখী হইলাম তখন অধিকাংশ মুসলমান ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। (অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কতিপয় সাহাবা (রাঃ) ময়দানে দৃঢ়পদ রহিলেন) আমি দেখিলাম, এক মুশরিক একজন মুসলমানের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। আমি পিছন দিক হইতে সেই মুশরিকের কাঁধের উপর তলোয়ারের আঘাত করিলাম যাহাতে তাহার লৌহবর্ম কাটিয়া (তাহার কাঁধের রগও কাটিয়া) গেল। সে (আহত হইয়া) আমার উপর আক্রমণ করিল এবং আমাকে এত জোরে চাপ দিল যে আমি মৃত্যুর গন্ধ পাইতে লাগিলাম। (কিন্তু অধিক রক্তক্ষরণের দরুন সে দুর্বল হইয়া পড়িল) অবশেষে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল এবং আমাকে ছাড়িয়া দিল।

আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, লোকদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) কি হইল (যে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল)? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার হুকুম এই রকমই ছিল। (পরে কাফেরদের পরাজয় হইল এবং মুসলমানরা জয়লাভ করিল।) তারপর মুসলমানগণ (যুদ্ধের ময়দান হইতে) ফিরিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে কতল করিয়াছে এবং তাহার নিকট প্রমাণও রহিয়াছে সে সেই নিহত কাফেরের সামানপত্র পাইবে। আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম, কে আছে আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে? (কেহ কোন সাড়া না দেওয়াতে) আমি বসিয়া গেলাম। তিনি পুনরায় সেই ঘোষণা দিলেন। আমি আবার বলিলাম, কে আছে আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে? (কেহ দাঁড়াইল না দেখিয়া) আমি আবার বসিয়া গেলাম। তিনি পুনরায় ঘোষণা দিলেন। আমিও দাঁড়াইয়া বলিলাম, কে আছে আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে? তারপর বসিয়া গেলাম। তিনি আবার পূর্বের ন্যায় ঘোষণা দিলেন। আমি আবার দাঁড়াইলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু কাতাদাহ! তোমার কি হইয়াছে? আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম।

এক ব্যক্তি বলিল, ইনি সত্য বলিয়াছেন। সেই নিহত কাফেরের সামানপত্র আমার নিকট রহিয়াছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তাহাকে আমার পক্ষ হইতে রাজি করিয়া দিন (যেন তিনি সেই সামানপত্র আমার নিকট হইতে ফেরৎ না লন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, এরূপ হইতে পারে না। তাহার দাবী যখন সত্য তখন এই সমস্ত সামান তাহারই পাওয়া উচিত। তোমাকে দিয়া দেওয়ার অর্থ এই হইবে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষে লড়াইকারী একজন শেরেখোদার প্রাপ্য সামান আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকরের কথাই ঠিক, তুমি সামানপত্র তাহাকে দিয়া দাও। অতএব সে আমাকে সেই সামানপত্র দিয়া দিল। আমি উহার দ্বারা বনু সালামার এলাকায় একটি বাগান ক্রয় করিলাম। ইহাই আমার প্রথম মাল ছিল, যাহা আমি ইসলামের যুগে সঞ্চয় করিয়াছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ) ও এক ইহুদীর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ আসলামী (রাঃ) বলেন, তাহার উপর এক ইহুদীর চার দেরহাম করজ ছিল। ইহুদী তাহার করজ উসুলের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিল এবং বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), এই ব্যক্তির উপর আমার চার দেরহাম করজ রহিয়াছে, আর সে এই দেরহাম আদায়ের ব্যাপারে আমাকে অপারগ করিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তাহার হক পরিশোধ করিয়া দাও। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার হক আদায় করার শক্তি আমার নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার হক আদায় করিয়া দাও। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের

www.BANGLAKITAB.com

কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার হক আদায় করার শক্তি আমার নাই। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমাদেরকে খাইবারে পাঠাইবেন এবং আশা করি আমাদিগকে কিছু গনীমতের মালও দিবেন, কাজেই সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার করজ পরিশোধ করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার হক আদায় করিয়া দাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, তিনি কোন কথা তিন বারের অধিক বলিতেন না। (অর্থাৎ তিনবার বলাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আলামত ছিল।) সুতরাং হযরত ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ) বাজারে গেলেন। তাহার মাথায় পাগড়ি ও পরিধানে একটি মাত্র চাদর ছিল। তিনি মাথা হইতে পাগড়ি খুলিয়া লুঙ্গীর মত পরিয়া লইলেন এবং চাদর খুলিয়া ইহুদীকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে এই চাদর খরিদ করিয়া লও। এইভাবে ইহুদীর নিকট চার দেরহামের বিনিময়ে চাদরখানা বিক্রয় করিয়া দিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা মহিলা সেখান দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী, আপনার কি হইয়াছে? তিনি তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। বৃদ্ধা মহিলা তাহার গায়ের চাদর খুলিয়া তাহার উপর ফেলিয়া দিল এবং বলিল, এই চাদর গ্রহণ করুন। (কানয)

দুইজন আনসারী সাহাবীর ঘটনা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, দুইজন আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাহাদের পরস্পর একটি মিরাসী সম্পত্তির বিবাদ লইয়া হাজির হইল যাহার চিহ্নও মুছিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট কোন সাক্ষীও ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আমার নিকট তোমাদের এমন বিবাদ লইয়া আস যে বিষয়ে আমার নিকট কোন ওহী নাযিল হয় নাই, আমি উহা নিজের রায় দ্বারা ফয়সালা করিয়া থাকি।

সুতরাং দলীল প্রমাণের কারণে যদি আমি কাহারো পক্ষে ফয়সালা করি, আর সে মনে করে যে, তাহার ভাইয়ের হক লইয়াছ তবে তাহার উচিত যেন সে আপন ভাইয়ের হক না লয়। সুতরাং কাহারো দলিল প্রমাণের কারণে যদি আমি তাহার পক্ষে ফয়সালা করি যদ্দ্বারা সে তাহার ভাইয়ের হক লইয়া লয় তবে তাহার উহা না লওয়া উচিত। কারণ আমি তো তাহাকে একটি আগুনের টুকরা প্রদান করিতেছি এবং কেয়ামতের দিন সে উহা গলায় পরিয়া আসিবে। ইহা শুনিয়া তাহারা উভয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং তাহারা প্রত্যেকেই বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার হক তাহাকে দিয়া দিতেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যখন এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছ তখন যাও হকের উপর চল এবং নিজেদের মধ্যে মিরাস বন্টন করিয়া লও ও লটারীর মাধ্যমে বন্টন করিয়া লও। আর এইভাবে করার পরও তোমাদের প্রত্যেকেই অপরের জন্য নিজের হক মাফ করিয়া দিবে। (কানয)

এক বেদুঈন আরবের ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন আরবের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট করজ পাওনা ছিল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া নিজের পাওনা চাহিতে লাগিল এবং অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিল। এমন কি সে বলিয়া বসিল যে, যতক্ষণ আপনি আমার করজ পরিশোধ না করিবেন ততক্ষণ আমি আপনাকে জ্বালাতন করিতে থাকিব। সাহাবা (রাঃ) তাহাকে ধমক দিলেন এবং বলিলেন, তোমার নাশ হউক, তোমার জানা আছে কি তুমি কাহার সহিত কথা বলিতেছ? সে বলিল, আমি তো আমার হক চাহিতেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা হকদারের পক্ষ কেন লইলে না? তারপর তিনি হযরত খাওলা বিনতে কায়েস (রাঃ)এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমার নিকট খেজুর থাকিলে তাহা আমাদেরকে ধার দাও। আমাদের নিকট যখন খেজুর

www.BANGLAKITAB.com

আসিবে তখন আমরা তোমার ধার পরিশোধ করিয়া দিব। তিনি বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট হইতে করজ লইয়া সেই বেদুঈনের পাওনা পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং তাহার পাওনা হইতে অতিরিক্ত দিলেন। বেদুঈন বলিল, আপনি পুরাপুরি করজ পরিশোধ করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পুরাপুরি বদলা দান করুন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহারা হকদারের পক্ষ গ্রহণ করে তাহারা লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর সেই উম্মত পবিত্র হইতে পারে না যাহাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি বিনা কষ্টে তাহার হক উসুল করিতে সক্ষম হয় না। (তারগীব)

অপর একটি ঘটনা

হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে কায়েস (রাঃ) বলেন, বনু সায়েদা গোত্রীয় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ওসাক (প্রায় সোয়া পাঁচ মণ) পরিমাণ খেজুর পাইত। সে ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের পাওনা খেজুর চাহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী সাহাবীকে বলিলেন, তাহার করজ পরিশোধ করিয়া দাও। আনসারী তাহার পাওনা খেজুর হইতে নিম্নমানের খেজুর দিতে চাহিলে সে তাহা লইতে অস্বীকার করিল। আনসারী বলিল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া খেজুর ফেরৎ দিতেছ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক ইনসাফ করার উপযুক্ত আর কে হইবে?

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, সে ঠিক বলিয়াছে, আমার অপেক্ষা অধিক ইনসাফ করার উপযুক্ত কে হইতে পারে? আর আল্লাহ তায়ালা ঐ

উম্মতকে পবিত্র করেন না যাহাদের দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তি হইতে আপন হক উসুল করিতে পারে না এবং শক্তি খাটাইতে পারে না। তারপর বলিলেন, হে খাওলা, তাহাকে গণিয়া গণিয়া পরিশোধ করিয়া দাও (অর্থাৎ কম দিও না)। কারণ যে দেনাদারের নিকট হইতে পাওনাদার খুশী হইয়া বিদায় হইবে তাহার জন্য জমিনের জীব জানোয়ার ও সমুদ্রের মাছসমূহ দোয়া করিবে। আর যে ব্যক্তির নিকট করজ পরিশোধ করার মত টাকা রহিয়াছে, কিন্তু সে পরিশোধ করিতে টালাবাহানা করে আল্লাহ তায়ালা প্রতি রাত্রদিনের পরিবর্তে তাহার আমলনামায় একটি করিয়া গুনাহ লিখিয়া দিবেন। (তারগীব)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর ইনসাফ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) জুমুআর দিন দাঁড়াইয়া বলিলেন, সকালবেলা তোমরা সদকার উটগুলি লইয়া আসিবে আমরা উহা বন্টন করিব। আর কেহ সেখানে অনুমতি ব্যতীত আমাদের নিকট প্রবেশ করিবে না। এক মহিলা তাহার স্বামীকে বলিল, এই লাগাম লইয়া যান, হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও কোন উট দিয়া দিবেন। সেই ব্যক্তি গেল এবং দেখিল হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) উটের পালের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। অতএব সেও তাহাদের উভয়ের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট কেন আসিলে? তারপর তাহার হাত হইতে লাগামের রশি লইয়া তাহাকে উহা দ্বারা মারিলেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন উট বন্টন করিয়া অবসর হইলেন তখন সেই ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং তাহাকে লাগামের রশি দিয়া বলিলেন, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি

www.BANGLAKITAB.com

আপনার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আপনি এই প্রথা চালু করিবেন না (যে, আমীর কাহাকেও শাসন করিলে সে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে)। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট হইতে কে বাঁচাইবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি তাহাকে (কিছু দিয়া) সন্তুষ্ট করিয়া দিন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আপন গোলামকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট একটি উট, হাওদা এবং একটি কম্বল ও পাঁচটি দীনার লইয়া আস। তিনি এই সমস্ত কিছু সেই লোকটিকে দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন।(কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)এর ইনসাফ করা

হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর মধ্যে (একটি খেজুর গাছ লইয়া) বিবাদ হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাদের মধ্যে ফয়সালার জন্য তৃতীয় কাহাকেও নির্ধারণ কর। উভয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)কে ফয়সালা করার জন্য নির্ধারণ করিলেন এবং উভয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা আপনার নিকট এইজন্য আসিয়াছি যাহাতে আপনি আমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন। (আর যেহেতু নিয়ম হইল) বিচার প্রার্থী স্বয়ং বিচারকের ঘরে আসিবে (সেহেতু আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।) উভয়ে যখন হযরত যায়েদ (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে নিজের বিছানার উপর বসাইতে চাহিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এখানে বসুন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি ফয়সালার মধ্যে ইহা প্রথম জুলুম করিলেন। আমি তো আমার বিপক্ষের সহিত এক সঙ্গে বসিব। সুতরাং উভয়ে তাহার সম্মুখে বসিলেন। হযরত উবাই (রাঃ) আপন দাবী পেশ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহা অস্বীকার করিলেন।

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত উবাই (রাঃ)কে বলিলেন, (নিয়মানুসারে অস্বীকারের কারণে বিবাদীকে কসম খাইতে হয় কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে,) আপনি আমীরুল মুমিনীনকে কসম হইতে নিস্কৃতি দিন। আর আমীরুল মুমিনীন না হইলে আমি আর কাহারো জন্য এই অনুরোধ করিতাম না। হযরত ওমর (রাঃ) (এই সুবিধা গ্রহণ করিলেন না, বরং) কসম খাইলেন এবং কসম খাইয়া বলিলেন, যায়েদ সত্যিকার বিচারক তখনই হইতে পারিবে যখন তাহার নিকট আমীরুল মুমিনীন ও একজন সাধারণ মানুষ সমান হইবে।

ইবনে আসাকির (রহঃ) এই ঘটনা হযরত শা'বী (রহঃ) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর মধ্যে একটি খেজুর গাছ কাটা লইয়া ঝগড়া হইলে হযরত উবাই (রাঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, হে ওমর! তোমার খেলাফত আমলে এরূপ হইতেছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আস, আমাদের মধ্যে ফয়সালার জন্য আমরা কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিচারক সাব্যস্ত করি। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) বিচারক হইবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাজী আছি। সুতরাং উভয়ে গেলেন এবং হযরত যায়েদ (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর একটি ঘর মসজিদে নববী সংলগ্ন ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) উহাকে মসজিদের মধ্যে শামিল করিতে চাহিলেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি এই ঘর আমার নিকট বিক্রয় করুন। হযরত আব্বাস (রাঃ) অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি এই ঘর আমাকে হাদিয়া হিসাবে দান করুন। হযরত আব্বাস

(রাঃ) তাহাও অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে আপনি নিজেই এই ঘর মসজিদের মধ্যে শামিল করিয়া দিন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাও করিতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আঁপনাকে এই তিনটির যে কোন একটি অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাতেও রাজী হইলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে আমাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালার জন্য কাহাকেও বিচারক হিসাবে গ্রহণ করুন। তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে বিচারক সাব্যস্ত করিলেন।

সুতরাং তাহারা উবাই (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত উবাই (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আমার ফয়সালা এই যে, আপনি তাহাকে রাজী করা ব্যতীত তাহার ঘর লইতে পারিবেন না। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত উবাই (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই ফয়সালা আল্লাহ তায়ালার কিতাবে পাইয়াছেন, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে পাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে পাইয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই হাদীস কি?

হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালাম যখন বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যখনই তিনি কোন দেয়াল নির্মাণ করিতেন সকালবেলা দেখিতেন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহার নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, তুমি কাহারো মালিকানাধীন জমিনে নির্মাণ কাজ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না উহার মালিককে রাজী করিয়া লইবে। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)কে ছাড়িয়া দিলেন। পরবর্তীতে হযরত আব্বাস (রাঃ) খুশী মনে সেই ঘর মসজিদের মধ্যে শামিল করিয়া দিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন,

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর ঘর লইয়া মসজিদে শামিল করিতে চাহিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে ঘর দিতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি অবশ্যই এই ঘর লইব। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আপনার ও আমার মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে বিচারক সাব্যস্ত করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ঠিক আছে।

তাহারা উভয়ে হযরত উবাই (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করিলেন। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, তিনি যেন বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। উক্ত জমিন এক ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাহার নিকট হইতে সেই জমিন খরিদা করিয়া লইলেন। যখন তিনি উহার মূল্য পরিশোধ করিতে গেলেন তখন সে বলিল, আপনি আমাকে মূল্য বাবদ যাহা দিতেছেন তাহা বেশী উত্তম, না যে জমিন আপনি আমার নিকট হইতে খরিদ করিতেছেন তাহা বেশী উত্তম? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলিলেন, তোমার নিকট হইতে যে জমিন লইতেছি তাহা বেশী উত্তম। সেই ব্যক্তি বলিল, তবে আমি এই মূল্যের উপর রাজী নই। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম পূর্বের মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া খরিদ করিলেন।

সেই ব্যক্তি হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সহিত দুই তিন বার এরূপ করিল। অবশেষে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাহার সহিত এই শর্ত করিলেন যে, আমি তোমার ধার্যকৃত মূল্যে খরিদ করিতেছি, কিন্তু পরবর্তীতে তুমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না যে, মূল্য উত্তম, না জমিন উত্তম? অতএব হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাহার ধার্যকৃত মূল্যে খরিদ করিলেন। সে উহার মূল্য বার হাজার কিনতার স্বর্ণ ধার্য করিল। (চার হাজার স্বর্ণমুদ্রায় এক কিনতার হয়) হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিকট এই মূল্য অনেক বেশী

www.BANGLAKITAB.com

মনে হইল। আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, যদি এই মূল্য তুমি নিজের নিকট হইতে দিবে মনে কর তবে তো তুমিই ভাল জান। আর যদি আমার দানকৃত মাল হইতে দিবে মনে কর তবে তাহাকে এই পরিমাণ দাও যে, সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাহাই করিলেন। অতঃপর হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমার ফয়সালা এই যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) আপন ঘরের অধিক হকদার। যদি তাহার ঘর মসজিদে শামিল করিতেই হয় তবে তিনি যেভাবে রাজী হন সেইভাবেই তাহাকে রাজী করা হউক। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আপনি যখন আমার পক্ষে ফয়সালা করিলেন তখন আমি এই ঘর মুসলমানদের জন্য সদকা করিয়া দিলাম।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু সিরওয়া (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে আমার ভাই আবদুর রহমান ও তাহার সহিত আবু সিরওয়া ইবনে ওকবা মিসরে নবীয (খেজুর ভিজানো পানি।) পান করিয়াছিলেন। (দীর্ঘ সময় খেজুর ভিজাইয়া রাখার দরুন উহাতে নেশা সৃষ্টি হইয়াছিল।) যদ্দরুন তাহারা নেশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সকালে তাহারা মিসরের আমীর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আমাদিগকে (শাস্তি প্রদান করিয়া গুনাহ হইতে) পবিত্র করুন। কেননা আমরা খেজুর ভিজানো শরবত পান করিয়া নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর) (রাঃ) বলেন, আমার ভাই আমাকে বলিল, আমার নেশা হইয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, ঘরে চল, আমি তোমাকে (শাস্তি প্রদান করিয়া) পবিত্র করিয়া দিব। আমার জানা ছিল না যে, তাহারা ইতিপূর্বে হযরত আমর (রাঃ)এর নিকটও গিয়াছিল। তারপর আমার ভাই আমাকে জানাইল যে, তাহারা

মিসরের আমীরকেও এই বিষয়ে জ্ঞাত করাইয়াছে। সুতরাং আমি বলিলাম, তুমি ঘরে চল, আমি তোমার মাথা মুণ্ডন করিয়া দিব। যাহাতে লোক সম্মুখে তোমার মাথা মুণ্ডন না করা হয়। সে যুগে শাস্তি প্রদানের পর লোকসম্মুখে মাথা মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হইত। তাহারা উভয়ে ঘরে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নিজ হাতে আপন ভাইয়ের মাথা মুণ্ডন করিয়া দিলাম। অতঃপর হযরত আমর (রাঃ) তাহাদিগকে শরাব পান করার শাস্তি প্রদান করিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনা জানিতে পারিয়া হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আবদুর রহমানকে হাওদাবিহীন উটের উপর আরোহণ করাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। তিনি তাহাই করিলেন। আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলে তিনি তাহাকে চাবুক লাগাইলেন এবং নিজ পুত্র হিসাবে তাহাকে শাস্তি দিলেন। তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) একমাসকাল সুস্থ থাকার পর তকদীরের নির্ধারিত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল আর তিনি মারা গেলেন। সাধারণ লোকদের ধারণা ছিল, হযরত ওমর (রাঃ)এর চাবুক মারার কারণে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। অথচ হযরত ওমর (রাঃ)এর চাবুকের কারণে তাহার মৃত্যু ঘটে নাই (বরং তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল)।

একজন মহিলার ঘটনা

হাসান (রহঃ) বলেন, স্বামী অনুপস্থিত এরূপ এক মহিলার নিকট কোন এক ব্যক্তির আসা-যাওয়া দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর মনে খটকা লাগিল। তিনি উক্ত মহিলাকে ডাকিয়া আনার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোকটি মহিলাকে বলিল, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট চল, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। মহিলাটি বলিল, হায় আমার ধ্বংস! আমার সহিত ওমরের কি সম্পর্ক! তারপর সে ঘর হইতে রওয়ানা হইল। (মহিলাটি অন্তঃসত্তা ছিল।) অত্যাধিক ভয় পাওয়ার দরুন পথে তাহার

www.BANGLAKITAB.com

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। সে একটি ঘরে প্রবেশ করিল এবং সেখানে তাহার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সন্তানটি জন্মের পর দুইবার কাঁদিয়া উঠিয়া মারা গেল। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের নিকট এই ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলেন (যে, মহিলাটি আমার কারণে ভীত হইয়াছে এবং এই কারণে সময়ের পূর্বে সন্তান প্রসব করার দরুন সন্তানটি মারা গিয়াছে। অতএব শরীয়তমত আমার উপর কোন জরিমানা ইত্যাদি আসিবে কিনা)। কতিপয় সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, আপনার উপর কোন জরিমানা আসিবে না। কেননা আপনি মুসলমানদের শাসনকর্তা, অতএব তাহাদেরকে আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া আপনার দায়িত্ব। কোনরূপ ত্রুটি–বিচ্যুতি দেখিলে আপনি তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।

হযরত আলী (রাঃ) নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি বলেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যদি তাহারা এই রায় বিনা দলীলে শুধু নিজেদের রায় হিসাবে বলিয়া থাকে তবে তাহারা ভুল রায় দিয়াছে। আর যদি তাহারা আপনাকে খুশী করার জন্য বলিয়া থাকে তবে তাহারা আপনার মঙ্গল কামনা করে নাই। আমার রায় হইল, এই সন্তানের দিয়্যাত অর্থাৎ রক্তবিনিময় আপনাকে দিতে হইবে। কেননা আপনার ডাকার কারণে এই মহিলা ভীত হইয়াছে আর আপনার কারণেই মহিলাটি সময়ের পূর্বে সন্তান প্রসব করিয়াছে। এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি হযরত আলী (রাঃ)কে হুকুম দিলেন, যেন সমস্ত কোরাইশ হইতে এই রক্ত বিনিময় উসুল করেন। কেননা, এই হত্যা তাহার দ্বারা ভুলবশতঃ সংঘটিত হইয়াছে। (আর ভুলবশতঃ হত্যা সংঘটিত হইলে উহার রক্তবিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের উপর ওয়াজিব হইয়া থাকে।)

হজ্জের মৌসুমে হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফের ঘটনা

আতা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) (বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত) তাহার শাসকবর্গদেরকে হজ্জের মৌসুমে তাহার নিকট সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিতেন। শাসকগণ উপস্থিত হইলে তিনি (সাধারণ মুসলমানদেরকে সমবেত করিয়া) বলিতেন, হে লোকসকল, আমি আমার শাসকদিগকে তোমাদের নিকট এইজন্য প্রেরণ করি নাই যে, তাহারা তোমাদের শরীরের চামড়া ছিলিয়া লইবে অথবা তোমাদের মাল কব্জা করিবে বা তোমাদেরকে বে–ইজ্জত করিবে। বরং আমি তাহাদেরকে তোমাদের নিকট শুধু এইজন্য প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করিতে না পার এবং তাহারা তোমাদের মধ্যে গনীমতের বন্টন করিবে। অতএব যদি কাহারো সহিত ইহা ব্যতীত অন্য কোন আচরণ হইয়া থাকে তবে সে (তাহা বলার জন্য) দাঁড়াইয়া যাও।

(একবার তিনি শাসকগণকে একত্র করিয়া মুসলমানদের মধ্যে এই ঘোষণা দিলে) শুধু এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার অমুক শাসনকর্তা আমাকে (অন্যায়ভাবে) একশত চাবুক মারিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) (সেই শাসনকর্তাকে) বলিলেন, তুমি তাহাকে কেন মারিয়াছ? (তারপর উক্ত নালিশদাতা ব্যক্তিকে বলিলেন,) উঠ, এবং তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইয়া লও। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আপনি যদি এইভাবে শাসকদের নিকট হইতে প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ দান করেন তবে আপনার নিকট আরো বেশী নালিশ আসিতে আরম্ভ করিবে এবং আপনার পরবর্তী লোকদের জন্য শাসকদের নিকট হইতে প্রতিশোধ লওয়ার প্রথা চালু হইয়া যাইবে। (অথচ সকলের মধ্যে আপনার ন্যায় শাসকদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের যোগ্যতা থাকিব না।)

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ প্রদানের জন্য প্রস্তুত

WWW.BANGLAKITAB.COM

থাকিতে দেখিয়াছি তখন (আপন শাসকদের নিকট হইতে) প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ কেন দিব না? হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাদিগকে সুযোগ দিন, আমরা এই ব্যক্তিকে (অন্য কোন উপায়ে) রাজী করিয়া লই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তাহাকে রাজী কর। সুতরাং উক্ত শাসক তাহাকে প্রতি চাবুকের বিনিময়ে দুই দীনার করিয়া মোট দুইশত দীনার প্রদান করিল। (ইবনে সা'দ)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও এক মিসরীর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মিসর হইতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিয়া আরজ করিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার উপর জুলুম করা হইয়াছে। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, তুমি আমার সুদৃঢ় আশ্রয়ে রহিয়াছ। সে বলিল, আমি হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ছেলের সহিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হইলাম। এইজন্য সে আমাকে মারিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, আমি বড় সম্মানী লোকদের ছেলে। ঘটনা শুনিবার পর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, তিনি নিজেও মদীনায় আসেন এবং সঙ্গে নিজের সেই ছেলেকেও লইয়া আসেন। হযরত আমর (রাঃ) (চিঠি পাওয়ার পর মদীনায়) আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই (অভিযোগকারী) মিসরী কোথায়? চাবুক লও এবং ইহাকে মার। উক্ত ব্যক্তি চাবুক মারিতেছিল, আর হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেছিলেন, কমজাতদের ছেলেকে মার।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মিসরী লোকটি হযরত আমর (রাঃ)এর ছেলেকে আচ্ছামত মারিল। আর আমরাও চাহিতেছিলাম যে, খুব করিয়া মারুক। লোকটি এই পরিমাণ মারিয়া ক্ষান্ত হইল যে, আমরাও চাহিতেছিলাম যে, আর না মারুক। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই

মিসরীকে বলিলেন, এইবার আমরের মাথার চাঁদির উপর কয়েকটা মার। (হযরত ওমর (রাঃ)এর এই আদেশের উদ্দেশ্য হইল, হযরত আমর (রাঃ)কে এই ব্যাপারে সতর্ক করা যে, নিজের ছেলেকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা উচিত ছিল যাহাতে তাহার মধ্যে অন্যের উপর জুলুম করার সাহস না হয়)

মিসরী লোকটি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে তো তাহার ছেলে মারিয়াছিল আর আমি তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। (অর্থাৎ আমি হযরত আমর (রাঃ)কে মারিতে পারিব না।) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ)কে বলিলেন, লোকদেরকে তো তাহাদের মায়েরা স্বাধীন মানুষ হিসাবে জন্ম দিয়াছিল। তোমরা কবে হইতে তাহাদেরকে গোলাম বানাইয়া লইয়াছ? -হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আমার এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। আর না এই মিসরী আমার নিকট নালিশ পেশ করিয়াছে। (নতুবা আমি নিজেই নিজের ছেলেকে শাস্তি প্রদান করিতাম।) (মুন্তাখাবে কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব

ইয়াযীদ ইবনে আবি মানসূর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌছিল যে, ইবনে জারূদ বা ইবনে আবি জারূদ নামক তাহার নিয়োজিত বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট আদরিয়াস নামক এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। তাহার সম্পর্কে মুসলমানদের শত্রুর সহিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান ও শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রমাণিত হইয়াছিল এবং তাহার এই অপরাধের সাক্ষীও ছিল। ইবনে জারূদ তাহাকে এই অপরাধে কতল করিয়া দিলেন। উক্ত ব্যক্তি কতলের সময় বলিতেছিল, হে ওমর, আমি মজলুম, আমার সাহায্যের জন্য আসুন, হে ওমর, আমি মজলুম, আমরা সাহায্যের জন্য আসুন। হযরত ওমর (রাঃ) নিজের সেই শাসনকর্তার নিকট চিঠি

www.BANGLAKITAB.com

লিখিলেন যে, আমার নিকট হাজির হও। শাসনকর্তা আসিয়া হাজির হইল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার আগমনের অপেক্ষায় একটি ছোট বর্শা হাতে বসিয়াছিলেন। যখন সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ভিতরে প্রবেশ করিল তখন তিনি সেই বর্শা উত্তোলন করিয়া তাহার চোয়ালের উপর মারিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে আদরিয়াস আমি তোমার সাহায্যার্থে হাজির আছি, হে আদরিয়াস, আমি তোমার সাহায্যার্থে হাজির আছি। জারূদ বলিতে লাগিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, সে শত্রুর নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য লিখিয়াছিল এবং শত্রুর সহিত মিলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, শুধু খারাপ কাজের ইচ্ছা করার উপর তুমি তাহাকে কতল করিয়া দিয়াছ। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহার অন্তরে এরূপ খারাপ কাজের ইচ্ছা পয়দা না হয়? যদি পরবর্তীতে শাসনকর্তাদেরকে কতল করার প্রথা চালু হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা না হইত তবে আমি তোমাকে তাহার পরিবর্তে কতল করিয়া দিতাম। (কান্‌য)

যায়েদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) দুই কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং তিনি বলিতেছিলেন, ইয়া লাব্বাইকাহ! ইয়া লাব্বাইকাহ! অর্থাৎ আমি সাহায্যের জন্য হাজির আছি। আমি সাহায্যের জন্য হাজির আছি! লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার কি হইয়াছে? হযরত ওমর (রাঃ) (কারণ ব্যক্ত করিতে যাইয়া) বলিলেন, তাহার নিয়োজিত এক আমীরের নিকট হইতে এক সংবাদবাহক এই সংবাদ লইয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের এলাকায় মুসলমানদের পথে একটি নহর পড়িয়াছে যাহা পার হওয়ার জন্য কোন নৌকা পাওয়া যায় নাই। তাহাদের আমীর বলিল, এমন কোন লোক তালাশ করিয়া আন যে নহরের গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।

তালাশ করিয়া একজন বৃদ্ধ লোককে আনা হইল। বৃদ্ধ লোকটি বলিল, আমি ঠাণ্ডাকে ভয় করি। তখন শীতের মৌসুম ছিল। কিন্তু আমীর তাহাকে পানিতে নামার জন্য বাধ্য করিল। পানিতে নামার পর পরই

লোকটির অত্যাধিক ঠাণ্ডা লাগিল এবং সে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, হে ওমর, আমার সাহায্যে আগাইয়া আস। এরূপ বলিতে বলিতে লোকটি ডুবিয়া গেল। (হযরত ওমর (রাঃ) সেই বৃদ্ধ লোকটির ফরিয়াদের উত্তরে দুই কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া আমি তোমার সাহায্যের জন্য হাজির আছি বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।)

হযরত ওমর (রাঃ) সেই আমীরের নিকট চিঠি লিখিলে সে মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হযরত ওমর (রাঃ) কিছুদিন পর্যন্ত তাহার প্রতি তাকাইয়াও দেখিলেন। তাহার অভ্যাসই এরূপ ছিল যে, তিনি যখন কাহারো প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতই করিতেন না। কিছুদিন পর সেই আমীরকে বলিলেন, তুমি যে লোকটি মারিয়া ফেলিয়াছ তাহার কি হইয়াছে? আমীর বলিল, আমীরুল মুমিনীন, তাহাকে মারিয়া ফেলার ইচ্ছা আমার ছিল না, আমরা নহর পার হওয়ার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। নহরের গভীরতা জানাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে আমরা অমুক অমুক এলাকার উপরে বিজয় লাভ করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যে সকল এলাকা বিজয়ের সংবাদ লইয়া আসিয়াছ উহা অপেক্ষা একজন মুসলমান (এর জীবন) আমার নিকট অধিক প্রিয়। পরবর্তীতে আমীরদের কতল করার প্রথা চালু হইয়া যাওয়ার আশংকা না হইলে আমি তোমাকে কতল করিয়া দিতাম। তুমি তাহার আত্মীয়–স্বজনদেরকে রক্তবিনিময় প্রদান কর এবং আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও। আগামীতে আমি যেন তোমাকে কখনও না দেখি।

(কান্‌য)

হযরত আবু মূসা (রাঃ) ও এক ব্যক্তির ঘটনা

জরীর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর সহিত (জেহাদে) এক ব্যক্তি ছিল। উক্ত জেহাদে মুসলমানগণ বহু গনীমতের মাল হাসিল করিয়াছিল। হযরত আবু মূসা (রাঃ) উক্ত ব্যক্তিকে গনীমতের মাল হইতে অংশ তো দিয়াছেন, কিন্তু পুরাপুরি দেন নাই। সে বলিল, লইলে পুরাটাই লইব, নতুবা কিছুই লইব না। হযরত আবু মূসা

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ) তাহাকে বিশটি চাবুক মারিলেন এবং তাহার মাথা মুণ্ডন করিয়া দিলেন। সে তাহার চুলগুলি লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল এবং নিজের পকেট হইতে চুলগুলি বাহির করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর বুকের উপর ছুঁড়িয়া মারিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে তাহার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে এই চিঠি লিখিলেন—

'সালামুন আলাইকা, আম্মাবা'দ, আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, তুমি যদি তাহার সহিত এই ব্যবহার প্রকাশ্যে লোকসমক্ষে করিয়া থাক তবে প্রকাশ্যে লোকসমক্ষে বসিয়া যাইবে এবং তাহাকে বদলা লইতে দিবে। আর যদি তাহার সহিত এই ব্যবহার গোপনে একাকী করিয়া থাক তবে গোপনে একাকী বসিয়া যাইবে যাহাতে সে তোমার নিকট হইতে বদলা লইতে পারে।'

হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে যখন এই চিঠি দেওয়া হইল তিনি (সেই লোকের সম্মুখে) বদলা দিবার জন্য বসিয়া গেলেন। লোকটি এই অবস্থা দেখিয়া বলিল, আমি তাহাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করিয়া দিলাম।

(কানযুল উম্মাল)

ফিরোয দাইলামী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত হিরমাযী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত ফিরোয দাইলামী (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন—

'আম্মাবা'দ, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুমি মধু দ্বারা ময়দার রুটি খাওয়ায় মশগুল হইয়াছ, আমার এই চিঠি তোমার নিকট পৌঁছা মাত্র তুমি আল্লাহর নাম লইয়া আমার নিকট পৌঁছিয়া যাইবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে।'

হযরত ফিরোয (রাঃ) (চিঠি পাইয়া মদীনায়) চলিয়া আসিলেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি যখন ভিতরে প্রবেশ

করিতে লাগিলেন তখন এক কোরাইশী যুবকও ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিল যাহাতে তাহার প্রবেশ পথ সংকীর্ণ হইয়া গেল। তিনি কোরাইশীর নাকের উপর (এত জোরে) থাপ্পড় মারিলেন (যে, তাহার নাক দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল)। কোরাইশী যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট প্রবেশ করিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সহিত কে এই ব্যবহার করিয়াছে? সে বলিল, হযরত ফিরোয (রাঃ)। তিনি এখনও দরজার নিকটেই আছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ফিরোয, ইহা কি? হযরত ফিরোয বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা বেশীদিন হয় নাই বাদশাহী ছাড়িয়াছি। (এই কারণে উহার প্রভাব এখনও আমাদের স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।) আসল ব্যাপার হইল, আপনি আমাকে চিঠি দিয়া ডাকাইয়াছেন, আর তাহাকে কোন চিঠি লেখেন নাই। আর আপনি আমাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছেন, সে না অনুমতি চাহিয়াছে, আর না আপনি তাহাকে অনুমতি দিয়াছেন। সে আমাকে দেওয়া অনুমতির সুযোগ লইয়া আমার পূর্বে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছে। এই কারণে (আমার রাগ হইয়াছে এবং) আমার দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হইয়াছে যাহা সে আপনাকে বলিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে ইহার বদলা দিতে হইবে। হযরত ফিরোয (রাঃ) বলিলেন, বদলা দেওয়া কি জরুরী? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, বদলা দেওয়া জরুরী। হযরত ফিরোয (রাঃ) বদলা দেওয়ার জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গেলে যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। হযরত ওমর (রাঃ) যুবককে বলিলেন, হে যুবক! একটু থাম, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাই যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি। একদিন সকালবেলা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আজ রাত্রে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আসওয়াদ

www.BANGLAKITAB.com

আনাসীকে কতল করা হইয়াছে। আর তাহাকে আল্লাহ তায়ালার এক নেক বান্দা ফিরোয দাইলামী কতল করিয়াছে। (হে যুবক!) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস শুনিবার পরও কি তুমি ফিরোয দাইলামীর নিকট হইতে বদলা লইবে? যুবক বলিল, আপনি যখন তাহার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস শুনাইয়াছেন তখন আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম।

হযরত ফিরোয (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আমার অন্যায় স্বীকার করা ও তাহার নিজ খুশীতে মাফ করিয়া দেওয়া কি আমাকে (আল্লাহর আযাব হইতে) বাঁচাইয়া দিবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ফিরোয (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমার তলোয়ার, আমার ঘোড়া ও আমার ধনদৌলত হইতে ত্রিশ হাজার এই যুবককে হাদিয়া হিসাবে দিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে কোরাইশী, তুমি মাফ করিয়া সওয়াবও পাইলে আবার এই পরিমাণ মালও পাইলে। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফের অপর একটি ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক বাঁদী হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিয়া আরজ করিল, আমার মনিব প্রথমতঃ আমার উপর অপবাদ আরোপ করিয়াছে, তারপর আমাকে আগুনের উপর বসাইয়াছে, যাহাতে আমার লজ্জাস্থান পুড়িয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মনিব কি তোমাকে এরূপ খারাপ কাজ করিতে দেখিয়াছিল? বাঁদী বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এরূপ খারাপ কাজ করিয়াছ বলিয়া তাহার নিকট স্বীকার করিয়াছিলে? বাঁদী বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। হযরত ওমর (রাঃ) যখন উক্ত ব্যক্তিকে দেখিলেন তখন বলিলেন, তুমি মানুষকে এমন শাস্তি দাও যাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারিত? সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, তাহার ব্যাপারে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে খারাপ কাজ করিতে দেখিয়াছিলে? সে বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঁদী কি তোমার নিকট সেই খারাপ কাজের স্বীকারোক্তি করিয়াছিল? সে বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ না শুনিতাম যে, 'মনিবের নিকট হইতে গোলামের বদলা ও পিতার নিকট হইতে পুত্রের বদলা লওয়া যাইবে না' তবে আমি তোমার নিকট হইতে এই বাঁদীকে বদলা দেওয়াইতাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই লোককে একশত চাবুক মারিলেন এবং বাঁদীকে বলিলেন, তুমি যাও, তুমি আল্লাহর জন্য স্বাধীন। তুমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে স্বাধীনকৃত। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে আগুনে জ্বালানো হয় বা আগুন দ্বারা যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত করা হয় সে স্বাধীন। সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে স্বাধীনকৃত। (কান্য)

হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর ঘটনা ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফ

মাকহুল (রহঃ) বলেন, হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বাইতুল মোকাদ্দাসের নিকট একজন গ্রাম্য লোককে ডাকিয়া তাহার ঘোড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকার জন্য বলিলেন। সে এই কাজ করিতে অস্বীকার করিল। এইজন্য হযরত ওবাদাহ (রাঃ) তাহাকে মারিলেন যাহাতে তাহার মাথায় জখম হইয়া গেল। সে তাঁহার বিরুদ্ধে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহার সহিত এই ব্যবহার কেন করিয়াছ? হযরত ওবাদাহ (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি তাহাকে বলিলাম, আমার বাহন ধরিয়া দাঁড়াও কিন্তু সে অস্বীকার করিল। আর আমার স্বভাবে রাগ বেশী। এইজন্য আমি তাহাকে মারিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি তাহাকে বদলা দেওয়ার জন্য বসিয়া যাও। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলিলেন, আপনি আপনার গোলামকে আপনার ভাইয়ের নিকট হইতে বদলা দেওয়াইতেছেন? ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বদলা দেওয়াইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন এবং এই ফয়সালা করিলেন যে, হযরত ওবাদাহ (রাঃ) উক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কিছু টাকা দিয়া দেন। (কান্য)

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ)এর ঘটনা ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফ

হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গেলেন তখন আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে এক (ইহুদী) ব্যক্তি দাঁড়াইল যাহার মাথায় আঘাত ছিল এবং তাহাকে মারা হইয়াছিল। সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার যে অবস্থা দেখিতেছেন তাহা একজন মুসলমান আমার সহিত করিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং হযরত সুহাইব (রাঃ)কে বলিলেন, যাও, দেখ কে তাহার সহিত এই আচরণ করিয়াছে? তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। হযরত সুহাইব (রাঃ) খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) তাহার সহিত এই আচরণ করিয়াছেন। হযরত সুহাইব (রাঃ) হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ)কে বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন তোমার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া রহিয়াছেন। তুমি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাহাকে বল, তিনি যেন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তোমার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। কেননা আমার আশংকা হয় যে, হযরত ওমর (রাঃ) তোমাকে দেখামাত্রই শাস্তি দিতে আরম্ভ করিবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) নামায শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুহাইব কোথায়? তুমি কি সেই ব্যক্তিকে লইয়া আসিয়াছ? হযরত সুহাইব (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ। হযরত সুহাইব (রাঃ) পূর্বেই যাইয়া হযরত মুআয (রাঃ)কে সমস্ত ঘটনা বলিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত মুআয (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এই ব্যক্তিকে হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) (এর মত গণ্যমান্য ব্যক্তি) মারিয়াছেন। আপনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে তাড়াহুড়া না করিয়া প্রথমে তাহার নিকট হইতে ঘটনা শুনিয়া লউন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তির সহিত তোমার কি হইয়াছে? হযরত আওফ (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি দেখিলাম, একজন মুসলমান মহিলা গাধায় আরোহণ করিয়া আছে, আর এই ব্যক্তি পিছন হইতে উক্ত গাধাকে হাঁকাইতেছে। এমতাবস্থায় সে উক্ত মহিলাকে গাধার উপর হইতে ফেলিবার জন্য গাধাকে লাঠি দ্বারা খোঁচা মারিল, কিন্তু মহিলাটি গাধার উপর হইতে পড়িল না দেখিয়া সে গাধাকে হাত দ্বারা ধাক্কা দিল, ফলে মহিলাটি গাধা হইতে পড়িয়া গেল। আর তৎক্ষণাৎ সে মহিলার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল (এবং তাহার ইজ্জত নষ্ট করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি সহ্য করিতে পারি নাই। অতএব তাহার মাথায় আঘাত করিয়াছি।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি সেই মহিলাকে লইয়া আস যাহাতে সে তোমার কথার সত্যতা স্বীকার করে।

হযরত আওফ (রাঃ) সেই মহিলার নিকট গেলে তাহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা বলিল, তুমি আমাদের মেয়েকে কি করিতে চাও? তুমি তো (হযরত ওমর (রাঃ)কে ঘটনা শুনাইয়া) আমাদের মানসম্মান নষ্ট করিয়া দিয়াছ। মেয়েটি বলিল, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তাহার সহিত যাইব। তাহার পিতা ও স্বামী বলিল, তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই, তোমার পক্ষ হইতে আমরাই হযরত ওমর (রাঃ)কে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া আসিব। তাহারা উভয়ে হযরত ওমর

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ)এর নিকট আসিয়া হযরত আওফ (রাঃ) যেরূপ বলিয়াছিলেন হুবহু সেরূপ শুনাইলেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ)এর আদেশে সেই ইহুদীকে শূলে চড়ানো হইল। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (হে ইহুদীগণ,) আমরা তোমাদের সহিত এই বিষয়ে সন্ধি করি নাই (যে, তোমরা আমাদের মেয়েদের আবরু নষ্ট করিবে আর আমরা কিছুই করিব না)। অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া আমান বা নিরাপত্তা সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। তবে তাহাদের যে কেহ কোন মুসলমান মহিলার সহিত ব্যভিচার করিবে তাহার জন্য কোন নিরাপত্তা চুক্তি নাই। হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) বলেন, আমি ইসলামের যুগে এই সর্বপ্রথম ইহুদীকে শূলে চড়িতে দেখিয়াছি। (কান্‌য)

হযরত বুকাইর ইবনে সাদ্দাখ (রাঃ) ও এক ইহুদীর ঘটনা

আবদুল মালেক ইবনে ইয়ালা লাইসী (রহঃ) বলেন, হযরত বুকাইর ইবনে সাদ্দাখ (রাঃ) নাবালক বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতেন। তিনি যখন বালক বয়সে উপনীত হইলেন তখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এযাবৎ আপনার ঘরে আসা যাওয়া করিতাম। এখন আমি বালেগ হইয়া গিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই দোয়া দিলেন, 'আয় আল্লাহ, তাহার কথাকে সত্যে পরিণত করেন এবং তাহাকে সফলকাম করেন।'

পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে এক ইহুদীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনাকে সাংঘাতিক বিষয় মনে করিলেন এবং বিচলিত হইলেন। মিম্বারে উঠিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে খলীফা বানাইয়াছেন, তবে কি

আমার খেলাফত আমলে এইভাবে অজ্ঞাতে লোকদেরকে কতল করা হইবে? যে কেহ এই কতল সম্পর্কে কিছু জানে আমি তাহাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করাইয়া বলিতেছি, সে যেন আমাকে অবশ্যই এই বিষয়ে জানায়। এই কথার পর হযরত বুকাইর ইবনে সাদ্দাখ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি তাহাকে কতল করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহু আকবার! তুমি তাহার কতলের স্বীকারোক্তি করিলে? এখন শাস্তি হইতে পরিত্রাণের কারণ ব্যাখ্যা কর। তিনি বলিলেন, হাঁ। অমুক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য গিয়াছে এবং তাহার পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব আমাকে দিয়া গিয়াছে। আমি তাহার ঘরে যাইয়া এই ইহুদীকে সেখানে পাইলাম। সে এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—

أَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ حَتَّى – خَلَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ

অর্থ ঃ আশআস (মহিলার স্বামীর নাম)কে তো ইসলাম ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে (সে ইসলামের খাতিরে ঘর ছাড়িয়া আল্লাহর রাস্তায় গিয়াছে,) আর আমি (তাহার এই অনুপস্থিতির সুযোগে) তাহার স্ত্রীর সহিত সারারাত্র একান্তে কাটাইয়াছি।

أَبِيْتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيُمْسِي – عَلَى جَرْدَاءَ لَا حِقَةِ الْحِزَامِ

অর্থ ঃ আমি তো সারারাত্র তাহার স্ত্রীর বুকের উপর কাটাইতেছি আর সে ক্ষুদ্র পশমবিশিষ্ট লাগামযুক্ত ঘোড়ার পিঠের উপর সন্ধ্যা যাপন করিতেছে।

كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا – فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَامِ

অর্থ ঃ (আরবদের নিকট মেয়েদের মেদবহুল মোটা শরীর অধিক পছন্দনীয় বলিয়া সে বলিতেছে, তাহার স্ত্রী এমন মাংসল ও মোটা যে,) তাহার উভয় রানের সংযোগস্থল অর্থাৎ নিতম্ব যেন স্তরে স্তরে সাজানো অনেকগুলি বড় বড় মাংসপিণ্ড।

ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত দোয়ার কারণে বিনা সাক্ষীতেই তাহার কথার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং সেই ইহুদীর খুনের সাজা মাফ করিয়া দিলেন। (কান্‌য)

হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর নামে হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

কাসেম ইবনে আবি বায্‌যাহ (রাঃ) বলেন, সিরিয়ায় একজন মুসলমান একজন জিম্মি (অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কাফের)কে কতল করিল। হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট ইহার বিচার পেশ করা হইলে তিনি এই ঘটনা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে লিখিলেন, এই জিম্মিদেরকে কতল করিয়া দেওয়া যদি উক্ত মুসলমান ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে তবে সামনে ডাকাইয়া তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। আর যদি আকস্মিকভাবে রাগান্বিত হইয়া এরূপ করিয়া থাকে তবে তাহার উপর রক্তবিনিময় হিসাবে চার হাজারের জরিমানা ধার্য করিয়া দাও।

একজন সেনাপতির প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

কুফার এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) একটি লশকর পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত লশকরের আমীরের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের সঙ্গীদের মধ্য হইতে কিছুলোক এমন আছে যাহারা কোন শক্তিশালী কাফেরকে যখন ধাওয়া করে, আর সেই কাফের দৌড়াইয়া পাহাড়ে উঠিয়া আত্মরক্ষা করে তখন তোমাদের সেই সঙ্গী ফারসী ভাষায় তাহাকে অভয় দিয়া বলে, 'মাতারস' অর্থাৎ ভয় করিও না। তারপর কাফের যখন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ করে তখন তাহাকে কতল করিয়া দেয়।' সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আগামীতে যদি আমি কাহারো ব্যাপারে এরূপ করিয়াছে বলিয়া জানিতে পারি তবে

আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।

হযরত আবু সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি তোমাদের কেহ কোন মুশরিককে আসমানের দিকে অঙ্গুলির ইশারা করিয়া নিরাপত্তা প্রদান করে, আর এই কারণে সেই মুশরিক তাহার নিকট চলিয়া আসে, তারপর সেই মুসলমান তাহাকে (এইভাবে ধোকা দিয়া) কতল করিয়া দেয়, তবে আমি উক্ত মুসলমানকে অবশ্যই কতল করিয়া দিব।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হুরমুযানের ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা 'তুস্তার' অবরোধ করিলাম। (অবরোধের কারণে নিরুপায় হইয়া তুস্তারের শাসনকর্তা) হুরমুযান হযরত ওমর (রাঃ)এর ফয়সালা মানিয়া লওয়ার শর্তে আত্মসমর্পণ করিল। আমি তাহাকে লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। আমরা যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলাম তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, বল, কি বলিতে চাও? হুরমুযান বলিল, জীবিত ব্যক্তির ন্যায় কথা বলিব, না মৃত ব্যক্তির ন্যায় বলিব?

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কোন ভয় নাই, বল। হুরমুযান বলিল, হে আরব জাতি! যতদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পক্ষে ছিলেন না, বরং আমাদের ও তোমাদের বিষয়ে তিনি নিরপেক্ষভাবে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলেন ততদিন আমরা তোমাদেরকে গোলাম বানাইতেছিলাম, তোমাদেরকে কতল করিতেছিলাম ও তোমাদের সমস্ত মালদৌলত কাড়িয়া লইতেছিলাম। কিন্তু যেদিন হইতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পক্ষে হইয়া গিয়াছেন সেদিন হইতে আর আমরা তোমাদের সহিত পারিয়া উঠিতেছি না।

হযরত ওমর (রাঃ) (আমাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, (হে আনাস!) তুমি কি বল। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আমি আমার পিছনে অসংখ্য শত্রু ও তাহাদের বিরাট শক্তি ছাড়িয়া আসিয়াছি। আপনি যদি

www.BANGLAKITAB.com

তাহাকে কতল করিয়া দেন তবে তাহার কাওমের লোকেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া মুসলমানদের সহিত মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হইবে। (অতএব তাহাকে কতল না করাই সমীচীন হইবে।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ) ও মাজযাআহ ইবনে সাওর (রাঃ)এর (ন্যায় সম্মানিত সাহাবীদ্বয়ের) হত্যাকারীকে কিরূপে জীবিত ছাড়িয়া দিব? হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমার যখন আশংকা হইল যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে কতল করিয়াই দিবেন তখন আমি বলিলাম, আপনি তাহাকে কতল করিতে পারেন না, কেননা আপনি তাহাকে 'কোন ভয় নাই, বল', বলিয়াছেন। (আর এই শব্দ নিরাপত্তা প্রদান বুঝায় অতএব আপনি তাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছেন।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, মনে হয় তুমি তাহার নিকট হইতে ঘুষ লইয়াছ বা কোন স্বার্থ হাসিল করিয়াছ।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাহার নিকট হইতে না ঘুষ লইয়াছি, আর না কোন স্বার্থ হাসিল করিয়াছি। (আমি তো একটি হক কথা বলিতেছি।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি নিজের কথার স্বপক্ষে (যে, এই শব্দ দ্বারা নিরাপত্তা হাসিল হইয়া যায়) কোন সাক্ষী হাজির কর, নতুবা আমি তোমাকে প্রথম শাস্তি প্রদান করিব। (হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,) আমি (সেখান হইতে) বাহির হইলাম। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে লইয়া আসিলাম এবং তিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) হুরমুযানকে কতল করা হইতে বিরত হইলেন। হুরমুযান মুসলমান হইয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার জন্য বাইতুল মাল হইতে ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। (বাইহাকী)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফের অপর একটি ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ আসলামী (রাঃ) বলেন,

আমরা যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত দামেশকের জাবিয়া নামক এলাকায় পৌঁছিলাম তখন তিনি দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ জিম্মি (কাফের) লোকদের নিকট খাবার চাহিয়া বেড়াইতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) লোকটি সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিল, এই ব্যক্তি একজন জিম্মি (কাফের)। দুর্বল ও বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার উপর যে কর নির্ধারিত ছিল তাহা মাফ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা প্রথম তাহার উপর কর আরোপ করিয়াছ। তারপর যখন সে উহা পরিশোধ করিতে করিতে দুর্বল হইয়া গিয়াছে তখন তাহাকে খাবার চাহিয়া বেড়াইতে লাগাইয়া দিয়াছ। অতঃপর তিনি তাহার জন্য বাইতুল মাল হইতে দশ দেরহাম ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ লোকটির অনেক সন্তান-সন্ততিও ছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক বৃদ্ধ জিম্মির নিকট দিয়া গেলেন, যে মসজিদের দ্বারে দ্বারে লোকদের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে জিম্মি, আমরা তোমার সহিত ইনসাফ করি নাই। তোমার যৌবনকালে তো তোমার নিকট হইতে কর উসুল করিয়াছি আর বৃদ্ধকালে তোমার কোন খেয়াল করি নাই। তারপর তাহার জন্য বাইতুল মাল হইতে জীবন যাপন করিতে পারে পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন।

অপর এক জিম্মির ঘটনা

ইয়াযীদ ইবনে আবি মালেক (রহঃ) বলেন, মুসলিম বাহিনী জাবিয়া এলাকায় অবস্থান করিতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ)ও তাহাদের সহিত সেখানে ছিলেন। এমন সময় একজন জিম্মি আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে সংবাদ দিল যে, লোকজন তাহার আঙ্গুরের বাগানে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তাহার এক সঙ্গী নিজের ঢালের উপর আঙ্গুর লইয়া রাখিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আরে, তুমিও! সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন,

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের অত্যাধিক ক্ষুধা লাগিয়াছে। (খাওয়ার আর কিছুই নাই।) ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) ফিরিয়া আসিলেন এবং হুকুম দিলেন যে, এই জিম্মিকে তাহার আঙ্গুরের মূল্য দিয়া দেওয়া হউক। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর (রাঃ)এর একজন মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যে ফয়সালা

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, একজন মুসলমান ও এক ইহুদী উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে মিমাংসার জন্য হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল। তিনি দেখিলেন, ইহুদী হকের উপর রহিয়াছে। অতএব তিনি ইহুদীর পক্ষে ফয়সালা করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া ইহুদী বলিল, আল্লাহর কসম, আপনি হক ফয়সালা করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে হালকাভাবে চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি কিভাবে বুঝিলে? ইহুদী বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা তাওরাতে লিখিত পাইয়াছি যে, যখন বিচারক হক ফয়সালা করে তখন তাহার ডানে একজন ফেরেশতা ও বামে একজন ফেরেশতা থাকেন। তাহারা উভয়ে তাহাকে সঠিক রাস্তায় পরিচালনা করেন এবং হক কথা তাহার অন্তরে ঢালিতে থাকেন। বিচারক যতক্ষণ হক ফয়সালা করার উপর অবিচল থাকেন (ততক্ষণ এরূপ হইয়া থাকে।)। আর যখন বিচারক হককে পরিত্যাগ করেন তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া আসমানের দিকে উঠিয়া যান। (তারগীব)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত সালামা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইয়াস ইবনে সালামা (রাঃ) তাহার পিতা হযরত সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বাজারের উপর দিয়া যাইতেছিলেন। তাহার হাতে চাবুক ছিল। তিনি আমাকে হালকাভাবে চাবুক দ্বারা আঘাত করিলেন যাহা আমার কাপড়ের কিনারায় লাগিল এবং বলিলেন, রাস্তা হইতে সরিয়া যাও। পরবর্তী

বৎসর তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, হে সালামা, তোমার কি হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তারপর তিনি আমার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন এবং ছয়শত দেরহাম দিয়া বলিলেন, এইগুলি তোমার হজ্জের সফরে খরচ করিও। আর ইহা তোমাকে যে হালকাভাবে চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়াছিলাম উহার বিনিময়। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আমার তো সেই চাবুকের কথা স্মরণও নাই। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি তাহা ভুলি নাই।

হযরত ওসমান যিন্নূরাইন (রাঃ)এর ইনসাফ

আবুল ফোরাত (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর এক গোলাম ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি একবার তোমার কান মলিয়াছিলাম অতএব তুমি আমার নিকট হইতে উহার বদলা গ্রহণ কর। গোলাম তাহার কান ধরিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, জোরে মলিয়া দাও। দুনিয়াতে বদলা দেওয়া কত ভাল! এখন আর আখেরাতে বদলা দিতে হইবে না।

একটি পাখির ব্যাপারে ইনসাফ

নাফে' ইবনে আবদুল হারেস (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মক্কায় আসিলেন। জুমুআর দিন দারুন নাদওয়াতে গেলেন। (এইখানে কোরাইশগণ পরামর্শ করিত।) তাহার উদ্দেশ্য ছিল, এইখান হইতে মসজিদে হারাম নিকটে হইবে। তিনি সেখানে ঘরের মধ্যে একটি খুঁটির উপর নিজের চাদর রাখিলেন। তাহার চাদরের উপর হরমের একটি কবুতর আসিয়া বসিল। তিনি উহাকে তাড়াইয়া দিলে একটি সাপ উহাকে মারিয়া ফেলিল। জুমুআর নামাযের পর আমি ও হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) তাহার নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, আজ আমার দ্বারা একটি কাজ সংঘটিত হইয়াছে। তোমরা উভয়ে সেই ব্যাপারে আমার সম্পর্কে ফয়সালা করিয়া দাও। আজ আমি এই ঘরে প্রবেশ

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল এখান হইতে মসজিদে হারাম নিকটে হইবে। আমি নিজের চাদর এই খুটির উপর রাখিলাম। হরমের একটি কবুতর আসিয়া চাদরের উপর বসিল। আমার আশংকা হইল যে, পাখিটি পায়খানা করিয়া চাদর নষ্ট না করিয়া দেয়। এইজন্য আমি উহাকে তাড়াইয়া দিলাম। পাখি উড়িয়া অপর একটি খুঁটির উপর বসিল। সেখানে একটি সাপ লাফাইয়া উঠিয়া পাখিটিকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিল। এখন আমার মনে হইতেছে যে, পাখিটি প্রথম খুটির উপর নিরাপদ ছিল। সেখান হইতে আমিই উহাকে উড়াইয়া দিয়াছি। ইহাতে সে অপর খুঁটির উপর যাইয়া বসার দরুন উহার মৃত্যু ঘটিল। অতএব আমিই উহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছি।

ঘটনা শুনিয়া আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি যদি আমীরুল মুমিনীনের উপর দুই দাঁত বিশিষ্ট একটি বকরী দেওয়ার ফায়সালা করেন, তবে কেমন হয়? তিনি বলিলেন, আমারও রায় ইহাই। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) সেই ধরনের একটি বকরী দেওয়ার হুকুম দিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)এর ইনসাফ

কুলাইব (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট ইস্পাহান হইতে মাল আসিল। তিনি উহাকে সাত ভাগে ভাগ করিলেন। উহার মধ্যে তিনি একটি রুটিও পাইলেন। সেই রুটিকে তিনি সাত ভাগ করিলেন এবং প্রতি ভাগের উপর একটি করিয়া রুটির টুকরা রাখিলেন। অতঃপর লশকরের সাত ভাগের আমীরদেরকে ডাকিলেন। তাহাদের মধ্যে কাহাকে প্রথম দিবেন, এইজন্য তাহাদের মধ্যে লটারী করিলেন।

(কান্য)

অপর একটি ঘটনা

আবদুল্লাহ হাশেমী (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, দুইজন মহিলা হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট কিছু চাহিতে আসিল। তন্মধ্যে একজন আরবী ও একজন মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদি ছিল। তিনি তাহাদের

প্রত্যেককে এক কুর (অর্থাৎ প্রায় তেষট্টি মণ) শস্য ও চল্লিশ দেরহাম করিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদি নিজের অংশ যাহা তাহাকে দেওয়া হইল লইয়া চলিয়া গেল। আরবী মহিলাটি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি তাহাকে যে পরিমাণ দিয়াছেন আমাকেও তাহাই দিলেন? অথচ আমি আরবী আর সে মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদি। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাবে লক্ষ্য করিয়াছি কিন্তু সেখানে আমি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আওলাদের জন্য হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের আওলাদের উপর অধিক কোন মর্যাদা আছে বলিয়া পাই নাই।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত জা'দাহ (রাঃ)এর ঘটনা

আলী ইবনে রাবীআহ (রহঃ) বলেন, হযরত জা'দাহ ইবনে হুবাইরাহ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার নিকট দুই ব্যক্তি আসিবে। একজন তো এমন যে, সে আপনাকে নিজের প্রাণ হইতে বেশী মহব্বত করে অথবা বলিলেন, আপনাকে নিজের পরিবার পরিজন ও মাল হইতে হইতেও বেশী মহব্বত করে। আর অপরজন আপনাকে জবাই করিতে পারিলে জবাই করিয়া দেয়। অতএব আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথম ব্যক্তির পক্ষে ফয়সালা করিয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) হযরত জা'দাহ (রাঃ)এর বুকের উপর ঘুষি মারিয়া বলিলেন, যদি এই ফয়সালা নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য হইত তবে আমি এরূপই করিতাম। কিন্তু ফয়সালা তো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হইয়া থাকে। (সুতরাং আমি তো হক অনুযায়ীই ফয়সালা করিব, চাই যাহার পক্ষেই হউক।)

অপর একটি ঘটনা

আসবাগ ইবনে নুবাতাহ (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত আলী

WWW.BANGLAKITAB.COM

(রাঃ)এর সহিত বাজারে গেলাম। তিনি দেখিলেন, বাজারের লোকজন নিজেদের স্থান হইতে আগাইয়া অতিরিক্ত স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ কেন হইল? লোকেরা বলিল, বাজারের লোকেরা নিজেদের স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া অতিরিক্ত স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহাদের অতিরিক্ত স্থান দখল করার কোন হক নাই। (বরং) মুসলমানদের বাজার নামাযীদের নামাযের স্থান অর্থাৎ মসজিদের ন্যায়। অতএব যে সমস্ত স্থানের কেহ মালিক নয় সেখানকার নিয়ম হইল, যে সর্বপ্রথম কোন স্থান দখল করিবে সেই দিনের জন্য উক্ত স্থান তাহার হইবে। অবশ্য সে যদি স্বেচ্ছায় সেই স্থান পরিত্যাগ করে তবে ভিন্ন কথা।

সাহাবা (রাঃ)দের আখলাকের ঘটনায় এক ইহুদীর সহিত হযরত আলী (রাঃ)এর ইনসাফের ঘটনা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর ইনসাফ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) খাইবার সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে এই বিষয়েও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) প্রতি বৎসর খাইবারে যাইয়া গাছের উপর খেজুর ও আঙ্গুর বাগানে আঙ্গুরের পরিমাণ আন্দাজ করিতেন যে, কি পরিমাণ হইতে পারে? তারপর আন্দাজ অনুসারে উহার অর্ধেক ফল দিতে হইবে বলিয়া তাহাদেরকে উহার দায়িত্ব দিতেন। খাইবারবাসী (ইহুদী)গণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাহার এই অনুমান করিয়া পরিমাণ নির্ধারণের উপর কড়াকড়ির ব্যাপারে নালিশ জানাইল এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)কে ঘুষ দিতে চাহিল। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর দুশমনরা, আমাকে হারাম খাওয়াইতে চাহিতেছ? আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তির পক্ষ হইতে আসিয়াছি যিনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, আর

তোমরা আমার নিকট বানর ও শূকর অপেক্ষা ঘৃণিত। কিন্তু তোমাদের প্রতি ঘৃণা ও তাঁহার (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি মুহব্বত আমাকে তোমাদের সহিত বেইনসাফী করার উপর উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে না। তাহারা বলিল, এই ইনসাফের বদৌলতেই জমিন আসমান কায়েম রহিয়াছে।

হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)এর ইনসাফ

হযরত হারেস ইবনে সুওয়াইদ (রাঃ) বলেন, হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) এক লশকরের সহিত ছিলেন। শত্রুরা তাহাদের লশকরকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। লশকরের আমীর হুকুম দিলেন যে, কেহ যেন নিজের জানোয়ার চরাইবার জন্য বাহিরে না যায়। এক ব্যক্তি আমীরের এই হুকুম সম্পর্কে অবগত ছিল না। সে নিজের সওয়ারী চরাইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। আমীর তাহাকে এইজন্য মারিল। সে আমীরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, আজ আমার সহিত যে ব্যবহার করা হইয়াছে, আমি এরূপ কখনও দেখি নাই। হযরত মেকদাদ (রাঃ) তাহার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে নিজের ঘটনা শুনাইল। শুনিয়া হযরত মেকদাদ (রাঃ) গলায় তলোয়ার ঝুলাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমীরের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, আপনি তাহাকে (বিনা দোষে মারিয়াছেন অতএব) নিজের পক্ষ হইতে বদলা প্রদান করুন। আমীর বদলা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি আমীরকে মাফ করিয়া দিল। হযরত মেকদাদ (রাঃ) এই বলিতে বলিতে ফিরিয়া আসিলেন যে, ইনশাআল্লাহ আমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিব যে, ইসলাম বিজয়ী থাকিবে। (অর্থাৎ দুর্বলের জন্য সকলের নিকট হইতে বদলা লওয়া হইবে।)

WWW.BANGLAKITAB.COM

খলীফাদের আল্লাহকে ভয় করা

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আল্লাহকে ভয় করা

যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার গাছের উপর একটি পাখি দেখিয়া বলিলেন, হে পাখি, তোমার জন্য সুসংবাদ, (তুমি কত আনন্দে কালাতিপাত করিতেছ।) আল্লাহর কসম, আমার মনে চায়, যদি আমি তোমার মত হইতাম। তুমি গাছের উপর বস, ফল খাও, আবার উড়িয়া যাও, তোমার না কোন হিসাব হইবে, আর না তোমার কোন আযাব হইবে। আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি পথের ধারে একটি গাছ হইতাম! কোন উট পাশ দিয়া যাওয়ার সময় আমাকে মুখে পুরিয়া লইত আর চাবাইয়া তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলিত। তারপর পায়খানা বানাইয়া বাহির করিয়া দিত। আমি কোন মানুষ না হইতাম।

যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একটি চড়াই পাখি দেখিয়া বলিলেন, হে চড়াই! তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি ফল খাও, গাছে গাছে উড়িয়া বেড়াও, না তোমাকে হিসাব দিতে হইবে, আর না তোমার আযাব হইবে। আল্লাহর কসম, আমার মনে চায়, আমি যদি কোন দুম্বা হইতাম। আমার মালিক আমাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মোটা তাজা করিত। যখন আমি খুব মোটাতাজা হইতাম তখন তাহারা আমাকে জবাই করিত আর আমার কিছু অংশ ভুনা করিয়া, কিছু অংশ টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিত। তারপর মল বানাইয়া পায়খানায় ফেলিয়া দিত। আমি মানবকুলে সৃষ্টি না হইতাম।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) 'যুহুদ' নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার বলিলেন, হায়! আমি যদি কোন মুমিন বান্দার শরীরের কোন পশম হইতাম! (মুন্তাখাবে কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর আল্লাহকে ভয় করা

যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার বলিলেন, হায় আমি যদি আমার পরিবারের দুম্বা হইতাম। তাহারা কিছুদিন আমাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মোটা করিত। তারপর যখন আমি খুব হৃষ্টপুষ্ট হইতাম তখন তাহাদের কোন প্রিয়জন সাক্ষাতের জন্য আসিত আর তাহারা (মেহমানদারীর জন্য আমাকে জবাই করিয়া) আমার কিছু অংশ ভুনা করিয়া, কিছু অংশ রান্না করিয়া খাইয়া ফেলিত। তারপর তাহারা পায়খানায় পরিণত করিয়া বাহির করিয়া দিত। আমি মানবকুলে সৃষ্টি না হইতাম।

হযরত আমের ইবনে রাবীআহ (রাঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি একটি খড়কুটা উঠাইয়া বলিলেন, হায়! যদি আমি এই খড়কুটা হইতাম! হায়, আমি যদি পয়দাই না হইতাম! হায়, আমি যদি কিছুই না হইতাম! হায়, আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করিত! হায়,আমি যদি একেবারেই বিলুপ্ত ও বিলীন হইতাম!

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি আসমান হইতে কোন ঘোষণাকারী এই ঘোষণা দেয় যে, হে লোকসকল, এক ব্যক্তি ব্যতীত তোমরা সকলেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে তবে (নিজ আমলের দরুন) আমার আশংকা হয়, আমিই সেই এক ব্যক্তি হইব। আর যদি আসমান হইতে কোন ঘোষণাকারী এই ঘোষণা দেয় যে, হে লোকসকল, এক ব্যক্তি ব্যতীত তোমরা সকলেই দোযখে যাইবে তবে (আল্লাহ তায়ালার রহমতের কারণে) আমার আশা হয় যে, আমিই সেই এক ব্যক্তি হইব। (ভয় ও আশা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থার নামই ঈমান।)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর সহিত হযরত ওমর (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। হযরত

www.BANGLAKITAB.com

ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে আবু মূসা, তোমার কি ইহা পছন্দ হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকাকালীন তুমি যে সমস্ত আমল করিয়াছ তাহা তোমার জন্য যথাযথ বহাল থাকুক (এবং তুমি সেই সমস্ত নেক আমলের পুরস্কার লাভ কর)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর বিশেষ করিয়া নিজের শাসন আমলে যে সকল আমল করিয়াছ উহা হইতে সমান সমানভাবে মুক্ত হইয়া যাও। সে সময়ের নেক আমলগুলি বদআমলের পরিবর্তে ও বদআমলগুলি নেক আমলের পরিবর্তে হইয়া না কোন নেক আমলের সওয়াব লাভ কর আর না কোন বদআমলের কারণে শাস্তি পাও?

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, না, (আমি পরবর্তীকালের আমল হইতে সমান সমানভাবে মুক্তিলাভ করিতে রাজী নহি, বরং পরবর্তীতে কৃত আমলের সওয়াবের ব্যাপারে বড় আশাবাদী, কারণ) আল্লাহর কসম, যখন আমি বসরা আসিয়াছিলাম তখন বসরাবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মূর্খতা ও অসভ্যতা বিরাজমান ছিল। আমি তাহাদেরকে কোরআন ও সুন্নাত শিক্ষা দিয়াছি, তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছি। এই সমস্ত আমলের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আমি তো চাই যে, সে যুগের ভাল আমলগুলি খারাপ আমলের বিনিময়ে ও খারাপ আমলগুলি ভাল আমলের বিনিময়ে শোধবোধ হইয়া যায়। না কোন আমলের সওয়াব লাভ করি, আর না কোন গুনাহের উপর শাস্তি পাই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল আমল করিয়াছি তাহা আমার জন্য বহাল ও রক্ষিত থাকে (অর্থাৎ উহার সওয়াব লাভ করি।)।

হযরত ওমর (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় আল্লাহকে ভয় করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বর্শার

আঘাতে আহত হওয়ার পর আমি তাহার নিকট গেলাম এবং তাহাকে বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, কেননা আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা বহু শহর আবাদ করিয়াছেন, মোনাফেকীকে খতম করিয়াছেন এবং আপনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সাধারণ মানুষের রুযীতে যথেষ্ট সচ্ছলতা আনয়ন করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে আব্বাস! তুমি কি আমীরের দায়িত্ব পালন বিষয়ে আমার প্রশংসা করিতেছ? আমি বলিলাম, আমি তো অন্যান্য কাজের বিষয়েও আপনার প্রশংসা করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে। আমি তো চাই যে, আমীরের দায়িত্ব গ্রহণের সময় যেভাবে উহাতে প্রবেশ করিয়াছি সেইভাবে উহা হইতে বাহির হইয়া যাই, না কোন ভাল আমলের উপর সওয়াব লাভ করি, আর না কোন খারাপ আমলের শাস্তি পাই।

ইবনে সা'দ একই হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অপর এক সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ আছে যে, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, আপনার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তারপর আপনাকে মুসলমানদের আমীর নিযুক্ত করা হইলে আপনি তাহাদেরকে শক্তি যোগাইয়াছেন এবং যথাযথভাবে আমানত আদায় করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করিয়াছ, সেই আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যদি সমগ্র দুনিয়া ও উহাতে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদ আমার হইয়া যায় তবে অতিসত্বর আমার সম্মুখে আখেরাতের যে ভয়ানক দৃশ্য প্রকাশিত হইবে, সেখানে আমার সহিত কি আচরণ করা হইবে তাহা জানার পূর্বেই আমি সেই দুনিয়া ও উহার সমুদয় সম্পদ ফিদিয়া হিসাবে দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি মুসলমানদের আমীর হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছ। আল্লাহর কসম, আমি তো চাই যে, আমার শাসন

www.BANGLAKITAB.com

আমল সমান সমান থাকুক—না সওয়াব লাভ করি, আর না শাস্তি পাই। আর তুমি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভের কথা উল্লেখ করিয়াছ তাহা অবশ্য আশা করার মত জিনিস।

ইবনে সা'দের অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বসাও। তিনি বসার পর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার কথাগুলি পুনরায় বল। তিনি পুনরায় বলিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কি তুমি আল্লাহর সম্মুখে এই সমস্ত কথা সাক্ষ্য দিবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ দিব। ইহাতে হযরত ওমর (রাঃ) আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নিকট এই কথা খুবই পছন্দ হইল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মৃত্যুর সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর মাথা আমার উরুর উপর ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন, আমার মাথা জমিনের উপর রাখিয়া দাও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আপনার মাথা আমার উরুর উপর বা জমিনের উপর থাকিলে ইহাতে আপনার কি ক্ষতি? তিনি বলিলেন, জমিনের উপর রাখিয়া দাও। সুতরাং আমি জমিনের উপর রাখিয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, যদি আমার রব আমার উপর দয়া না করেন তবে আমার জন্যও ধ্বংস, আমার মায়ের জন্যও ধ্বংস।

হযরত মেসওয়ার (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বর্শার আঘাত লাগার পর বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি যদি জমিন ভরা স্বর্ণ পাই তবে আল্লাহ তায়ালার আযাব দেখার পূর্বেই আমি উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেই সমুদয় স্বর্ণ প্রদান করিব।

আমীর কি কাহারো তিরস্কারের ভয় করিবে?

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহর রাস্তায় কাহারো তিরস্কারের ভয় করা আমার জন্য উত্তম হইবে, না নিজের নফসের সংশোধনে মনোযোগী হওয়া উত্তম হইবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে তাহার জন্য তো কাহারো তিরস্কারের ভয় না করা উচিত। আর যে ব্যক্তি এজতেমায়ী অর্থাৎ সমষ্টিগত কাজ হইতে অবসর রহিয়াছে তাহার জন্য নিজের নফসের সংশোধন কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত। অবশ্য নিজ আমীরের হিত কামনা করিবে।

www.BANGLAKITAB.com

খলীফাদের অপরাপর খলীফা ও আমীরদের প্রতি অসিয়ত

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি অসিয়ত

আগাররে বনি মালেকের আগার (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ)কে খলীফা বানাইতে চাহিলেন তখন তিনি লোক পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাহাকে বলিলেন—

আমি তোমাকে এমন এক কাজের দিকে আহবান জানাইতেছি, যে কেহ উহার দায়িত্ব বহন করিবে তাহাকে এই কাজ পরিশ্রান্ত করিয়া দিবে। অতএব হে ওমর! আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করার মাধ্যমে তাঁহাকে ভয় কর এবং তাঁহাকে ভয় করিয়া তাহার হুকুম পালন কর। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করে সে-ই (সর্বপ্রকার ভয় হইতে) নিরাপদ থাকে এবং (সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে) রক্ষা লাভ করে। অতঃপর আল্লাহর নিকট এই খেলাফতের বিষয়াদির হিসাব দিতে হইবে। এই কাজের উপযুক্ত একমাত্র সেই ব্যক্তি হইতে পারে, যে উহার হক আদায় করিতে সক্ষম হয়। আর যে ব্যক্তি অপরকে হকের হুকুম করে, কিন্তু নিজে বাতিলের উপর আমল করে, অপরকে নেককাজের হুকুম করে কিন্তু নিজে বদকাজ করে তাহার কোন আশাই পূর্ণ হইবার নয় এবং তাহার

সমস্ত নেক আমল নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং যদি মুসলমানদের খেলাফতের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করা হয় তবে তাহাদের খুন হইতে যদি তোমার হাতকে দূরে রাখিতে পার এবং তাহাদের মাল হইতে নিজের পেটকে খালি রাখিতে পার এবং তাহাদের ইজ্জত নষ্ট করা হইতে নিজের জিহ্বাকে বাঁচাইতে পার তবে অবশ্যই তাহা করিবে। আর নেককাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দিয়া থাকেন।

ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসিয়ত

হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি এই অসিয়তনামা লেখাইলেন—

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইহা আবু বকর সিদ্দীকের পক্ষ হইতে এমন সময়ের অসিয়তনামা যখন তাহার দুনিয়া হইতে যাওয়ার শেষ সময় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে এবং আখেরাতে প্রবেশের সময় শুরু হইতেছে। ইহা এমন একটি সময় যখন কাফের ঈমান আনয়ন করে এবং ফাসেক ও ফাজের মুত্তাকী হইয়া যায়, মিথ্যাবাদীও সত্য বলিতে আরম্ভ করে। আমি আমার পর ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি। যদি তিনি ইনসাফের সহিত কাজ করেন তবে তাহার ব্যাপারে আমার ধারণাও তাহাই। আর যদি তিনি জুলুম করেন এবং বদলাইয়া যান তবে (উহার খারাপ পরিণতি নিজেই ভোগ করিবেন,) আমি তো ভালোর আশা করিয়া খলীফা বানাইয়াছিলাম, গায়েবের খবর আমি জানি না। আর জালেমগণ অতিসত্বর জানিতে পারিবে, কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

অতঃপর তিনি লোক পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং মৌখিকভাবে এই অসিয়ত করিলেন—

হে ওমর, কিছুলোক তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আর কিছু লোক তোমাকে মহব্বত করে। পুরাতন কাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, ভাল কাজকে খারাপ ও মন্দ কাজকে ভাল মনে করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তো আমার খেলাফতের প্রয়োজন নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু খেলাফতের তোমার প্রয়োজন রহিয়াছে। কেননা তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছ এবং তাহার সঙ্গে রহিয়াছ। আর তুমি ইহাও দেখিয়াছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। কখনও এমনও হইত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে আমরা যাহা পাইতাম তাহা নিজেদের কাজে খরচ করিয়া অতিরিক্ত হইলে তাহা আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের জন্য পাঠাইয়া দিতাম। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারের উপর আমাদিগকে অগ্রাধিকার দিতেন।) তারপর তুমি আমাকেও দেখিয়াছ এবং আমার সঙ্গে থাকিয়াছ। আমি আমার পূর্ব ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করিয়াছি। আল্লাহর কসম, এমন নহে যে, আমি এই সমস্ত কথা তোমার সহিত ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে বলিতেছি, অথবা শুধু ধারণার বশবর্তী হইয়া তোমার নিকট সাক্ষ্য দিতেছি, বরং (চিন্তা ভাবনা করিয়া) যে রাস্তা অবলম্বন করিয়াছি উহা হইতে আমি বিচ্যুত হই নাই।

হে ওমর! ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালার জন্য রাত্রিকালীন কিছু হক রহিয়াছে যাহা তিনি দিনের বেলা কবুল করেন না, আবার দিবাকালীন কিছু হক রহিয়াছে যাহা তিনি রাত্রে কবুল করেন না। শুধুমাত্র হকের অনুসরণ করার দ্বারাই কেয়ামতের দিন আমলের পাল্লা ভারী হইবে, আর যে পাল্লাতে হক ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে উহা ভারী না হইয়া পারে না। আর শুধুমাত্র বাতেলের অনুসরণ করার দ্বারাই কেয়ামতের দিন পাল্লা হালকা হইবে। আর যে পাল্লায় বাতেল ব্যতীত

www.BANGLAKITAB.com

কিছুই নাই তাহা হালকা না হইয়া পারে না। সর্বপ্রথম আমি তোমাকে তোমার নফসের ব্যাপারে সতর্ক করিতেছি, অতঃপর লোকদের ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করিতেছি। কেননা (লোভ লালসার দরুন) লোকদের দৃষ্টি উঁকি ঝুঁকি মারিতে শুরু করিয়াছে এবং তাহাদের নফসের খাহেশাত ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন এই সকল দোষণীয় বিষয়ের দরুন তাহাদের উপর লাঞ্ছনা আসিবে তখন তাহারা দিশাহারা পেরেশান হইবে। তুমি সতর্ক থাকিবে, যাহাতে এমন না হও। তুমি যতক্ষণ আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিবে ততক্ষণ লোকেরা তোমাকে ভয় করিতে থাকিবে। এই আমার অসিয়ত। আমার পক্ষ হইতে তোমার জন্য সালাম রহিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আবদুর রহমান ইবনে সাবেত, যায়েদ ইবনে যুবাইদ ইবনে হারেস ও মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন—

হে ওমর, আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিও। তোমার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে (লোকদের উপর) দিনের বেলায় কিছু আমল রহিয়াছে যাহা তিনি রাত্রিবেলায় কবুল করেন না, এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে (লোকদের উপর) রাত্রিবেলায় কিছু আমল রহিয়াছে যাহা তিনি দিনের বেলায় কবুল করেন না। আর যতক্ষণ ফরয আদায় না করা হইবে ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা নফল কবুল করেন না। কেয়ামতের দিন যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহা একমাত্র দুনিয়াতে হকের অনুসরণ ও হককে তাহাদের ভারী মনে করার কারণেই হইবে। আর কাল (কেয়ামতে) যে পাল্লায় হক রাখা হইবে উহা ভারী না হইয়া পারে না। কেয়ামতের দিন যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহা একমাত্র দুনিয়াতে বাতিলের অনুসরণ ও বাতিলকে তাহাদের হালকা মনে করার কারণেই হইবে। আর কাল (কেয়ামতে) যে পাল্লায় বাতিল রাখা হইবে উহা হালকা না হইয়া পারে না। আল্লাহ তায়ালা যেখানে বেহেশতীদের উল্লেখ করিয়াছেন সেখানে তাহাদেরকে তাহাদের সর্বোত্তম আমলের

সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের খারাপ আমলগুলিকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

আমি যখনই বেহেশতীদের কথা আলোচনা করি তখন আমি মনে মনে বলি, আমার ভয় হয় হয়ত বা আমি তাহাদের সহিত শামিল হইতে পারিব না। আর আল্লাহ তায়ালা যেখানেই দোযখীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেখানে তাহাদেরকে সর্বাপেক্ষা খারাপ আমলের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের উত্তম আমলগুলি তাহাদিগকে ফেরত দিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ কবুল করেন নাই। আমি যখনই দোযখীদের কথা আলোচনা করি তখনই আমার ভয় হয়, হয়ত বা আমি তাহাদের সহিত শামিল হইব। আল্লাহ তায়ালা রহমতের আয়াত ও আযাবের আয়াত উভয়টাই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব বান্দার জন্য উচিত রহমতের আশা করা ও আযাবের ভয় করা। আর আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভ্রান্ত আশা পোষণ না করা চাই (যে, আমল ভাল করিল না, কিন্তু বেহেশতের আশা করিল।) তাহার রহমত হইতে নিরাশও না হয়। নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের ভিতর না ফেলে। যদি তুমি আমার এই অসিয়ত স্মরণ রাখ (এবং উহার উপর আমল কর) তবে মৃত্যু অপেক্ষা গায়েবের কোন জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয় হইবে না। আর মৃত্যু তো তোমার আসিবেই। আর যদি তুমি আমার অসিয়তকে নষ্ট করিয়া দাও (অর্থাৎ আমল না কর) তবে মৃত্যু অপেক্ষা গায়েবের কোন জিনিস তোমার নিকট অধিক অপছন্দনীয় হইবে না। আর মৃত্যুর হাত হইতে তুমি নিজেকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না। (মুন্তাখাবুল কান্‌য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দেরকে অসিয়ত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযাম (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ ও বাহিনী প্রস্তুতের ইচ্ছা করিলেন। বাহিনী প্রস্তুত হওয়ার

www.BANGLAKITAB.com

পর উহার আমীরদের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) রওয়ানা হইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে আইলা শহর হইয়া ফিলিস্তীনে যাওয়ার হুকুম দিলেন। মদীনা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার ছিল। উহাতে মুহাজির ও আনসারদেরও বহুসংখ্যক লোক শামিল ছিল। (এই বাহিনী রওয়ানা হওয়ার সময়) হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর সওয়ারীর সহিত হাঁটিতেছিলেন এবং তাহাকে অসিয়ত করতঃ বলিতেছিলেন—

হে আমর! নিজের গোপন ও প্রকাশ্য প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করিও। আল্লাহকে লজ্জা করিও, কারণ তিনি তোমাকে ও তোমার সমস্ত কার্যকলাপকে দেখেন। আর তুমি দেখিয়াছ যে, আমি তোমাকে (আমীর নিযুক্ত করিয়া) এমন সমস্ত লোকদের উপর অগ্রগামী করিয়া দিয়াছি যাহারা তোমার অপেক্ষা পুরাতন ও পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তোমার অপেক্ষা অধিক উপকারী। তুমি আখেরাতের জন্য আমলকারী হও এবং যে কোন কাজ কর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কর। যে সকল মুসলমান তোমার সহিত যাইতেছে তাহাদের সহিত পিতার ন্যায় (স্নেহশীল) হইও। লোকদের ভিতরের জিনিস অর্থাৎ গোপন বিষয়কে খুলিতে যাইও না বরং তাহাদের বাহ্যিক আমলকে (বিচারের জন্য) যথেষ্ট মনে করিও। নিজের কাজে পরিশ্রমী হইও এবং শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকিও। কাপুরুষ হইও না এবং গনীমতের মালে খেয়ানত হইতে দেখিলে দ্রুত অগ্রসর হইয়া বাধা প্রদান করিও এবং খেয়ানতের উপর শাস্তি প্রদান করিও। সঙ্গীদের মধ্যে যখন বয়ান কর তখন সংক্ষেপে করিও। তুমি যদি নিজেকে ঠিক রাখ তবে তোমার অধিনস্থগণ তোমার সহিত ঠিকভাবে চলিবে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আমর (রাঃ) ও হযরত ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিঠি

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ) ও হযরত ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন। উভয়ের প্রত্যেকে কুযাআহ গোত্রের অর্ধেক সদকা উসুল করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সদকা উসুল করার কাজে রওয়ানা করার সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) বিদায় জানাইবার জন্য তাহাদের সহিত বাহিরে আসিয়াছিলেন এবং তাহাদের উভয়কে একই অসিয়ত করিতে যাইয়া বলিলেন—

গোপনে প্রকাশে আল্লাহকে ভয় করিবে, কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাহার জন্য (প্রত্যেক সংকট ও বিপদ হইতে) অবশ্যই তিনি নিস্কৃতির পথ করিয়া দেন এবং তাহাকে ধারণাতীত জায়গা হইতে রিযিক দান করেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তাহার গুনাহসমূহকে তিনি ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহাকে মহাপুরস্কার দান করেন। আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পর একে অপরকে যে নসীহত করিয়া থাকে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হইল আল্লাহকে ভয় করার নসীহত। তুমি এখন আল্লাহর রাস্তাসমূহ হইতে এক রাস্তায় রহিয়াছ। তোমার এই কাজে কোন ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে কোনরূপ শিথিলতা ও ত্রুটি করার অবকাশ নাই। আর যে কাজে তোমার দ্বীন কায়েম থাকে এবং তোমার কর্তব্য কাজের সর্বাত্মক হেফাজত হয় উহাতে কোনরূপ অবহেলা করার সুযোগ নাই। অতএব অলসতা করিও না, ত্রুটি করিও না।

হযরত খালেদ (রাঃ)এর ব্যাপারে হযরত আমর (রাঃ)এর প্রতি চিঠি

হযরত মুত্তালিব ইবনে সায়েব ইবনে আবি ওদাআহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

www.BANGLAKITAB.com

আমি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে চিঠি লিখিয়াছি, যেন সে তোমার সাহায্যের জন্য তোমার নিকট চলিয়া যায়। সে তোমার নিকট পৌঁছিলে তুমি তাহার সহিত ভাল আচরণ করিবে এবং তাহার উপর বড়ত্ব দেখাইবে না। তোমাকে (আমীর বানাইয়া) তাহার ও অন্যান্যদের অগ্রে করিয়া দিয়াছি বলিয়া তুমি তাহার (পরামর্শ) ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে ফয়সালা করিবে না। তাহাদের সকলের সহিত পরামর্শ করিবে এবং তাহাদের বিরোধিতা করিবে না।

হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট অপর একটি চিঠি

আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফর (রহঃ) তাহার পিতা জা'ফর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে বলিলেন—

আমি তোমাকে বালী ও উযরা গোত্রদ্বয় ও কুযাআহ গোত্রের অন্যান্য শাখাসমূহ যাহাদের নিকট দিয়া তুমি অতিক্রম করিবে এবং সেখানে যে সকল আরবগণ বসতি স্থাপন করিয়া রহিয়াছে তাহাদের সকলের উপর আমি তোমাকে আমীর নিযুক্ত করিলাম। তাহাদের সকলকে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের আহবান জানাইবে এবং তাহাদেরকে এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসারী হয় তাহাদিগকে বাহন ও পাথেয় দিবে এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর একতা কায়েম করিবে। প্রত্যেক গোত্রকে পৃথকভাবে রাখিবে এবং প্রত্যেককে স্ব স্ব মর্যাদা অনুসারে রাখিবে। (কানয)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কর্তৃক হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)কে অসিয়ত

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হারেস তাইমী (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)কে আমীরের পদ হইতে অপসারণ করিয়া হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)কে হযরত খালেদ (রাঃ)কে সম্পর্কে অসিয়ত করিলেন। হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)ও হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত আমীরদের একজন ছিলেন। তিনি (তাহাকে) বলিলেন—

খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখিবে। নিজের উপর তাহার এরূপ হক স্বীকার করিবে যেরূপ তিনি তোমার উপর আমীর হইলে তাহার পক্ষ হইতে তোমার হক স্বীকার করাকে পছন্দ করিতে। ইসলামে তাহার মর্যাদা সম্পর্কে তোমার জানা আছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে (এক গোত্রের) শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। আমিও তাহাকে আমীর বানাইয়াছিলাম, কিন্তু পরে আমি তাহাকে এই দায়িত্ব হইতে অপসারণ করা সঙ্গত মনে করিয়াছি। হয়ত ইহা তাহার জন্য দ্বীনের দিক দিয়া অধিক মঙ্গলজনক হইবে। আমি কাহারো আমীরীর ব্যাপারে ঈর্ষা করি না। আমি তাহাকে লশকরসমূহের আমীরদের ব্যাপারে (যাহাকে ইচ্ছা হয়) নিজের জন্য পছন্দ করার অধিকার দিয়াছিলাম। তিনি অন্যান্য আমীর ও নিজের চাচাতো ভাইকে বাদ দিয়া তোমাকে পছন্দ করিয়াছেন। অতএব যখন তুমি এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হও যাহাতে কোন মুত্তাকী ও হিতাকাঙ্খী ব্যক্তির রায়ের প্রয়োজন হয় তখন তুমি সর্বপ্রথম হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) ও হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিবে। এই দুইজনের পর তৃতীয় ব্যক্তি যেন হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) হন। কেননা এই তিনজনের নিকট তুমি সৎ উপদেশ ও মঙ্গলকর জিনিসই পাইবে। ইহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া শুধু নিজের রায়ের উপর আমল করিবে না এবং ইহাদের নিকট হইতে কোন বিষয় গোপন করিবে না।

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)কে অসিয়ত

হারেস ইবনে ফুযাইল (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)কে সেনাদলের ঝাণ্ডা প্রদান

www.BANGLAKITAB.com

করিলেন (অর্থাৎ সেনাপতি বানাইলেন) তখন তাহাকে এই অসিয়ত করিলেন—

হে ইয়াযীদ, তুমি একজন যুবক, তোমাকে কোন এক নেক আমল করিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া তোমার প্রশংসা করা হইয়া থাকে। আর উহা তোমার একটি ইনফেরাদী বা ব্যক্তিগত একাকী আমল ছিল। এখন আমি তোমাকে (আমীর নিযুক্ত করিয়া) পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব তোমাকে তোমার পরিবার হইতে পৃথক করিয়া বাহিরে প্রেরণ করিব এবং দেখিব, তুমি কেমন? এবং তোমার শাসনকার্য কেমন? আমি তোমাকে পরীক্ষা করিব। যদি তুমি শাসনকার্যকে উত্তমরূপে সমাধা কর তবে তোমাকে পদোন্নতি প্রদান করিব। আর যদি তুমি সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করিতে না পার তবে তোমাকে পদচ্যুত করিব। আমি হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর কাজের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করিলাম।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে এই সফরে কর্তব্য কাজের হেদায়াত প্রদান করতঃ বলিলেন—

আমি তোমাকে হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর সহিত সদাচরণের অসিয়ত করিতেছি। তুমি ইসলামে তাহার পদমর্যাদা সম্পর্কে অবগত আছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন বা আমানতদার থাকে, আর এই উম্মতের আমানতদার হইলেন হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)। তাহার সম্মান ও দ্বীনের দিক দিয়া অগ্রগামিতার খেয়াল রাখিবে। এমনিভাবে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর প্রতিও খেয়াল রাখিবে। তুমি অবগত আছ যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, (কেয়ামতের দিন) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) ওলামাদের সম্মুখ ভাগে একটি উচ্চস্থানের উপর দিয়া আগমন করিবেন। (অর্থাৎ সেদিন

তিনি ওলামাদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিবেন।) উক্ত দুইজনের সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। তাহারা উভয়েও তোমার হিতকামনায় কোন প্রকার ত্রুটি করিবেন না।

হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি যেমন আমাকে তাহাদের ব্যাপারে অসিয়ত করিয়াছেন তেমনি তাহাদেরকেও আমার ব্যাপারে অসিয়ত করিয়া দিন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের উভয়কে অবশ্যই তোমার ব্যাপারে অসিয়ত করিব। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন, এবং ইসলামের পক্ষ হইতে আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।'

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে সিরিয়ায় প্রেরণের সময় এইরূপ বলিলেন—

হে ইয়াযীদ! তোমার অনেক আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে, আমীর বানাইবার ব্যাপারে তুমি হয়ত অন্যান্যদের অপেক্ষা নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে অগ্রাধিকার দিবে। তোমার সম্পর্কে আমার এই আশংকাই বেশী। মনোযোগ দিয়া শুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, অতঃপর সে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে মুসলমানদের আমীর বানাইয়া দেয় তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত। আল্লাহ তায়ালা না তাহার কোন নফল এবাদত কবুল করিবেন, আর না ফরয এবাদত কবুল করিবেন। বরং তাহাকে জাহান্নামে দাখেল করিয়া দিবেন।

আর যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে আপন (মুসলমান) ভাইয়ের মাল দিয়া দেয় তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত, অথবা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কোন দায়িত্ব থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালা লোকদেরকে তাহার

www.BANGLAKITAB.com

প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিয়াছেন যাহাতে তাহারা আল্লাহ তায়ালার তত্ত্বাবধানে ও হেফাজতে দাখেল হইয়া যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার তত্ত্বাবধানে ও হেফাজতে দাখেল হইয়া গিয়াছে তাহাকে যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে বেইজ্জত করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত, অথবা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কোন দায়িত্ব থাকিবে না।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক তাহার পরবর্তী খলীফাকে অসিয়ত

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরীনদের ব্যাপারে অসিয়ত করিতেছি, যেন তিনি তাহাদের হক স্বীকার করেন এবং তাহাদের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করেন। আর যাহারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব হইতে দারে হিজরত ও দারে ঈমান অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করিতেন সেই সকল আনসারদের ব্যাপারে অসিয়ত করিতেছি, যেন তাহাদের নেক লোকদের নিকট হইতে (নেক ইচ্ছা ও আমলকে) গ্রহণ করেন এবং তাহাদের অন্যায়কারীকে ক্ষমা করেন। আমি তাহাকে বিভিন্ন শহরবাসীদের সম্পর্কে সদাচরণের অসিয়ত করিতেছি। কেননা ইহারা ইসলামের সাহায্যকারী এবং (আমীরের পক্ষ হইতে) লোকদের নিকট হইতে (সদকা ও যাকাতের) মাল সংগ্রহকারী এবং শত্রুর অন্তর্জ্বালা সৃষ্টিকারী। এরূপ শহরবাসীর নিকট হইতে একমাত্র তাহাদের সেই মালই গ্রহণ করিবে যাহা তাহারা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল হইতে সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করে।

আর আমি তাহাকে গ্রামবাসীদের সম্পর্কেও সদাচরণের অসিয়ত করিতেছি। কেননা ইহারা আরবের বুনিয়াদ ও ইসলামের মূল। আমার পরবর্তী খলীফা এই সকল গ্রামবাসীদের পশু হইতে (যাকাত বাবদ) শুধু কমবয়সের পশু লইবে এবং উহা তাহাদের গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে। আর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এই সমস্ত গ্রামবাসীদের জন্য খলীফার উপর যে দায়িত্ব, অঙ্গীকার অর্পিত হইয়াছে, উহাকে পরিপূর্ণভাবে পালন করিবে। আর (মুসলমানদের শত্রু ও কাফের) যাহারা এই সমস্ত গ্রাম এলাকার পিছনে রহিয়াছে তাহাদের সহিত উক্ত খলীফা যুদ্ধ করিবে এবং এই সমস্ত গ্রামবাসীদেরকে তাহাদের শক্তির বাহিরে কোন আদেশ পালনে বাধ্য করিবে না। (মুন্তাখাব)

অপর এক রেওয়ায়াতে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) (তাহার পরবর্তী খলীফার উদ্দেশ্যে) এইরূপ অসিয়ত করিয়াছেন—

আমার পর যে ব্যক্তি এই খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে তাহার জানা থাকা উচিত যে, আমার পর দূর ও নিকটের অনেকে তাহার নিকট হইতে খেলাফত লইতে চাহিবে। (কারণ আমার পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমীর হওয়ার আকাঙ্খা পয়দা হইবে। আমার যুগে যেহেতু আমীর হওয়ার আকাঙ্খা কাহারো অন্তরে নাই, সেহেতু) আমি লোকদের সহিত এই ব্যাপারে বহু বচসা করিয়াছি যে, তাহারা অন্য কাহাকেও খলীফা বানাইয়া আমাকে এই বিষয় হইতে মুক্তি দিয়া দেয়। (কিন্তু আমি একমাত্র এইজন্য খলীফা হইয়া রহিয়াছি যে, এই খেলাফতের বিষয়কে আমার অপেক্ষা মজবুতভাবে সামলাইয়া রাখার ন্যায় আর কাহাকেও আমি পাই নাই) যদি আমার জানামতে আর কেহ এই খেলাফতকে আমার অপেক্ষা মজবুতভাবে সামলাইবার হইত তবে (আমি এক মুহূর্তের জন্য এই খেলাফতকে গ্রহণ করিতাম না। কেননা) এরূপ লোকের উপস্থিতিতে খলীফা হওয়া অপেক্ষা আমাকে সামনে আনিয়া আমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহাই আমার নিকট অধিক প্রিয়। (কান্য)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে অসিয়ত

সালেহ ইবনে কাইসান (রহঃ) বলেন, খলীফা হওয়ার পর হযরত

ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম চিঠি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর নিকট লিখিলেন। এই চিঠিতে তিনি হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর বাহিনীর আমীর বানাইলেন। উক্ত চিঠির বিষয়বস্তু এরূপ ছিল—

আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করিতেছি, যিনি বাকী থাকিবেন, আর তিনি ব্যতীত সমস্ত কিছু ফানা বা শেষ হইয়া যাইবে। তিনিই আমাদিগকে গোমরাহী হইতে হেদায়াত দান করিয়াছেন, অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আনিয়াছেন। আমি তোমাকে খালেদ ইবনে ওলীদের বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিলাম। অতএব মুসলমানদের যে কাজের দায়িত্ব তোমার উপর রহিয়াছে তাহা পালন কর এবং গনীমতের মালের আশায় মুসলমানদিগকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইও না। কোন স্থানে ছাউনী স্থাপনের পূর্বে লোক পাঠাইয়া উপযুক্ত স্থান তালাশ করিয়া লও। আর ইহাও জানিয়া লও যে, উক্ত স্থানে পৌঁছার রাস্তা কেমন? আর যখনই জামাত প্রেরণ কর পরিপূর্ণ জামাত প্রেরণ কর (অল্পসংখ্যক লোক প্রেরণ করিও না)। আর মুসলমানদেরকে ধ্বংসের মুখে ফেলিও না। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আমার দ্বারা ও আমাকে তোমার দ্বারা পরীক্ষা করিতেছেন। দুনিয়া হইতে নিজের চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখ, নিজের অন্তরকে উহা হইতে হটাইয়া লও। সতর্ক থাকিও যেন দুনিয়া (এর মহব্বত) তোমাকে ধ্বংস না করে যেমন তোমার পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়াছে। অথচ তুমি তাহাদের ধ্বংসস্থলগুলি দেখিয়াছ।

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত সা'দ ইবনে ওক্কাস (রাঃ)কে অসিয়ত

মুহাম্মাদ ও তালহা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) সংবাদ পাঠাইয়া হযরত সা'দ (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাহাকে ইরাক যুদ্ধের আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং এই অসিয়ত করিলেন—

হে সা'দ! হে বনু উহাইব গোত্রের সা'দ! তুমি আল্লাহর ব্যাপারে এই ধোকায় পড়িও না যে, তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা ও সাহাবী বলা হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা মন্দকে মন্দ দ্বারা মুছেন না, বরং মন্দকে ভাল দ্বারা মুছেন। আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহার আনুগত্য ব্যতীত কাহারো কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই। আল্লাহর নিকট উচ্চ বংশের ও নীচ বংশের লোক সকলেই সমান। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলের রব এবং তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার বান্দা, যাহাদিগকে আফিয়াত ও নিরাপত্তার দিক দিয়া একে অপর হইতে অগ্রগামী দেখা যায়। তবে বান্দাগণ আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ একমাত্র তাঁহার এতাআত বা আনুগত্য দ্বারাই হাসিল করিতে পারেন। নবুওয়াত পাওয়ার পর আমাদের নিকট হইতে বিদায় হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুমি যে কাজ করিতে দেখিয়াছ সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং উহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিবে, কারণ উহাই আসল কাজ। তোমার প্রতি ইহাই আমার বিশেষ নসীহত। যদি তুমি ইহা ছাড়িয়া দাও এবং ইহার প্রতি মনোযোগ না দাও তবে তোমার আমল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাহাকে রওয়ানা করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন এই নসীহত করিলেন—

আমি তোমাকে ইরাক যুদ্ধের আমীর বানাইয়াছি। অতএব তুমি আমার অসিয়ত স্মরণ রাখিবে। তুমি এমন কাজের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছ যাহা অত্যন্ত দুরূহ ও মনের বিপরীত। হকের উপর চলার দ্বারাই তুমি উহা হইতে দায়িত্বমুক্ত হইতে পার। নিজেকে ও নিজের সঙ্গীদেরকে নেক আমলের অভ্যস্ত বানাইবে এবং নেক আমলের দ্বারাই সাহায্য প্রার্থনা করিবে। তোমার জানা থাকা উচিত যে, প্রত্যেক নেক অভ্যাস অর্জন করার কোন মাধ্যম হইয়া থাকে, আর নেক আমল অর্জনের

www.BANGLAKITAB.com

সর্বোচ্চ মাধ্যম হইল সবর বা ধৈর্য। প্রত্যেক মুসীবতে ও কঠিন বিষয়ে সবর করিবে। এইভাবে তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় পয়দা হইবে। আর তোমার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালার ভয় দুই জিনিসের দ্বারা পয়দা হয়। এক—আল্লাহ তায়ালার এতাআত বা আনুগত্যের দ্বারা, দুই—তাহার নাফরমানী হইতে বাঁচার দ্বারা। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি আসক্ত হয় সেই আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও আখেরাতের প্রতি অনাসক্ত হয় সেই আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করে। আল্লাহ তায়ালা অন্তরের ভিতর কিছু হাকীকত বা বাস্তব বিষয় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে কিছু অপ্রকাশ্য, কিছু প্রকাশ্য। একটি প্রকাশ্য হাকীকত এই যে, হক কথার ব্যাপারে তাহার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী উভয়ে তাহার নিকট সমান হয়। (অর্থাৎ হক কথা বা কাজে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন হয়, অতএব সে লোকের প্রশংসা ও নিন্দার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।)

আর অপ্রকাশ্য হাকীকত বা বাস্তব বিষয় দুইটি আলামত দ্বারা বুঝা যায়। এক—অন্তরের ভিতর হইতে হেকমত ও মা'রেফাতের কথা তাহার মুখ দ্বারা নির্গত হইতে থাকে। দুই—লোকেরা তাহাকে মহব্বত করিতে আরম্ভ করে। অতএব জনপ্রিয় হওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী হইও না। (অর্থাৎ জনপ্রিয়তা অর্জনে অনাগ্রহ দেখাইও না) কেননা নবীগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট জনপ্রিয়তার জন্য দোয়া করিতেন। আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন তখন মানুষের অন্তরে তাহার ভালবাসা ঢালিয়া দেন। আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করে তখন মানুষের তাহার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দেন। সুতরাং যে সমস্ত লোক রাত্রদিন তোমার সহিত উঠাবসা করে তাহাদের অন্তরে তোমার (ভালবাসা বা ঘৃণার) যে স্থান রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার নিকটও তোমার সেই স্থান মনে করিবে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওতবা ইবনে গাযাওয়ান (রাঃ)এর প্রতি অসিয়ত

ওমায়ের ইবনে আবদুল মালিক (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত ওতবা ইবনে গাযাওয়ান (রাঃ)কে বসরা অভিমুখে রওয়ানা করিলেন তখন তাহাকে বলিলেন,—

হে ওতবা! আমি তোমাকে হিন্দুস্থানের জমিনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলাম। (যেহেতু বসরা এলাকা যে উপসাগরের তীরে অবস্থিত উহার অপর তীরে হিন্দুস্থান অবস্থিত সেহেতু আরবগণ বসরাকে হিন্দুস্থান নামে আখ্যায়িত করিত) এই স্থান শত্রু কবলিত কঠিন স্থানসমূহের অন্যতম একটি স্থান। আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা আশপাশের এলাকা দ্বারা তোমার কার্য সমাধা করিবেন ও তোমাকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন। আমি হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে চিঠি লিখিয়াছি যে, তিনি যেন তোমার সাহায্যের জন্য হযরত আরফাজাহ ইবনে হারসামা (রাঃ)কে পাঠাইয়া দেন। এই ব্যক্তি দুশমনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত যুদ্ধবাজ এবং দুশমনের বিরুদ্ধে রণকৌশলে পারদর্শী। সে তোমার নিকট পৌঁছিলে তুমি তাহার সহিত পরামর্শ করিবে এবং তাহাকে তোমার নিকটে স্থান দিবে। তারপর (বসরাবাসীকে) আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবে। যে তোমার দাওয়াতকে গ্রহণ করে তুমি তাহার ইসলাম (গ্রহণ)কে মানিয়া লইবে। আর যে (ইসলামের দাওয়াতকে) অস্বীকার করে তাহাকে অধীনতা স্বীকার করিয়া অপদস্থ হইয়া জিযিয়া বা কর প্রদানে বাধ্য করিবে, নতুবা নমনীয়তা পরিত্যাগ করতঃ তলোয়ার ধারণ করিবে। তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে উহার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিবে।

আর এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে, যেন তোমার নফস তোমাকে অহংকারের দিকে লইয়া না যায়, কেননা অহংকার তোমায় আখেরাতকে বরবাদ করিয়া দিবে। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়াছ। তুমি পূর্বে অপদস্থ ছিলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের দ্বারা ইজ্জত লাভ করিয়াছ। তুমি দুর্বল ছিলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা শক্তিশালী হইয়াছ। আর আজ তুমি লোকদের উপর আমীর ও বাদশাহ হইয়া গিয়াছ। তুমি যাহা বলিবে তাহা শ্রবণ করা হইবে, তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহা পালন করা হইবে। যদি আমীর হওয়ার কারণে নিজেকে আপন পদমর্যাদা হইতে উচ্চ মনে না কর এবং নিম্নস্তরের লোকদের উপর অহংকার না কর তবে তোমার এই আমীর হওয়া কতই না উত্তম নেয়ামত! এই নেয়ামত হইতে এমনভাবে বাঁচিয়া থাক যেমন গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাক। আর আমি (আমীর হওয়ার নেয়ামত ও গুনাহ) এই উভয়ের মধ্যে তোমার জন্য আমীর হওয়ার নেয়ামতকে অধিক ক্ষতিকর বলিয়া আশংকা করিতেছি। এই আমীর হওয়ার নেয়ামত ধীরে ধীরে তোমাকে (এইভাবে) ধোকায় নিপতিত করিবে (যে, তুমি অহংকার ও মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিবে) পরিণতিতে তুমি এমনভাবে পতিত হইবে যে, সোজা জাহান্নামে চলিয়া যাইবে।

আমি নিজেকে ও তোমাকে এই আমীর হওয়ার ক্ষতি হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি। লোকেরা আল্লাহ তায়ালার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল, (এবং দ্বীনের কাজ করিল, কিন্তু) যখন (দ্বীনের কাজের ফলে) দুনিয়া তাহাদের সামনে আসিল তখন তাহারা উহাকেই উদ্দেশ্য বানাইয়া লইল। অতএব, তুমি আল্লাহকে উদ্দেশ্য বানাইও, দুনিয়াকে উদ্দেশ্য বানাইও না এবং জালেমদের পতনস্থল অর্থাৎ দোযখকে ভয় করিতে থাকিও। (বিদায়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে অসিয়ত

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ) বাহরাইনে ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সেখানে তাহার নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

তুমি হযরত ওতবা ইবনে গাযাওয়ান (রাঃ)এর নিকট চলিয়া যাও। আমি তাহার কাজের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করিলাম। তোমার জানা থাকা উচিত যে, তুমি এমন ব্যক্তির নিকট যাইতেছ যিনি ঐ সকল প্রথম স্তরের মুহাজিরদের মধ্যে শামিল যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে পূর্ব হইতেই কল্যাণ সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমীরের পদ হইতে এইজন্য অপসারণ করি নাই যে, তিনি সৎচরিত্রবান, শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা নহেন, (বরং এই সমস্ত গুণ তাহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে) তবে আমি তাহাকে এইজন্য অপসারণ করিয়াছি যে, আমার ধারণামতে সেই এলাকার মুসলমানদের জন্য তুমি তাহার অপেক্ষা অধিক উপকারী হইবে। অতএব তুমি তাহার হক স্বীকার করিবে। তোমার পূর্বে আমি অপর একজনকে আমীর বানাইয়াছিলাম কিন্তু সে সেখানে পৌঁছার পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছে। যদি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হয় তবে তুমি সেখানকার আমীর হইবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা এই হয় যে, ওতবাই আমীর থাকিবে(আর তোমার মৃত্যু হইয়া যাইবে) তবে তাহাই হইবে। কেননা সৃষ্টি ও হুকুম একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

তোমার জানা থাকা উচিত যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই আসমান হইতে হুকুম অবতীর্ণ করেন। অতঃপর সেই হুকুমকে নিজ হেফাজতে পূর্ণ করেন। তুমি শুধু নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখিবে। উহার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিবে। উহা ব্যতীত অপরাপর সকল কাজকে পরিত্যাগ করিবে। কেননা দুনিয়া সীমিত, আর আখেরাত অসীম। তুমি দুনিয়ার ঐ সমস্ত নেয়ামতে মশগুল হইয়া যাহা শেষ হইয়া যাইবে আখেরাতের সেই আযাব হইতে গাফেল হইয়া যাইও না যাহা চিরস্থায়ী হইবে। আল্লাহ তায়ালার গোস্বা হইতে ভাগিয়া আল্লাহর দিকে আস, আল্লাহ তায়ালা যাহার জন্য ইচ্ছা করেন আপন হুকুম ও এলমের সম্মান একত্র করিয়া দেন। আমরা নিজের জন্য ও তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহার আনুগত্যের ব্যাপারে সাহায্য ও তাঁহার আযাব হইতে নাজাত চাহিতেছি। (ইবনে সা'দ)

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে অসিয়ত

যাব্বাহ ইবনে মেহসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

আম্মাবা'দ, অনেক সময় বাদশাহের প্রতি লোকদের ঘৃণা সৃষ্টি হইয়া যায়। আমি এই বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যে, আমার নিজের ও তোমার ব্যাপারে লোকদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। শরীয়তের বিধান (যদি সারাদিন কায়েম করিতে না পার তবে) দিনে কিছু সময়ের জন্য হইলেও কায়েম করিও।

যখন এরূপ দুইটি কাজ উপস্থিত হয় যে, একটি আল্লাহর জন্য অপরটি দুনিয়ার জন্য তখন দুনিয়ার কাজের উপর আল্লাহর কাজকে অগ্রাধিকার দিও। কারণ দুনিয়া শেষ হইয়া যাইবে, আর আখেরাত বাকি থাকিবে। আর বদকার লোকদেরকে ভয় দেখাইতে থাকিও এবং তাহাদেরকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিও। (একস্থানে একত্রিত হইতে দিও না, নতুবা শয়তান তাহাদেরকে খারাপ কাজের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিবে।) অসুস্থ মুসলমানের সেবা করিও এবং মুসলমানের জানাযায় শরীক হইও। নিজের দরজা খোলা রাখিও এবং মুসলমানদের কাজে নিজে অংশগ্রহণ করিও, কেননা তুমিও তাহাদের একজন। পার্থক্য শুধু এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অপেক্ষা তোমার উপর অধিক ভারী দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন। আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুমি এবং তোমার পরিবারের লোকেরা খাওয়া দাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ ও যানবাহনের ব্যাপারে এরূপ বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়াছ যেরূপ অন্যান্য মুসলমানদের জন্য নাই।

হে আবদুল্লাহ! সেই পশুর ন্যায় হইও না, যে একটি সবুজ শ্যামল মাঠ অতিক্রম কালে ঘাস খাইয়া মোটা হওয়া ব্যতীত তাহার আর কোন দিকে খেয়াল রহিল না, অথচ অধিক মোটা হওয়ার মধ্যেই তাহার মৃত্যু নিহিত রহিয়াছে। তোমার জানা থাকা উচিত যে, আমীর যখন বাঁকা

হইবে তখন তাহার অধীনস্থগণও বাঁকা হইয়া যাইবে। আর মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বদবখত ও হতভাগা সেই ব্যক্তি যাহার কারণে তাহার প্রজাগণ ভাগ্যহারা ও বদবখত হয়। (কান্‌য)

যাহহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

আম্মাবাদ, কাজের মধ্যে শক্তি ও পরিপক্কতা এইভাবে সৃষ্টি হয় যে, তুমি আজকের কাজ কালকের জন্য না রাখ, কেননা যখন তুমি এরূপ করিবে তখন তোমার নিকট অনেক কাজ জমা হইয়া যাইবে। তারপর তুমি বুঝিতে পারিবে না যে, কোনটা করিবে, আর কোন্‌টা ছাড়িবে। এইভাবে বহু কাজ থাকিয়া যাইবে। যদি তোমাকে দুইটি কাজের মধ্যে অধিকার দেওয়া হয় যাহার একটি দুনিয়ার কাজ অপরটি আখেরাতের কাজ তবে তুমি আখেরাতের কাজকে দুনিয়ার কাজের উপর অগ্রাধিকার দিবে। কেননা, দুনিয়া শেষ হইয়া যাইবে, আর আখেরাত বাকী থাকিবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিবে এবং আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করিতে থাকিবে। কারণ আল্লাহর কিতাব এলেমের ঝর্ণা ও অন্তরের জন্য বসন্তকাল স্বরূপ। (অর্থাৎ বসন্তকালের ন্যায় কোরআন দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয়।) (কান্‌য)

হযরত ওসমান যিন্নূরাঈন (রাঃ)এর অসিয়ত

আলা ইবনে ফজল (রহঃ)এর মাতা বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর লোকেরা তাঁহার ভাণ্ডার তালাশ করিয়া উহাতে একটি তালাবদ্ধ সিন্দুক পাইল। উহা খোলা হইলে উহাতে তাহারা একটি কাগজ পাইল যাহাতে লেখা ছিল—

ইহা ওসমানের অসিয়ত, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ওসমান ইবনে আফফান সাক্ষ্য দিতেছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি একা। তাহার কোন অংশীদার নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বান্দা ও রাসূল। জান্নাত হক (সত্য), দোযখ হক (সত্য), এমন একদিন আসিবে যেদিন আল্লাহ তায়ালা লোকদেরকে কবর হইতে উঠাইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাহার ওয়াদা খেলাফ করেন না। এই সাক্ষ্যের উপর ওসমান জীবিত রহিয়াছে। ইহার উপর মৃত্যুবরণ করিবে এবং ইহারই উপর ইনশাআল্লাহ (কেয়ামতের দিন তাহাকে) উঠানো হইবে।

নেযামুল মুলক (রহঃ) হইতেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকেরা সেই কাগজের অপর পৃষ্ঠায় এই কবিতা লিখিত দেখিয়াছে—

غِنَى النَّفْسِ يُغْنِى النَّفْسَ حَتّٰى يُجِلَّهَا- وَاِنْ غَضَّهَا حَتّٰى يَضُرَّبَهَا الْفَقْرُ

অর্থাৎ—অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা মানুষকে ধনী বানাইয়া দেয়, অবশেষে তাহাকে উচ্চ মর্যাদাশীল করিয়া দেয়। যদিও এই অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা তাহাকে অভাবের কষ্ট দিতে থাকে।

وَمَا عُسْرَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا اِنْ لَقِيْتَهَا-بِكَائِنَةٍ اِلَّا سَيَتْبَعُهَا يُسْرٌ

অর্থাৎ—যদি তুমি কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হও তবে ধৈর্যধারণ কর, কেননা প্রত্যেক কঠিন অবস্থার পর সহজ অবস্থা অবশ্যই আসিবে।

وَمَنْ لَّمْ يُقَاسِ الدَّهْرَ لَمْ يَعْرِفِ الْاَسٰى- وَفِىْ غَيْرِ الْاَيَّامِ مَا وَعَدَالدَّهْرُ

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি কালচক্রের দুঃখযাতনা সহ্য করে না, সে কখনও সমবেদনা জ্ঞাপনের স্বাদ বুঝিতে পারে না। কালচক্রের দুঃখযাতনার উপরই আল্লাহ তায়ালা (পুরস্কারের) ওয়াদা করিয়াছেন।

শাহাদাতবরণের দিন হযরত ওসমান (রাঃ)এর অসিয়ত

হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, যখন হযরত ওসমান (রাঃ)এর গৃহাবরোধ কঠিন হইল তখন তিনি ঘরের উপর হইতে লোকদের

প্রতি মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখিলাম, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ী বাঁধিয়া গলায় তলোয়ার ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে মুহাজির ও আনসারদের এক জামাত ছিল। তাহাদের সহিত হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা বিদ্রোহীদের উপর হামলা করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। তারপর তাহারা হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আসসালামু আলাইকা, হে আমীরুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের বিষয়ে দৃঢ়তা ও বিজয় তখনই লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যখন তিনি অনুগতদেরকে লইয়া অমান্যকারীদেরকে মারিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর আল্লাহর কসম, আমি তো দেখিতে পাইতেছি যে, ইহারা আপনাকে কতল না করিয়া ছাড়িবে না। অতএব আপনি আমাদেরকে আদেশ করুন, আমরা ইহাদের সহিত যুদ্ধ করি। ইহা শুনিয়া হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন—

যে ব্যক্তি নিজের উপর আল্লাহ তাআলার হক আছে বলিয়া স্বীকার করে এবং ইহাও স্বীকার করে যে, তাহার উপর আমার হক রহিয়াছে, আমি তাহাকে কসম দিয়া বলিতেছি, সে যেন আমার কারণে এক সিঙ্গা পরিমাণও কাহারো রক্ত না বহায় এবং নিজেরও রক্ত না বহায়।

হযরত আলী (রাঃ) পুনরায় তাহার কথা আরয করিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) একই উত্তর দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করিয়াছি। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং নামাযের সময় হইয়া গেল। লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)কে বলিল, হে আবুল হাসান, অগ্রসর হউন

www.BANGLAKITAB.com

এবং নামায পড়ান। তিনি বলিলেন, ইমামের ঘর অবরোধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এমতাবস্থায় আমি তোমাদের নামায পড়াইতে পারি না। আমি তো একাই নামায আদায় করিব। তিনি একা একা নামায আদায় করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাহার ছেলে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহর কসম, হে আব্বাজান! বিদ্রোহীরা জোরপূর্বক তাহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, 'ইন্না লিল্লাহী অইন্না ইলাইহি রাজেউন।' আল্লাহর কসম, তাহারা তাহাকে কতল করিয়া দিবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হাসান, শহীদ হইয়া হযরত ওসমান (রাঃ) কোথায় যাইবেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নৈকট্য লাভ করিবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হাসান, হত্যাকারীরা কোথায় যাইবে? তিনি তিন বার বলিলেন, আল্লাহর কসম, তাহারা জাহান্নামে যাইবে।

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আবু সালামা ইবনে আবদুর রহানের হাদীস

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, যখন বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘর ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিল তখন হযরত কাতাদাহ (রাঃ) ও তাহার সহিত অপর এক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহারা উভয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট হজ্জে যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। তিনি তাহাদেরকে হজ্জের অনুমতি দিলেন। তাহারা হযরত ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি এই বিদ্রোহীরা জয়যুক্ত হয় তবে আমরা কাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিব? তিনি বলিলেন, মুসলমানদের সাধারণ জামাতের পক্ষ অবলম্বন করিও। তাহারা আরজ করিলেন, যদি বিদ্রোহীরাই জয়যুক্ত হইয়া সাধারণ মুসলমানদেরকে লইয়া জামাত গঠন করিয়া লয় তবে আমরা কাহার পক্ষ অবলম্বন করিব? তিনি বলিলেন, মুসলমানদের সাধারণ জামাতেরই পক্ষ অবলম্বন করিবে, চাই তাহারা যেই হউক না কেন?

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)এর সহিত ঘরের দরজায় দেখা হইল। তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন। আমরা তাহার কথা শুনার উদ্দেশ্যে পুনরায় ভিতরে গেলাম। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে সালাম দিলেন। তারপর বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা হয় হুকুম করুন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, ভাতিজা, ফিরিয়া যাও এবং যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আপন এরাদাকে পূরণ করেন ততক্ষণ নিজ ঘরে বসিয়া থাক।

অতঃপর হযরত হাসান (রাঃ) ও আমরা সকলে হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট যাইতেছিলেন। আমরা পুনরায় তাহার কথা শুনিবার জন্য ফিরিয়া আসিলাম। তিনি (ঘরে প্রবেশ করিয়া) হযরত ওসমান (রাঃ)কে সালাম দিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রহিয়াছি এবং তাঁহার প্রত্যেক কথাকে মান্য করিয়াছি। তারপর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সঙ্গে থাকিয়াছি এবং তাহার আনুগত্য করিয়াছি। তারপর হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে থাকিয়াছি এবং তাহারও প্রত্যেক কথাকে মান্য করিয়াছি। আর আমি নিজের উপর তাহার দ্বিগুণ হক মনে করিয়াছি, এক—পিতা হওয়ার কারণে, দুই—খলীফা হওয়ার কারণে। এখন আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুগত। আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা হয় আদেশ করুন, আমি ইনশাআল্লাহ উহাকে পালন করিব। হযরত ওসমান (রাঃ) সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—

হে ওমরের পরিবার পরিজন! আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করুন, কাহারো রক্ত ঝরানোর আমার প্রয়োজন নাই। কাহারো রক্ত ঝরানোর আমার প্রয়োজন নাই। (রিয়াযুন নাযরাহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত ঘরে অবরুদ্ধ ছিলাম। (বিদ্রোহীদের পক্ষ হইতে) আমাদের এক ব্যক্তিকে তীর নিক্ষেপ করা হইলে আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! তাহারা যেহেতু আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে সেহেতু আমাদের জন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা জায়েয হইয়া গিয়াছে। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, তুমি তলোয়ার ফেলিয়া দাও। তাহারা তো আমাকে হত্যা করিতে চায়। এইজন্য আমি নিজের প্রাণ দিয়া অন্যান্য মুসলমানদের প্রাণ বাঁচাইতে চাহিতেছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর আদেশের পর আমি তলোয়ার ফেলিয়া দিলাম। আজো পর্যন্ত জানিনা, উহা কোথায় আছে। (রিয়াযুন নাযরাহ)

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিজ আমীরদের প্রতি অসিয়ত

মুহাজির আমেরী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) নিজের এক সঙ্গীকে কোন এক শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাকে এই চিঠি লিখিলেন—

আম্মা বা'দ, তুমি নিজ প্রজাদের নিকট হইতে দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত থাকিবে না। কেননা প্রজাদের নিকট হইতে আমীরের দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত থাকার দরুন তাহাদের মধ্যে সংকট সৃষ্টি হইবে এবং আমীর নিজেও তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে কম অবগত থাকিবে বরং লোকেরা তাহার অনুপস্থিতিতে যাহা করিবে তাহা একেবারেই জানিতে পারিবে না। (আমীর যখন প্রজাদের সহিত মেলামেশা করিবে না বরং পৃথক অবস্থান করিবে তখন তাহাকে শুনা কথার উপর কাজ করিতে হইবে। এইভাবে যাহাদের নিকট হইতে শুনিবে সমস্ত কাজ তাহাদের উপর নির্ভর হইয়া

থাকিবে। আর এই মধ্যবর্তী লোকদের মধ্যে স্বার্থান্বেষী লোকও থাকিতে পারে,) এমতাবস্থায় তাহার সম্মুখে বড় জিনিসকে ছোট ও ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল রূপদান করিয়া পেশ করা হইবে। এইভাবে হক বাতিলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে। আর আমীরও তো একজন মানুষ। সুতরাং লোকেরা যে সমস্ত বিষয় তাহার নিকট হইতে গোপন করিবে তাহা সে জানিতে পারিবে না। আর মানুষের প্রত্যেক কথার উপর এমন কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা সত্যমিথ্যার যাচাই হইতে পারে। অতএব আমীর তাহার নিকট লোকদের আসা–যাওয়াকে সহজ ও খোলা রাখিবে। (কারণ যখন লোকজন তাহার নিকট বেশী আসা যাওয়া করিবে তখন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে সে বেশী অবগত থাকিবে। ইহাতে সে সঠিক ফায়সালা করিতে সক্ষম হইবে।) এইভাবে আমীর প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য হক দিতে সক্ষম হইবে এবং একের হক অপরকে দেওয়া হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

তুমি দুই প্রকার লোকের মধ্যে একপ্রকার অবশ্যই হইবে। হয় তুমি দানশীল হইবে এবং হক জায়গায় খরচের ব্যাপারে তোমার হাত খোলা হইবে। যদি তুমি এমনই হও এবং লোকদেরকে দান করিতেই হয়, লোকদের সহিত উত্তম আখলাক দেখাইতেই হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে তোমার পৃথক অবস্থানের কি প্রয়োজন? আর যদি তুমি কৃপণ হও, নিজের সমস্ত কিছু আটক করিয়া রাখার স্বভাব হয় তবে কিছুদিন লোকজন তোমার নিকট আসিবে, কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে কিছুই পাইবে না তখন তাহার নিরাশ হইয়া নিজেরাই তোমার নিকট আসা বন্ধ করিয়া দিবে। এমতাবস্থায়ও তোমার তাহাদের নিকট হইতে পৃথক অবস্থানের প্রয়োজন নাই। এতদসত্ত্বেও লোকজন তোমার নিকট নিজেদের এমন সমস্ত প্রয়োজন লইয়া আসে যাহাতে তোমার উপর কোন খরচের বোঝা চাপে না, যেমন কোন জালেমের বিরুদ্ধে নালিশ করে অথবা ইনসাফ চায়। (অতএব লোকদের নিকট হইতে কোন অবস্থায়ই পৃথক অবস্থানের প্রয়োজন নাই।)

www.BANGLAKITAB.com

আমি যাহা কিছু লিখিলাম উহার উপর আমল করিয়া উপকৃত হও। আর আমি শুধু এমন কথাই তোমাকে লিখিতেছি যাহা দ্বারা তোমার উপকার হয় এবং তুমি হেদায়াত লাভ করিতে পার ইনশাআল্লাহ।

(মুন্তাখাবে কান্‌য)

অপর এক আমীরকে লেখা চিঠি

মাদায়েনী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) তাহার এক আমীরকে এই চিঠি লিখিলেন—

থাম, (অর্থাৎ মনোযোগ দাও) মনে কর তুমি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছ। তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। আর এমনস্থানে তোমার আমল তোমার সামনে পেশ করা হইতেছে যেখানে দুনিয়ার ধোকায় নিপতিত ব্যক্তি হায় আফসোস বলিয়া চিৎকার করিবে এবং যে ব্যক্তি জীবন নষ্ট করিয়াছে, সে আখাঙ্খা করিবে, হায় যদি তওবা করিয়া লইতাম এবং জালেম আকাঙ্খা করিবে যে, তাহাকে যদি দুনিয়াতে আবার ফেরত পাঠানো হইত, (যাহাতে সে নেক আমল করিয়া আসিতে পারে)। (আর সেই স্থান হইল হাশরের ময়দান।)

উকবারার আমীরকে অসিয়ত

সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) আমাকে উকবারা শহরের গভর্নর নিযুক্ত করিলেন এবং সেখানকার স্থানীয় যিম্মী (অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কাফের)দের উপস্থিতিতে আমাকে বলিলেন—

‘ইরাকের গ্রাম্য লোকেরা ধোকাবাজ হইয়া থাকে। অতএব সতর্ক থাকিবে, যেন তাহারা তোমাকে ধোকা দিতে না পারে। তাহাদের উপর যে সকল হক রহিয়াছে তাহা পুরাপুরিভাবে উসুল করিবে।’

অতঃপর আমাকে বলিলেন, সন্ধ্যায় তুমি আমার নিকট আসিও। আমি যখন সন্ধ্যার সময় তাহার নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে

বলিলেন—

আমি তোমাকে সকালবেলা যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্থানীয় লোকদেরকে শুনাইবার জন্য বলিয়াছিলাম। দেরহাম (অর্থাৎ টাকা পয়সা) উসুলের জন্য তাহাদের কাহাকেও চাবুক মারিবে না, রৌদ্রে দাঁড় করাইবে না এবং তাহাদের নিকট হইতে (শরীয়তের বিধান ব্যতীত নিজের জন্য) কোন ছাগল গরু লইবে না। আমাদিগকে এই আদেশ করা হইয়াছে যে, আমরা যেন তাহাদের নিকট হইতে আফু গ্রহণ করি। তুমি কি জান আফু কাহাকে বলে? যাহা তাহারা সামর্থ্য অনুসারে (সহজভাবে) আদায় করিতে পারে (এবং তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়) উহাকেই আফু বলে।

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের শস্য, শীত গ্রীষ্মের কাপড় এবং তাহাদের কৃষিকাজে ও বোঝা বহনে ব্যবহৃত জানোয়ার বিক্রয় করিবে না, দেরহাম (অর্থাৎ টাকা পয়সা) উসুল করার জন্য কাহাকেও (রৌদ্রে) দাঁড় করাইবে না। আমীর বলিল, তবে তো আমি আপনার নিকট হইতে যেমন খালি হাত যাইতেছি তেমনি খালি হাত ফিরিয়া আসিব। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, (ইহাতে কোন অসুবিধা নাই) যদিও তুমি যেমন যাইতেছ তেমনই ফিরিয়া আস। তোমার নাশ হউক! আমাদেরকে তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালই লওয়ার আদেশ করা হইয়াছে।

প্রজাদের আপন ইমাম (বা আমীর)কে নসীহত করা

মাকহুল (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হিযইয়াম জুমহী (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বলিলেন, হে ওমর! আমি আপনাকে কিছু নসীহত করিতে চাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই নসীহত কর। (আমীরকে ভুলের উপর সতর্ক না করা খেয়ানত, আর প্রকাশ্যে

www.BANGLAKITAB.com

লোক সম্মুখে করা বেয়াদবী, আর নির্জনে করাকেই নসীহত বলে।)

আমি আপনাকে এই নসীহত করি যে, আপনি লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন এবং আল্লাহর ব্যাপারে লোকদেরকে ভয় করিবেন না। আপনার কথায় ও কাজে ব্যতিক্রম না হওয়া উচিত। কেননা যে কথাকে কর্ম সত্য বলিয়া প্রমাণ করে উহাই উত্তম কথা। একই বিষয়ে দুই রকম বিপরীত ফয়সালা করিবেন না, নতুবা আপনার কাজে বৈপরীত্য দেখা দিবে এবং আপনি হক বিষয় হইতে সরিয়া যাইবেন। যেইদিকে দলীল প্রমাণ রহিয়াছে সেইদিককে গ্রহণ করিবেন। ইহাতে আপনি সফলকাম হইবেন ও আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সাহায্য করিবেন এবং আপনার দ্বারা আপনার প্রজাদের সংশোধন করিবেন। দূর ও নিকটের যে সকল মুসলমানদের উপর আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দায়িত্ববান বানাইয়াছেন তাহাদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ রাখিবেন এবং তাহাদের ফয়সালা নিজে করিবেন। আর নিজের ও নিজ পরিবারের লোকদের জন্য যাহা পছন্দ করেন তাহা সকল মুসলমানদের জন্য পছন্দ করিবেন। আর নিজের ও নিজ পরিবারের লোকদের জন্য যাহা অপছন্দ করেন তাহা সকল মুসলমানদের জন্য অপছন্দ করিবেন। হক পর্যন্ত পৌঁছার জন্য কঠিন বিষয়ের ভিতর ডুব লাগাইবেন। (কঠিন বলিয়া ঘাবড়াইবেন না।) আর আল্লাহর ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের পরোয়া করিবেন না।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই কাজ কে করিতে পারে? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আপনার মত লোক করিতে পারে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জিম্মাদার বানাইয়াছেন, এবং (যিনি এমন বাহাদুর যে,) তাহার ও আল্লাহর মাঝে আর কেহ বাধা হইতে পারে নাই।

উক্ত বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রহঃ)এর হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার এক প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে লোকদেরকে জমা করিতে চাহিলেন। তিনি তাহার অনুমতি প্রদানকারী (দ্বাররক্ষক) হযরত ইবনে আরকাম (রহঃ)কে বলিলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখ, তাহাদেরকে অন্যান্যদের পূর্বে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে। তারপর তাহাদের পরবর্তী লোকদেরকে (অর্থাৎ তাবেয়ীদেরকে) অনুমতি দিবে। সুতরাং সমস্ত লোক ভিতরে প্রবেশের পর হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে কাতার হইয়া বসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তাহাদের মধ্যে নকশী চাদর পরিহিত মোটা ও ভারী শরীরের এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার প্রতি ইশারা করিলে সে তাঁহার নিকটে আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে তিনবার বলিলেন, তুমি আমাকে কিছু বল। সেও তিনবার বলিল, না, আপনি কিছু বলুন। হযরত ওমর (রাঃ) একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, উফ, উঠিয়া যাও। সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় উপস্থিত লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন সাদা বর্ণের হালকা শরীর বিশিষ্ট খাটো ও দুর্বল আশআরী ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে ইশারা করিলেন। সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে কিছু বল। আশআরী বলিল, না, আপনি কিছু বলুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কিছু বল। আশআরী বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি প্রথম কিছু কথা আরম্ভ করুন, তারপর আমরাও কিছু বলিব।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, উফ্, উঠিয়া যাও। (আমি তো বকরী চরায় যে এমন একজন রাখাল,) বকরীর রাখালের কথায় তোমার কি উপকার হইবে? (সে ব্যক্তি উঠিয়া গেল।)

হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় তাকাইলেন। একজন সাদা বর্ণের হালকা শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার প্রতি ইশারা করিলে সে সামনে আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

আমাকে কিছু কথা শুনাও। সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিল এবং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে ভয় করার উপদেশ দিল। তারপর বলিল—

আপনাকে এই উম্মতের জিম্মাদার বানানো হইয়াছে, অতএব এই উম্মতের যে সকল বিষয়ে আপনাকে দায়িত্ববান বানানো হইয়াছে সেই বিষয়ে এবং আপন প্রজাগণের ব্যাপারে ও বিশেষভাবে নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা (কেয়ামতের দিন) আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয়ের হিসাব লওয়া হইবে এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আপনাকে আমানতদার বানানো হইয়াছে। অতএব এই আমানতের দায়িত্বকে গুরুত্ব সহকারে পালন করা আপনার কর্তব্য। আপনাকে আপনার আমল অনুপাতে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) পুরস্কার দেওয়া হইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, খলীফা হওয়ার পর হইতে এযাবৎ আমাকে এরূপ সঠিক ও পরিস্কার কথা তুমি ব্যতীত আর কেহ বলে নাই। তুমি কে? সে ব্যক্তি বলিল, আমি রাবী' ইবনে যিয়াদ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত মুহাজির ইবনে যিয়াদের ভাই? সে বলিল, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) এক লশকর প্রস্তুত করিলেন এবং হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ)কে উহার আমীর নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে বলিলেন, রাবী' ইবনে যিয়াদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে। যদি সে নিজ কথায় সত্যবাদী প্রমাণিত হয় (অর্থাৎ নিজ কথা অনুযায়ী তাহার আমলও হয়) তবে তুমি আমীরীর দায়িত্ব পালনে তাহার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিবে। এইজন্য (প্রয়োজনে) তাহাকে (কোন জামাতের) আমীর বানাইয়া দিও এবং প্রতি দশদিন অন্তর তাহার কাজের খোঁজখবর লইতে থাকিও এবং তাহার বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি এমনভাবে আমাকে লিখিও যেন আমিই তাহাকে আমীর নিযুক্ত করিয়াছি।

তারপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নসীহত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমার পর আমি তোমাদের জন্য সেই মুনাফিককে সর্বাপেক্ষা ভয় করি যে অত্যন্ত বাকপটু হইবে। (অর্থাৎ অন্তর কপটতায় পরিপূর্ণ হইবে কিন্তু মুখে অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর কথা বলিবে।)

হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ)এর চিঠি

মুহাম্মাদ ইবনে সুকাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত নুআইম ইবনে আবি হিন্দ (রহঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে একটি পত্র বাহির করিয়া দিলেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয় লেখা ছিল—

আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ ও মুআয ইবনে জাবাল এর পক্ষ হইতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর প্রতি, সালামুন আলাইকুম, আম্মাবাদ, আমরা প্রথম হইতেই আপনাকে দেখিয়া আসিতেছি যে, আপনার নিকট আপনার নিজের নফসের সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এখন তো আপনার উপর সাদা কালো অর্থাৎ আরব অনারব উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব চাপানো হইয়াছে। আপনার মজলিসে উচ্চ শ্রেণী ও নীচ শ্রেণী, দোস্ত–দুশমন সব ধরনের লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ ইনসাফের অংশ পাওয়া উচিত।

হে ওমর! আপনি তাহাদের সহিত কেমন চলিতেছেন? তাহা খেয়াল রাখিবেন। আমরা আপনাকে সেইদিন সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি যেই দিন সমস্ত চেহারা অবনত হইবে এবং অন্তর (ভয়ের চোটে) শুকাইয়া যাইবে এবং (মানুষের) সমস্ত দলীলপ্রমাণ সেই বাদশাহের দলীল প্রমাণের সামনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে যিনি আপন আযমত ও বড়ত্বের কারণে তাহাদের সকলের উপর ক্ষমতাবান ও পরাক্রান্ত হইবেন এবং সমস্ত মাখলুক তাহার সম্মুখে অবনত হইবে। সকলেই তাহার রহমতের আশা করিবে, তাহার শাস্তিকে ভয় করিবে। আমরা পরস্পর এই হাদীস বর্ণনা করিতাম

www.BANGLAKITAB.com

যে, শেষ যামানায় এই উম্মতের এরূপ খারাপ অবস্থা হইবে যে, মানুষ পরস্পর উপরে উপরে বন্ধু হইবে আর ভিতরে ভিতরে শত্রু হইবে। আমরা যে আন্তরিকতার সহিত এই চিঠি লিখিতেছি আপনি উহাকে অন্য কিছু ধারণা করিয়া বসেন এই ব্যাপারে আমরা আল্লাহর পানাহ ও আশ্রয় চাহিতেছি। আমরা এই চিঠি একমাত্র আপনার হিতকামনা করিয়া লিখিয়াছি। ওয়াস সালামু আলাইকা।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের উভয়ের উত্তরে লিখিলেন—

ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ হইতে আবু ওবায়দা ও মুআযের নিকট। সালামুন আলাইকুমা, আম্মাবাদ, আমি তোমাদের উভয়ের চিঠি পাইয়াছি। তোমরা উহাতে লিখিয়াছ যে, তোমরা উভয়ে আমাকে প্রথম হইতে দেখিয়া আসিতেছ যে, আমার নিকট আমার নিজের নফসের সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন আমার উপর সাদা কালো অর্থাৎ আরব অনারব উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব চাপানো হইয়াছে। আমার মজলিশে উচ্চ শ্রেণী ও নীচ শ্রেণী, দোস্ত–দুশমন সব ধরনের লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ ইনসাফের অংশ পাওয়া উচিত।

তোমরা উভয়ে ইহাও লিখিয়াছ যে, হে ওমর! আপনি খেয়াল রাখিবেন যে, আপনি তাহাদের সহিত কেমন চলিতেছেন? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ আযযা ও জাল্লার সাহায্যেই ওমর সঠিক চলিতে পারে এবং ভুলভ্রান্তি হইতে বাঁচিতে পারে। তোমরা উভয়ে লিখিয়াছ যে, তোমরা আমাকে সেইদিন সম্পর্কে সতর্ক করিতেছ যেইদিন সম্পর্কে আমাদের পূর্বেকার সকল উম্মতকে সতর্ক করা হইয়াছে। পূর্বকাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, রাত্রদিনের পরিবর্তন ও উহার নির্ধারিত সময়ে মানুষের দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ প্রত্যেক দূরবর্তীকে নিকটে লইয়া আসিতেছে, প্রত্যেক নতুনকে পুরাতন করিয়া দিতেছে ও প্রত্যেক ওয়াদাকে টানিয়া আনিতেছে। এইভাবে চলিতে থাকিবে, অবশেষে সমস্ত মানুষ বেহেশত ও দোযখের মধ্যে স্ব স্ব স্থানে পৌঁছিয়া যাইবে।

তোমরা লিখিয়াছ, তোমরা আমাকে এই ব্যাপারে সতর্ক করিতেছ যে, শেষ যামানার এই উম্মতের এরূপ খারাপ অবস্থা হইবে যে, মানুষ পরস্পর উপরে উপরে বন্ধু হইবে আর ভিতরে ভিতরে শত্রু হইবে। কিন্তু না তোমরা সেই সমস্ত খারাপ লোকদের অন্তর্ভুক্ত আর না বর্তমান যামানা সেই খারাপ যামানা। এরূপ অবস্থা তো সেই যামানায় হইবে যখন মানুষের মধ্যে আগ্রহ ও ভয় তো অনেক হইবে। কিন্তু পরস্পর একে অপরের সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ শুধু দুনিয়ার স্বার্থে হইবে। তোমরা আমাকে লিখিয়াছ, তোমরা উভয়ে আমাকে এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ে দিতেছ যে, তোমরা তো এই চিঠি আন্তরিক সহানুভূতি ও হিতকামনার উদ্দেশ্যে লিখিতেছ কিন্তু আমি যেন উহাকে অন্য কোন কিছু ধারণ করিয়া না বসি। তোমরা ঠিকই লিখিয়াছ। অতএব তোমরা আমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করিও না, কেননা আমি তোমাদের (নসীহতের) মুখাপেক্ষী। ওয়াস সালামু আলাইকুমা।

হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নসীহত

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) যখন জর্দানে প্লেগরোগে আক্রান্ত হইলেন তখন সেখানকার মুসলমানদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—

আমি তোমাদিগকে অসিয়ত করিতেছি, যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে সর্বদা কল্যাণের উপর থাকিবে। উহা এই যে, নামায কায়েম করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে, যাকাত আদায় করিবে, হজ্জ ও ওমরা করিবে, পরস্পর একে অপরকে নেককাজের জন্য বলিতে থাকিবে, আপন আমীরদের মঙ্গল কামনা করিতে থাকিবে, তাহাদিগকে ধোকা দিবে না। আর দুনিয়া যেন তোমাদেরকে (আখেরাত হইতে) গাফেল না করে। কেননা যদি কোন মানুষের বয়স এক হাজার বৎসরও হয়, একদিন না একদিন তাহাকে আমার এই ঠিকানায় উপনীত হইতে হইবে যাহা তোমরা

www.BANGLAKITAB.com

দেখিতেছ। আল্লাহ তায়ালা বনি আদমের জন্য মৃত্যু লিখিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহারা সকলে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে। আর বনি আদমের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ব্যক্তি সে, যে আপন রবের সর্বাপেক্ষা অনুগত এবং নিজ আখেরাতের জন্য সর্বাপেক্ষা আমলকারী হয়। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। হে মুআয ইবনে জাবাল! তুমি (আমার স্থলে) লোকদের নামায পড়াও।

অতঃপর হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেলে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজেদের গুনাহসমূহ হইতে তৌবা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন গুনাহ হইতে তৌবা করিয়া (কেয়ামতের দিন) আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে আল্লাহ তায়ালা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যাহার উপর করজ বা ঋণ রহিয়াছে তাহার উচিত ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া। কারণ বান্দা আপন ঋণের কারণে আটক হইয়া থাকিবে। আর যে ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার উচিত সেই ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসাফাহা করিয়া লয়। কারণ কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, সে তাহার অপর মুসলমান ভাইকে তিনদিনের অধিক পরিত্যাগ করিয়া রাখে।

হে মুসলমানগণ! তোমরা এমন এক ব্যক্তির মৃত্যুতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছ, যাহার সম্পর্কে আমার পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, তাহার অপেক্ষা নেক দিল, ফেৎনা ফাসাদ হইতে দূরে অবস্থানকারী, সাধারণ মানুষের প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা পোষণকারী ও তাহাদের জন্য সর্বাধিক মঙ্গলকামী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। অতএব তাহার জন্য রহমতের দোয়া কর এবং তাহার জানাযায় অংশগ্রহণ কর। (রিয়াযুন নাযরাহ)

খলীফা ও আমীরদের জীবন চরিত

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জীবন চরিত

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাদের একের হাদীস অন্যের হাদীসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। উল্লেখিত হযরতগণ বর্ণনা করেন, হিজরতের একাদশ বৎসর বারই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়াছে। সেইদিনই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর বাইআত সংঘটিত হইয়াছে। তিনি সে সময় তাহার বনু হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রীয়া স্ত্রী হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে আবি যুহাইব (রাঃ)এর নিকট সুনাহ মহল্লায় থাকিতেন। নিজের থাকার জন্য সেখানে পশমের তৈরী একটি তাঁবু টানাইয়া রাখিয়াছিলেন। মদীনায় নিজ বাড়ীতে স্থানান্তর হওয়া পর্যন্ত সেখানে অতিরিক্ত কিছুই করেন নাই। বাইআতের পর ছয়মাস পর্যন্ত সুনাহতেই অবস্থান করিয়াছেন। প্রায় সময় সকালবেলা পায়দল মদীনায় যাইতেন। কখনও নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন। তাহার পরিধানে একটি লুঙ্গি ও গায়ে গেরুয়া রংয়ের একটি চাদর থাকিত। এইভাবে মদীনায় আসিতেন এবং লোকদের নামায পড়াইতেন। এশার নামায পড়াইয়া সুনাহতে নিজ পরিবারের নিকট ফিরিয়া যাইতেন। যখন তিনি স্বয়ং মদীনায় উপস্থিত থাকিতেন তখন নিজেই লোকদের নামায পড়াইতেন। আর যখন তিনি নিজে উপস্থিত থাকিতেন না তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নামায পড়াইতেন। জুমুআর দিন দিনের প্রথম অংশে সুনাহতেই থাকিতেন। নিজের মাথায় ও দাড়িতে মেহেদী লাগাইতেন। তারপর জুমুআর জন্য যাইতেন এবং লোকদেরকে জুমুআর নামায পড়াইতেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন। প্রতিদিন বাজারে

www.BANGLAKITAB.com

যাইয়া বেচাকেনা করিতেন। তাহার একটি বকরীর পাল ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাহার নিকট ফিরিয়া আসিতে, কখনও নিজেই চরাইতে যাইতেন আর কখনও অন্য কেহ চরাইতে যাইত। নিজের মহল্লাবাসীদের বকরীর দুধ দোহন করিয়া দিতেন। যখন তিনি খলীফা হইলেন তখন মহল্লার এক মেয়ে বলিল, (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তো খলীফা হইয়া গিয়াছেন, এখন) আমাদের বকরীর দুধ কেহ দোহন করিয়া দিবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, না, আমার যিন্দেগীর কসম, আমি তোমাদের বকরীর দুধ অবশ্যই দোহন করিয়া দিব। আমি আশা করি যে, খেলাফতের দায়িত্ব আমাকে আমার পূর্বেকার উত্তম চরিত্র হইতে একটুও সরাইতে পারিবে না। সুতরাং তিনি খলীফা হওয়ার পরও তিনি মহল্লাবাসীদের বকরীর দুধ দোহন করিয়া দিতেন। কখনও মহল্লার মেয়েকে রহস্য করিয়া বলিতেন, এই মেয়ে! ফেনা তুলিয়া দোহন করিয়া দিব, না ফেনা ব্যতীত? মেয়ে বলিত, ফেনা তুলিয়া দোহন করুন। আবার কখনও বলিত, ফেনা ব্যতীত দোহন করুন। যেমন বলিত তেমনই দোহন করিয়া দিতেন।

সুনাহ মহল্লায় এইভাবে ছয় মাস কাটানোর পর মদীনায় চলিয়া আসিলেন এবং স্থায়ীভাবে মদীনায় থাকিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর তিনি নিজের খেলাফতের বিষয়ে চিন্তা করিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, ব্যবসায় মশগুল থাকিয়া লোকদের কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব হইবে না। তাহাদের কাজ তো তখনই সঠিকভাবে করা সম্ভব হইবে যখন আমি ব্যবসা ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের কাজের জন্য অবসর হইয়া যাইব এবং তাহাদের কাজে চিন্তাভাবনা করিব। কিন্তু আমার পরিবার পরিজনের চলার উপযোগী খরচেরও প্রয়োজন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন এবং মুসলমানদের বাইতুল মাল হইতে দৈনিক এই পরিমাণ ভাতা হিসাবে লইতে আরম্ভ করিলেন যাহাতে তাহার ও তাহার পরিবারের একদিনের প্রয়োজন মিটিতে পারে এবং সেই ভাতা হইতে হজ্জ ও ওমরাও করিতে পারেন। সুতরাং সাহাবা (রাঃ)

তাহার জন্য বাৎসরিক ছয় হাজার দেরহাম ধার্য করিয়া দিলেন।

যখন তাহার ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল তখন বলিলেন, আমাদের নিকট মুসলমানদের বাইতুল মালের যাহা কিছু অতিরিক্ত বাঁচিয়া গিয়াছে তাহা ফেরত দিয়া দাও। কেননা আমি এই মাল ব্যবহার করিতে চাহি নাই। আর আমি মুসলমানদের যে পরিমাণ মাল ভোগ করিয়াছি উহার বিনিময়ে আমার অমুক স্থানে যে জমিন রহিয়াছে উহা মুসলমানদের (বাইতুল মালের) জন্য দিয়া দিলাম। অতএব তাহার ইন্তেকালের পর সেই জমিন, একটি দুধের উটনী, তলোয়ার শান দিতে পারে এমন একটি গোলাম ও পাঁচ দেরহাম মূল্যের একটি চাদর হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সোপর্দ করা হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি নিজের পরবর্তীদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া গেলেন। (অর্থাৎ তাহার ন্যায় এরূপ কে করিতে পারিবে?)

হযরত আবু বকর (রাঃ) একাদশ হিজরীতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে আমীরুল হজ্জ বানাইয়া পাঠাইলেন, তারপর দ্বাদশ হিজরীতে নিজে ওমরার জন্য গেলেন। চাশতের সময় মক্কা শরীফ পৌছিলেন। নিজের ঘরে গেলেন। সেখানে (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পিতা) হযরত আবু কোহাফা (রাঃ) নিজ ঘরের দরজায় বসিয়াছিলেন। তাহার নিকট কতিপয় যুবক বসিয়াছিল যাহাদের সহিত তিনি কথাবার্তা বলিতেছিলেন। কেহ তাহাকে বলিল, এই যে আপনার ছেলে আসিয়াছে। হযরত আবু কুহাফা (রাঃ) শুনিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) উট না বসাইয়াই তাড়াতাড়ি উটের পিঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আব্বাজান, আপনি দাঁড়াইবেন না। তারপর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কপালে চুম্বন করিলেন। বৃদ্ধ পিতা তাহার আগমনের আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। মক্কার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ (রাঃ), সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ), ইকরামা ইবনে আবি জাহল (রাঃ), হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ) সাক্ষাতের জন্য আসিলেন এবং 'সালামুন আলাইকা ইয়া খালীফাতা

WWW.BANGLAKITAB.COM

রাসূলিল্লাহ’ বলিয়া সালাম করিলেন। সকলেই তাহার সহিত মুসাফাহা করিলেন এবং যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করিলেন তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তারপর তাহারা হযরত আবু কুহাফা (রাঃ)কে সালাম করিলেন। হযরত আবু কুহাফা (রাঃ) (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নাম লইয়া) বলিলেন, হে আতীক! ইহারা মক্কার সরদার, ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিও। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আব্বাজান, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত মানুষ কোন নেক কাজ করিতে পারে না এবং অসৎকাজ হইতে বাঁচিতে পারে না। আমার উপর তো অনেক বড় দায়িত্ব চাপানো হইয়াছে যাহা পরিপূর্ণভাবে পালন করার শক্তি আমার মধ্যে একেবারেই নাই। তবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই তাহা পালন করা সম্ভব হইতে পারে। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং গোসল করিয়া বাহিরে আসিলেন। তাহার সঙ্গীগণ পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলে তিনি তাহাদিগকে সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, স্বাভাবিকভাবে চল। (আমার পিছনে ভীড় করার প্রয়োজন নাই।)

পথিমধ্যে লোকজন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও সাথে চলিতে লাগিল এবং তাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের উপর সমবেদনা জানাইতে লাগিল। আর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতেছিলেন। অবশেষে বাইতুল্লাতে পৌঁছিলেন এবং তওয়াফ করার জন্য ইযতেবা করিলেন। (অর্থাৎ ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়া আনিয়া বাম কাঁধের উপর রাখিলেন।) তারপর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতঃ সাত চক্কর সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়িয়া নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। জোহরের সময় হইলে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়া দারুন নাদওয়ার নিকট বসিলেন এবং বলিলেন, কেহ আছে কি কোন জুলুমের নালিশ জানাইবে অথবা কোন হকের দাবী জানাইবে? কিন্তু কেহ আসিল না।

ইহাতে লোকেরা তাহাদের আমীর (হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ (রাঃ))এর প্রশংসা করিল। তারপর তিনি আসরের নামায পড়াইয়া বসিলেন এবং লোকেরা তাহাকে বিদায় জানাইল। অতঃপর তিনি মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরিয়া আসিলেন। দ্বাদশ হিজরীতে তিনি লোকদের সহিত স্বয়ং হজ্জ করেন এবং শুধু হজ্জের ইহরাম অর্থাৎ ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধেন এবং হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে মদীনাতে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন। (ইবনে সা’দ)

হযরত ওমায়ের ইবনে সা’দ আনসারী (রাঃ)এর ঘটনা

আনতারাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমায়ের ইবনে সা’দ আনসারী (রাঃ)কে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হেমসের গভর্নর বানাইয়া পাঠাইলেন। তিনি সেখানে এক বৎসর থাকিলেন। কিন্তু এই এক বৎসর যাবৎ তাহার পক্ষ হইতে কোন সংবাদ আসিল না। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পত্রলেখক মনুশীকে বলিলেন, ওমায়েরের নিকট চিঠি লেখ, আল্লাহর কসম, আমার মনে হয় সে আমাদের সহিত খেয়ানত করিয়াছে। (চিঠির বিষয়বস্তু এরূপ ছিল)

চিঠি পাওয়ামাত্র আমার নিকট চলিয়া আসিবে এবং আমার চিঠি পড়ামাত্রই তুমি মুসলমানদের গনীমতের মাল হইতে যাহাকিছু জমা করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গে লইয়া আসিবে।

হযরত ওমায়ের (রাঃ) (চিঠি পড়ামাত্রই) নিজের চামড়ার থলির ভিতর পথের খাবার ও পেয়ালা ভরিয়া উহার সহিত অযূর লোটা বাঁধিয়া লইলেন এবং (হাতের) লাঠি লইয়া হেমস হইতে পায়দল রওয়ানা হইয়া গেলেন। এইভাবে যখন মদীনায় পৌঁছিলেন তখন তাহার গায়ের রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং চেহারা ধুলিযুক্ত ও চুল লম্বা হইয়া গিয়াছিল। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরুল মুমিনীন,

www.BANGLAKITAB.com

ওয়ারাহামাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার কি অবস্থা? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমার কি অবস্থা দেখিতে পাইতেছেন? আপনি দেখিতেছেন না যে, আমি সুস্থ শরীরে ও পাকপবিত্র রক্তে রহিয়াছি? আর আমার সহিত দুনিয়া রহিয়াছে যাহাকে লাগাম ধরিয়া টানিয়া আনিয়াছি?

হযরত ওমর (রাঃ) ধারণা করিলেন তিনি হয়ত অনেক মালসম্পদ আনিয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে কি আছে? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আমার সহিত আমার থলি আছে, যাহাতে পথের জন্য খাবার ও পেয়ালা রাখি। পেয়ালার মধ্যে খাবারও খাই আবার উহাতেই নিজের কাপড় চোপড়ও ধৌত করি। একটি লোটা রহিয়াছে যাহাতে অযু ও খাওয়ার পানি রাখি। আর আমার একটি লাঠি আছে যাহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াই এবং কোন শত্রুর সম্মুখীন হইলে উহা দ্বারা মোকাবিলা করি। আল্লাহর কসম, সমস্ত দুনিয়া আমার এই কয়টি সামানের অধীন হইয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজন আমার এই কয়টি জিনিসের দ্বারা পূরণ হইয়া যায়)

হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সেখান হইতে পায়দল অর্থাৎ পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে এমন কোন লোক ছিল না, যে তোমাকে আরোহণের জন্য একটি জানোয়ার দিতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন, সেখানকার লোকেরা আমাকে দেয় নাই, আর আমিও তাহাদের নিকট চাহি নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, অত্যন্ত খারাপ মুসলমান তাহারা, যাহাদের নিকট হইতে তুমি আসিয়াছ। (তুমি তাহাদের গভর্নর হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তোমার কোন খেয়াল করিল না) হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে গীবত (পরনিন্দা) করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তাহাদেরকে ফজরের নামায পড়িতে দেখিয়া আসিয়াছি। (হাদীস শরীফে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে সে আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে

আসিয়া যায়) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে কোথায় পাঠাইয়াছিলাম?

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে যাহা উসুল করিয়া আনিতে পাঠাইয়াছিলাম তাহা কোথায়? আর তুমি সেখানে কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হযরত ওমর (রাঃ) (আশ্চর্য হইয়া) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আপনি মনে ব্যথা পাইবেন এই আশংকা না হইলে আমি আপনাকে বলিতাম না। আপনি যখন আমাকে পাঠাইলেন তখন আমি সেখানে পৌঁছিয়া সেখানকার নেক লোকদেরকে একত্রিত করিয়াছি এবং তাহাদেরকে মুসলমানদের গনীমতের মাল জমা করার দায়িত্ব দিয়াছি। তাহারা যখন উহা জমা করিয়া আনিয়াছে তখন আমি উহা শরীয়তের নির্ধারিত স্থানে খরচ করিয়া দিয়াছি। যদি উহাতে শরীয়তমত আপনারও অংশ থাকিত তবে আপনার জন্য লইয়া আসিতাম।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে কি তুমি আমাদের জন্য কিছুই আন নাই? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (অত্যন্ত সৎ গভর্নর, কিছুই লইয়া আসে নাই) ওমায়েরের জন্য (হেমসের গভর্নরীর পদে) পুনরায় নিয়োগপত্র লিখিয়া দাও। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, এখন আমি না আপনার পক্ষ হইতে গভর্নর হইব, আর না আপনার পর অন্য কাহারো পক্ষ হইতে হইব। কেননা আল্লাহর কসম, আমি (এই গভর্নরীতে অন্যায় কাজ হইতে) বাঁচিত পারি নাই। আমি এক খৃষ্টানকে (আমীর হওয়ার গর্বে) বলিয়াছি, হে অমুক, আল্লাহ তোকে বেইজ্জত করুক। হে ওমর! আপনি আমাকে গভর্নর বানাইয়া এরূপ অন্যায়কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। হে ওমর! যে সকল সাহাবা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তাহাদের পরে আপনার সহিত জীবনের যে দিনগুলি কাটিয়াছে সেইদিনগুলিই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা খারাপ দিন। অতঃপর তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর

www.BANGLAKITAB.com

নিকট অনুমতি চাহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন।

তিনি নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাহার বাড়ী মদীনা হইতে কয়েক মাইল দূরে ছিল। তাহার চলিয়া যাওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ধারণা হয় ওমায়ের আমাদের সহিত খেয়ানত করিয়াছে। (সে নিশ্চয় হেমস হইতে মালদৌলত আনিয়াছে এবং তাহা পূর্বেই বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে) সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) (যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে) হারেস নামী এক ব্যক্তিকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়া বলিলেন, এই দীনারগুলি লইয়া ওমায়েরের বাড়ী যাইবে এবং অপরিচিত মেহমান সাজিয়া তাহার বাড়ীতে উঠিবে। যদি তাহার ঘরে সচ্ছলতা দেখ তবে আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। আর যদি অভাব অনটন দেখ তবে তাহাকে এই একশত দীনার দিবে।

হারেস (রাঃ) সেখানে গেলেন এবং দেখিলেন, হযরত ওমায়ের (রাঃ) দেয়ালের এক কোণায় বসিয়া জামার উকুন বাছিতেছেন। হারেস (রাঃ) যাইয়া তাহাকে সালাম দিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) (তাহার সালামের উত্তর দিয়া) বলিলেন, আস, আমাদের মেহমান হইয়া থাক। হারেস (রাঃ) সওয়ারী হইতে নামিয়া তাহার ঘরে অবস্থান করিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? হারেস (রাঃ) বলিলেন, মদীনা হইতে আসিয়াছি। হযরত ওমায়ের (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমীরুল মুমিনীনকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, ভাল অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। হযরত ওমায়ের (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, মুসলমানদেরকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, তাহারাও ভাল আছেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমীরুল মুমিনীন কি শরীয়তের শাস্তি কায়েম করেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ করেন। তাঁহার ছেলে কবীরা গুনাহ করিয়াছিল, তিনি তাহার উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করিয়াছিলেন। ইহাতে সে মারা গিয়াছে। (কিন্তু সহীহ রেওয়ায়াত মতে, শাস্তির এক মাস পর তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল।)

হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আয় আল্লাহ! ওমরকে সাহায্য করুন, আমার জানা মতে তিনি আপনাকে অত্যাধিক মহব্বত করেন। হারেস (রাঃ) তিন দিন পর্যন্ত হযরত ওমায়ের (রাঃ)এর ঘরে মেহমান হইয়া থাকিলেন। তাহার ঘরে শুধু যবের একটি রুটি প্রস্তুত হইত যাহা তাহারা হারেস (রাঃ)কে খাওয়াইয়া দিতেন আর নিজেরা উপবাস থাকিতেন। অবশেষে যখন উপবাস থাকা কষ্টকর হইয়া গেল তখন তিনি হারেস (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার কারণে আমাদের উপবাসের পর উপবাস কাটাইতে হইতেছে। অতএব যদি ভাল মনে কর তবে অন্য কোথাও যাইতে পার। হারেস (রাঃ) তখন সেই দীনারগুলি বাহির করিয়া পেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন আপনার জন্য এই দীনার পাঠাইয়াছেন। আপনি এইগুলিকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করুন। দীনার দেখা মাত্রই তিনি এক চিৎকার দিলেন এবং বলিলেন, আমার এইগুলির কোন প্রয়োজন নাই, ফেরত লইয়া যাও। তাহার স্ত্রী বলিলেন, ফেরত দিবেন না, গ্রহণ করুন। নিজের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে খরচ করিবেন নতুবা উপযুক্ত স্থানে (অভাবগ্রস্তদের মধ্যে) খরচ করিয়া দিবেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার নিকট এমন কোন পাত্র নাই যাহাতে এইগুলিকে রাখিব। ইহা শুনিয়া তাহার স্ত্রী নিজের কামিসের নিচের অংশ ছিঁড়িয়া এক টুকরা কাপড় তাহাকে দিলেন। তিনি উহাতে দীনারগুলি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং শহীদদের সন্তান–সন্ততি ও গরীবদের মধ্যে সমস্ত দীনার বন্টন করিয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রেরিত লোকটি অর্থাৎ হারেস (রাঃ) ভাবিয়াছিলেন হযরত ওমায়ের (রাঃ) উহা হইতে তাহাকেও কিছু দিবেন, (কিন্তু তাহাকে কিছুই দিলেন না)। হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে আমার সালাম বলিও।

হারেস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিয়াছ? হারেস (রাঃ) বলিলেন,

WWW.BANGLAKITAB.COM

অত্যন্ত খারাপ অবস্থা দেখিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সেই দীনারগুলি কি করিলেন? হারেস (রাঃ) বলিলেন, আমি জানি না। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওমায়ের (রাঃ)কে চিঠি লিখিলেন যে, আমি চিঠি পাওয়ামাত্র উহা রাখার পূর্বেই আমার নিকট চলিয়া আস। হযরত ওমায়ের (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেই দীনারগুলি কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমার যাহা ইচ্ছা হইয়াছে করিয়াছি। আপনি কেন দীনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, তুমি সেই দীনারগুলি কি করিয়াছ তাহা অবশ্যই আমাকে বলিবে। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আমি উহা নিজের জন্য সামনে পাঠাইয়া দিয়াছি। (অর্থাৎ আখেরাতে পাওয়ার জন্য গরীব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছি।)

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন, এবং তাহাকে এক ওসাক (অর্থাৎ পাঁচ মণ দশ সের) শস্য ও দুইখানা কাপড় দেওয়ার হুকুম দিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, শস্যের আমার প্রয়োজন নাই। কারণ আমি ঘরে দুই সা' (অর্থাৎ সাত সের পরিমাণ) যব রাখিয়া আসিয়াছি। উহা খাইয়া শেষ করার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা রিযিক পৌঁছাইয়া দিবেন। সুতরাং শস্য লইলেন না, তবে কাপড় দুইখানা লইলেন এবং বলিলেন, অমুকের মা (অর্থাৎ নিজের স্ত্রী)এর নিকট কাপড় নাই। (তাহাকে দিয়া দিব।) তারপর নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি রহমত নাযিল করুন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহার ইন্তেকালের খবর পাইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং তাহার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করিলেন। অতঃপর (তাহাকে দাফন করার জন্য মদীনার কবরস্থান) জান্নাতুল বাকী'তে পায়ে হাঁটিয়া গেলেন এবং তাহার সহিত আরো অনেকে পায়ে হাঁটিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) নিজের সঙ্গীদেরকে বলিলেন, তোমাদের

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মনের আকাঙ্খা প্রকাশ কর।

এক ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, আমার নিকট যদি অনেক মালদৌলত হইত, তবে আমি উহা দ্বারা এত এত গোলাম খরিদ করিয়া মুক্ত করিতাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, যদি আমার নিকট অনেক মালদৌলত হইত, তবে আমি উহা আল্লাহর রাস্তায় করিতাম। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমার আকাঙ্খা এই যে, আমার শরীরে এই পরিমাণ শক্তি হইত যে, আমি নিজে যমযমের পানি উঠাইয়া বাইতুল্লাহর হাজীদেরকে উহা পান করাইতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, আমার নিকট ওমায়ের ইবনে সা'দের ন্যায় মানুষ হয়, যাহাকে আমি নিশ্চিন্তমনে মুসলমানদের বিভিন্ন কাজে লাগাইতে পারি। (আবু নুআঈম)

হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হিযইয়াম জুমাহী (রাঃ)এর ঘটনা

খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হিযইয়াম জুমাহী (রাঃ)কে হেমস শহরে আমাদের গভর্নর বানাইলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন পরবর্তীতে হেমস আসিলেন তখন তিনি বলিলেন, হে হেমসবাসী! তোমাদের গভর্নরকে কেমন পাইয়াছ? তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তাহাদের গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল।

হেমসবাসী যেহেতু সর্বদাই তাহাদের গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত এইজন্য হেমসকে ছোট কুফা বলা হইত। তাহারা বলিল, আমাদের তাহার বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ রহিয়াছে। প্রথম এই যে, তিনি ঘর হইতে আমাদের নিকট অনেক বেলা করিয়া বাহির হইয়া আসেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, প্রকৃতই অনেক বড় অভিযোগ। আর কি অভিযোগ? তাহারা বলিল, তিনি রাতে কাহারো কথা শুনেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহাও অনেক বড় অভিযোগ, আর কি? তাহারা

www.BANGLAKITAB.com

বলিল, মাসে একদিন তিনি ঘরেই থাকেন আমাদের নিকট বাহিরে আসেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহাও অনেক বড় অভিযোগ, আর কি? তাহারা বলিল, মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞানের মত হইয়া যান। হযরত ওমর (রাঃ) হেমসের লোকদেরকে ও তাহাদের গভর্নরকে একত্র করিলেন এবং এই দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! সাঈদ ইবনে আমেরের ব্যাপারে আমার যে সুধারণা ছিল, আজ তাহা ভুল প্রমাণ করিও না।

অতঃপর হেমসের লোকদেরকে বলিলেন, তাহার ব্যাপারে তোমাদের কি কি অভিযোগ আছে বল। তাহারা বলিল, অনেক বেলা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঘর হইতে আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসেন না। হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, ইহার কারণ বর্ণনা করা আমি পছন্দ করিতাম না, কিন্তু বাধ্য হইয়া বর্ণনা করিতে হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, আমার পরিবারের জন্য কোন খাদেম না থাকার কারণে আমি নিজেই আটা গোলাইয়া উহাতে খামির আসার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর রুটি তৈয়ার করি এবং অযু করিয়া ঘর হইতে বাহিরে তাহাদের নিকট আসি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের আর কি অভিযোগ? তাহারা বলিল, তিনি রাত্রে কাহারো কথা শুনেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (হে সাঈদ!) তুমি এই ব্যাপারে কি বল? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, ইহারও কারণ বর্ণনা করা আমি পছন্দ করি না। প্রকৃতপক্ষে আমি দিনরাত্রকে ভাগ করিয়া লইয়াছি। দিনের ভাগ লোকদের জন্য দিয়াছি আর রাত্রের ভাগ আল্লাহ তায়ালাকে দিয়াছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের আর কি অভিযোগ আছে? তাহারা বলিল, মাসে একদিন তিনি আমাদের নিকট বাহিরে আসেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি এই ব্যাপারে কি বল? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, না আমার কোন খাদেম আছে, যে আমার কাপড় ধৌত করিয়া দিবে, আর না আমার নিকট অতিরিক্ত কোন কাপড় আছে যাহা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতে পারি। এইজন্য আমি নিজের কাপড়

ধৌত করি, তারপর উহা শুকাইবার অপেক্ষা করি। শুকাইবার পর মোটা কাপড় হওয়ার কারণে উহা শক্ত হইয়া যায় সেহেতু উহাকে রগড়াইয়া রগড়াইয়া নরম করি। সারাদিন ইহাতে ব্যয় হইয়া যায়। তারপর উহা পরিধান করিয়া সন্ধ্যায় লোকদের নিকট বাহিরে আসি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের আর কি অভিযোগ আছে? তাহারা বলিল, মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যাপারে তুমি কি বল? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, হযরত খুবাইব আনসারী (রাঃ)এর শহীদ হওয়ার সময় আমি মক্কায় ছিলাম। কোরাইশরা প্রথমে তাহার শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে গোশত কাটিয়া লইল, তারপর তাহাকে শূলিতে লটকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহা পছন্দ করিবে যে, তোমার স্থানে (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হন। (অর্থাৎ তোমার পরিবর্তে তাঁহাকে শূলিতে চড়ানো হউক।) হযরত খুবাইব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তো ইহাও পছন্দ করিব না যে, আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট থাকি আর উহার বিনিময়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে একটি কাঁটা ফুটে। অতঃপর তিনি উচ্চস্বরে (অত্যন্ত জোশের সহিত) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! যখনই আমার সেই দিনের কথা স্মরণ হয়, আর মনে হয় যে, আমি সেই অবস্থায় তাহার কোন সাহায্য করি নাই, অবশ্য তখনও আমি মুশরিক ছিলাম, ঈমান আনয়ন করিয়া ছিলাম না, তখনই আমার মনে প্রবলভাবে এই খেয়াল আসে যে, আল্লাহ তায়ালা আমার এই গুনাহকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। এই খেয়াল আসিতেই আমি অজ্ঞান হইয়া যাই।

হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত অভিযোগের জবাব শুনিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার বিচার বিবেচনাকে ভুল সাব্যস্ত করেন নাই। তাহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, এইগুলি নিজের প্রয়োজনে খরচ করিও। তাহার স্ত্রী বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে

WWW.BANGLAKITAB.COM

আপনার খেদমতের মুখাপেক্ষিতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ এখন এই দীনার দ্বারা ঘরের কাজের জন্য একজন খাদেম রাখিয়া লইব।)

হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি ইহা হইতে উত্তম জিনিস চাও? আর তাহা এই যে, আমরা এই দীনারগুলি এমন ব্যক্তিকে দিয়া দেই, যে আমাদের কঠিন প্রয়োজনের সময় ফেরত দিয়া দিবে। স্ত্রী বলিলেন, ঠিক আছে। তিনি নিজ পরিবারের বিশ্বস্ত এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিলেন এবং সমস্ত দীনার অনেকগুলি থলিতে ভরিয়া তাহাকে বলিলেন, এইগুলি অমুক বংশের বিধবাদেরকে, অমুক বংশের এতীমদেরকে, অমুক বংশের মিসকীনদেরকে এবং অমুক বংশের বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে দিয়া আস। সামান্য কিছু দীনার বাঁচিয়া গিয়াছিল, সেইগুলি স্ত্রীকে দিয়া বলিলেন, এইগুলি তুমি খরচ করিও। তারপর তিনি নিজের শাসনকাজে মশগুল হইয়া গেলেন। কিছুদিন পর তাহার স্ত্রী বলিলেন, আপনি আমাদের জন্য কোন খাদেম খরিদ করিবেন না? সেই দীনারগুলি কি করিলেন? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, সেইগুলি তুমি অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় পাইয়া যাইবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)এর ঘটনা

সা'লাবা ইবনে আবি মালেক কুরাযী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) মারওয়ানের স্থলে মদীনার গভর্নর ছিলেন। একদিন লাকড়ীর বোঝা মাথায় লইয়া বাজারে আসিলেন এবং রসিকতা করিয়া বলিলেন, হে ইবনে আবি মালেক! আমীরের জন্য রাস্তা করিয়া দাও। আমি বলিলাম, এই রাস্তা তো আমীরের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলিলেন, আরে আমীরের মাথায় লাকড়ীর বোঝা দেখিতেছ না! কাজেই (এই রাস্তা যথেষ্ট নয়) রাস্তা প্রশস্ত করিয়া দাও। (হিলইয়া)

সমাপ্ত

www.BANGLAKITAB.com